বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২২-২০২৩

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

www.msw.gov.bd

প্রকাশকাল
অক্টোবর ২০২৩

প্রকাশনায়
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০

নির্দেশনায়

মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

সার্বিক তত্ত্বাবধায়ন
মোঃ শরিফুল ইসলাম, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)

সম্পাদনা পরিষদ

১.	সৈয়দ মেহদী হাসান, যুগ্মসচিব	আহবায়ক
২.	জনাব খাদিজা নাজনীন, যুগ্মসচিব	সদস্য
৩.	জনাব মোঃ ওসমান ভুঁইয়া, যুগ্মসচিব	সদস্য
৪.	জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন, উপসচিব	সদস্য
৫.	জনাব মুহাম্মদ শাখীর আহম্মদ চৌধুরী, উপসচিব	সদস্য
৬.	জনাব মোহাম্মদ আবদুল হামিদ মিয়া, উপসচিব	সদস্য
৭.	জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম, উপসচিব	সদস্য
৮.	জনাব এস.এম.গোলাম কিবরিয়া, সিনিয়র সহকারী সচিব	সদস্য
৯.	জনাব মোহাম্মদ জাকির হোসেন, সিনিয়র তথ্য অফিসার	সদস্য
১০.	জনাব মোঃ মোজাম্মেল হক খান, সহকারী সচিব	সদস্য
১১.	জনাব শম্পা কুন্ডু, সিনিয়র সহকারী সচিব	সদস্য সচিব

সূচিপত্র

বিষয়		পৃষ্ঠা
বাণী, মন্ত্রী, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়		৪
বাণী, প্রতিমন্ত্রী, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়		৫
বাণী, সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়		৬
প্রথম অধ্যায়	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	০৭
দ্বিতীয় অধ্যায়	সমাজসেবা অধিদপ্তর	২১
তৃতীয় অধ্যায়	জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন	৭০
চতুর্থ অধ্যায়	বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ	৮১
পঞ্চম অধ্যায়	শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল নাহিয়ান ট্রাস্ট (বাংলাদেশ)	৮৮
ষষ্ঠ অধ্যায়	শারীরিক প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট	৯৬
সপ্তম অধ্যায়	নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট	১০৫
অষ্টম অধ্যায়	বাংলাদেশ রিহ্যাবিলিটেশন কাউন্সিল	১২০

নুরুজ্জামান আহমেদ এমপি
মন্ত্রী
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের সার্বিক কর্মকাণ্ড সম্বলিত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

একটি বৈষম্যহীন, সুখী, সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এ দেশকে স্বাধীন করেছিলেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সে লক্ষ্য বাস্তবায়নের পথে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে।

১৯৯৬ সালে সরকার গঠনের পর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির মাধ্যমে বয়স্ক, বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলাদের জন্য মাসিক ভাতা চালু করেন। বর্তমানে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, হিজড়া ও বেদে জনগোষ্ঠীসহ এক কোটির অধিক সুবিধাভোগী ভাতা পাচ্ছেন। বিভিন্ন প্রকার ভাতার পাশাপাশি সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তি ও শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। ইতোমধ্যে ২৬২টি উপজেলাকে ভাতা পাওয়ার যোগ্য বয়স্ক ও বিধবা ব্যক্তিকে শতভাগ ভাতার আওতায় আনা হয়েছে। G2P পদ্ধতিতে ভাতাভোগীগণ মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে অনলাইনে ভাতা পাচ্ছেন। অসহায় জনগোষ্ঠীর জন্য বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্পে আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করা হচ্ছে। ডিজিটাল উপায়ে নির্বিঘ্নে সেবা প্রদান করতে এ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সকল দপ্তর ও সংস্থাকে শতভাগ ডিজিটাল করার কাজ চলমান রয়েছে।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত প্রকল্প ও কর্মসূচিসমূহ সফলভাবে বাস্তবায়িত হলে টেকসই উন্নয়ন লক্ষমাত্রা ২০৩০ ও রুপকল্প ২০৪১ অর্জনের মাধ্যমে বাংলাদেশ দারিদ্রমুক্ত হতে ভূমিকা রাখবে। এ প্রকাশনার মাধ্যমে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত ও বাস্তবায়িত সকল কর্মসূচির একটি চিত্র ফুটে উঠবে এবং সেবা গ্রহীতাগণসহ আগ্রহী পাঠকগণ মন্ত্রণালয়ের সার্বিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা পাবেন। আমি এ প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

(নুরুজ্জামান আহমেদ এমপি**)**

মো: আশরাফ আলী খান খসরু এমপি
প্রতিমন্ত্রী
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রতি বছরের ন্যায় ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের সার্বিক কর্মকাণ্ড নিয়ে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এ প্রকাশনার মাধ্যমে মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত সকল কর্মসূচির একটি চিত্র প্রকশিত হবে যার মাধ্যমে পাঠক ও সংশ্লিষ্ট সেবা গ্রহীতাগণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাবেন।

পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একটি বৈষম্যহীন সুখী ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে বিশেষ অনুচ্ছেদ সন্নিবেশ করেছিলেন। তিনি সর্বপ্রথম পল্লী অঞ্চলের দারিদ্র্য বিমোচনে ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ কার্যক্রম সূচনা করেছিলেন। পর্যায়ক্রমে দেশের অবহেলিত, অসহায় ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কার্যক্রম শুরু করে বর্তমানে সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কর্মসূচি এ মন্ত্রণালয় কর্তৃক দক্ষতার সাথে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে এক কোটির অধিক জনগোষ্ঠী প্রত্যক্ষভাবে বিভিন্ন ধরনের ভাতা ও সেবা পেয়ে থাকে। পাশাপাশি বিভিন্ন কর্মসূচী ও প্রকল্পের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে একটি বৃহৎ জনগোষ্ঠী উপকৃত হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দারিদ্র্যমুক্ত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে সমাজের মূল স্রোতে আনয়নের নিমিত্ত সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় বয়স্ক ভাতা, বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা, অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা, প্রতিবন্ধীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি, হিজড়া, বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন, চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন পুনর্বাসন কার্যক্রম, প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র, পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম, নিবন্ধিত বেসরকারি সংস্থা ও দুস্থ ব্যক্তিদের আর্থিক সহায়তা কর্মসূচি, সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের প্রতিপালন ইত্যাদি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী দেশের প্রতিটি অঞ্চল ডিজিটাল সুবিধার আওতায় এসেছে। তথ্য প্রযুক্তি ও আধুনিক ব্যাংকিং সুবিধা ব্যবহারের মাধ্যমে জিটুপি পদ্ধতিতে সকল প্রকার ভাতাভোগী এখন ঘরে বসে ভাতা পাচ্ছেন। সকল সেবাকে একটি প্লাটফর্মে আনার জন্য ডিজিটাল ইন্টিগ্রেশনের কাজ চলমান রয়েছে। ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশ গঠনের লক্ষ্যে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিচালিত কর্মসূচিসমূহের সফল বাস্তবায়নে এ মন্ত্রণালয় অঙ্গীকারাবদ্ধ ।

চমৎকার এ প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

(মো: আশরাফ আলী খান খসরু এমপি)

মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
সচিব
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন, "আমার জীবনের একমাত্র কামনা, বাংলাদেশের মানুষ যেন তাদের খাদ্য পায়, আশ্রয় পায় এবং উন্নত জীবনের অধিকারী হয়"। তিনি ১৯৭২ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে অনুচ্ছেদ ১৫(ঘ) এ "সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার, অর্থাৎ বেকারত্ব, ব্যাধি বা পঙ্গুত্বজনিত কিংবা বৈধব্য, মাতাপিতাহীনতা বা বার্ধক্যজনিত কিংবা অনুরূপ অন্যান্য পরিস্থিতিজনিত আয়ত্তাতীত কারণে অভাবগ্রস্ততার ক্ষেত্রে সরকারি সাহায্য লাভের অধিকার" সংযুক্ত করে সামাজিক নিরাপত্তাকে রাষ্ট্রীয় কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত করেন। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় সমাজের ঝুঁকিতে থাকা বয়স্ক, বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা, প্রতিবন্ধী, প্রান্তিক ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর সামাজিক সুরক্ষা ও জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে মানব বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা, মানবাধিকার সুরক্ষা ও সামাজিক কল্যাণে ব্যক্তি ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে বাংলাদেশে সমাজসেবামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

রূপকল্প-২০৪১ পূরণের উদ্দেশ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, দেশের প্রচলিত আইন, ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাসহ বিভিন্ন জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ফোরামে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় জনগণকে সেবা প্রদান করে যাচ্ছে।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি অধিদপ্তর এবং ছয়টি দপ্তর/সংস্থা রয়েছে। দপ্তর ও সংস্থাসমূহ মানবসম্পদ উন্নয়ন, দারিদ্র্য হ্রাসকরণ, সমাজের অনগ্রসর ও দুর্বল অংশের কল্যাণ, উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন, সামাজিক সমস্যা মোকাবেলা এবং মানুষের আর্থ-সামাজিক ও মানবীয় বিকাশে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে কার্যক্রম পরিচলনা করছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল ও দূরদর্শী নেতৃত্বে তাঁর মানবদরদী ও বিচক্ষণ দিকনির্দেশনায় দেশের সকল সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদেরকে উন্নয়নের মূলস্রোতে আনয়নে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে একটি বৈষম্যহীন সমাজ গঠনে নিরলসভাবে কাজে করে যাচ্ছে।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরের সার্বিক কর্মকাণ্ডের বিস্তারিত বিবরণ এই প্রতিবেদনে রয়েছে। এ প্রতিবেদন সামাজিক সুরক্ষা, ক্ষমতায়ন ও উন্নয়নের মাধ্যমে দরিদ্র, অসহায় জনগোষ্ঠী এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নত জীবন গঠনের লক্ষ্যে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগ সম্পর্কে একটি ধারণা পাওয়া যাবে এবং ভবিষ্যতে সেবা দাতা ও সেবা গ্রহীতার মধ্যে সমন্বয় ও গতিশীলতা বজায় রাখতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে মর্মে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।
প্রতিবেদন প্রকাশে সংশ্লিষ্ট সকল সহকর্মীদের জন্য রইল শুভকামনা।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(মোঃ জাহাঙ্গীর আলম)

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

www.msw.gov.bd

পটভূমি

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় দেশের পিছিয়ে পড়া এবং সামাজিকভাবে অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর মানব সম্পদ উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন, কল্যাণ বিধান এবং ক্ষমতায়ণ কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি মন্ত্রণালয়। কল্যাণ রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্ববাসীর কাছে বাংলাদেশকে পরিচিত করতে এই মন্ত্রণালয় বয়স্কভাতা, বিধবা ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা, এসিডদগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সহায়তা প্রদান ইত্যাদিসহ অর্ধশতাধিক অর্থবহ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। সমাজে উপস্থিত হতদরিদ্র, বেকার, ভূমিহীন, ভবঘুরে, আশ্রয়হীন, দুঃস্থ নারী, অনাথ ও ঝুঁকিপূর্ণ শিশু, অসহায় প্রবীণ, দরিদ্র রোগী, শারীরিক-বুদ্ধি-সামাজিক প্রতিবন্ধী এবং অটিস্টিক নাগরিকদের লাগসই কল্যাণ ও উন্নয়ন বিধানে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় গ্রাম-শহর উভয় এলাকায় নিবিড়ভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

মানবাধিকার, সামাজিক সুবিচার, সম্মিলিত দায়িত্ব এবং বৈচিত্রের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ সমুন্নত রেখে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় বাংলাদেশের লক্ষভুক্ত ঝুঁকিপুর্ণ নাগরিকদের ন্যায্য ও প্রাপ্য সেবা প্রদানে সদা তৎপর রয়েছে। পশ্চাৎপদ ও অবহেলিত জনগোষ্ঠীকে মানব সম্পদে রূপান্তরিত করে জাতীয় উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করার ক্ষেত্রে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছে। শুরুর দশকে মাত্র তিন/চারটি কর্মসূচি নিয়ে যাত্রা করা সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় আজ অর্ধশতাধিক কার্যক্রম অত্যন্ত সাফল্যের সাথে বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। বিশেষ করে বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনদরদী শেখ হাসিনার চার মেয়াদের শাসনামলে তাঁর মানবদরদী ও বিচক্ষণ দিক নির্দেশনায় দেশের এমন সকল সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠী সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সেবা কর্মসূচির আওতায় এসেছে যাদের কথা আগে কেউ চিন্তাই করেনি! তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞায় বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ পিছিয়ে থাকা নাগরিক এই মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রাপ্য সেবা ও সুবিধা ভোগ করছে। প্রাকৃতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক অথবা অন্য কোন কারণে ক্ষতিগ্রস্থ, সুবিধা বঞ্চিত, পিছিয়ে পড়া এবং প্রতিবন্ধী নাগরিকদের জন্যে বিশেষ সেবা ব্যবস্থার আয়োজন করা রাষ্ট্রের অন্যতম পবিত্র সাংবিধানিক দায়িত্ব।

বাংলাদেশের সংবিধান, প্রচলিত আইন, ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা-২০২১, জাতিসংঘ ঘোষিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অধিকার সনদসহ বিভিন্ন জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ফোরামে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়ে আসছে। এছাড়াও এই মন্ত্রণালয় সমাজকল্যাণ বা প্রতিবন্ধিতা সংক্রান্ত যাবতীয় আন্তর্জাতিক বিষয়ে প্রজাতন্ত্রের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন এবং সমাজকল্যাণ বিষয়ক বিভিন্ন আইন ও বিধি-বিধান প্রণয়ন ও পরিপালনের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে।

ব্রিটিশ আমলে ১৯৪৩ সালে কিছু এতিমখানা স্থাপনের মধ্যদিয়ে বাংলাদেশ অঞ্চলে সরকারী সমাজসেবামূলক কাজের গোড়াপত্তন হয়। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির পর বর্তমানের বাংলাদেশে উদ্ভূত জটিল শরণার্থী সঙ্কট, দেশের অভ্যন্তরে হঠাৎ উপস্থিত বহুমাত্রিক সামাজিক-সাংস্কৃতিক সমস্যা এবং তা নিরসনে দরকারি অবকাঠামোগত চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলা করা জরুরী হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায়, তৎকালীন সরকারের আমন্ত্রণে ১৯৫১ সালে আগত জাতিসংঘের একটি বিশেষ কমিটির দুই বছর মেয়াদী জরিপ ও গবেষণা ফলাফলের আলোকে দেয়া পরামর্শের ভিত্তিতে ১৯৫৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্টতায় সরকার ঢাকাতে শুরু করে সমাজকর্ম শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচি। পেশাগতভাবে প্রশিক্ষিত সমাজকর্মীদেরকে নিয়োজিত করে ১৯৫৫ সালে ঢাকার কায়েতটুলিতে পরীক্ষামূলকভাবে শহর সমাজ উন্নয়ন [বর্তমান শহর সমাজসেবা] প্রকল্প চালু করা হয়। দেশে উপস্থিত সামাজিক চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলায় সরকারের পাশাপাশি সমাজকল্যাণ কর্মসূচিতে স্বেচ্ছাসেবী উদ্যোগসমূহ উৎসাহিত, পুষ্ট ও সক্রিয় করার লক্ষ্যে একটি সরকারী রেজল্যুশনের মাধ্যমে ১৯৫৬ সালে গঠিত হয় জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ। একইভাবে, ১৯৫৮ সালে চিকিৎসা সমাজকর্ম, ১৯৬১ সালে সংশোধনমূলক কার্যক্রম এবং প্রতিবন্ধী কল্যাণ কার্যক্রম, ১৯৬৯ সালে স্কুল সমাজকর্ম [১৯৮৩ সালে বিলুপ্ত] চালু করা হয়।

স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের কর্মকান্ডগুলো একটি নিয়মনীতির আওতায় নিয়ে আসার জন্য ১৯৬১ সালে প্রণয়ন করা হয় 'স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহ (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রন) অধ্যাদেশ'। এরপর ত্রাণ মন্ত্রণালয় হতে স্থানান্তরিত ভবঘুরে কল্যাণ কেন্দ্র, শিক্ষা পরিদপ্তর হতে হস্তান্তরিত সরকারি এতিমখানা এবং সমাজকল্যাণ পরিষদ হতে হস্তান্তরিত হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্ব প্রাপ্তির মাধ্যমে কাঠামোগতভাবে ১৯৬১ সালে স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে সমাজকল্যাণ পরিদপ্তর সৃষ্টি করা হয়। ১৯৭২ সালে স্বাধীন দেশের উপযোগী করে শ্রম ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় নামে এই মন্ত্রণালয় কার্যক্রম শুরু করে। পাশাপাশি, ১৯৭৩ সালে নতুন এক রেজল্যুশনের মাধ্যমে 'বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ' পুনর্গঠন করা হয়। স্বাধীনতাত্তোর কালে বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা কার্যকরিভাবে মোকাবেলা এবং সমাজকল্যাণ পরিদপ্তরের কার্যক্রম দেশব্যাপী সম্প্রসারণের লক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দূরদর্শী নির্দেশনায় ১৯৭৪ সালে শ্রম ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে সমাজকল্যাণ পরিদপ্তর সমাজকল্যাণ বিভাগ হিসেবে উন্নীত করা হয়। এবছরেই হাতে নেয়া হয় যুগান্তকরি 'পল্লী সমাজসেবা র্কাযক্রম' যেখানে সর্বপ্রথম চালু করা হয় দেশের 'ক্ষুদ্র ঋণ' প্রকল্প। ১৯৭৮ সালে সমাজকল্যণ মন্ত্রণালয় সরকারের একটি স্থায়ী জাতিগঠণমূলক বিভাগ হিসেবে মর্যাদা লাভ করে। ১৯৮৪ সালে সরকারের বিভাগ পুনর্গঠন সম্পর্কিত প্রশাসনিক কমিটির সুপারিশক্রমে সমাজকল্যাণ বিভাগকে সমাজকল্যাণ ও মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে 'সমাজসেবা অধিদফতর' নামকরণ করা হয়।

১৯৮৪ সালে সংযুক্ত আরব আমিরাতের রাষ্ট্রপ্রধান শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান এর অর্থায়নে গঠিত শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান ট্রাস্ট (বাংলাদেশ), বাংলাদেশ সরকার ও আবুধাবী ফান্ড ফর আরব ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট এর মধ্যে একটি সম্মত কার্যবিবরণী'র ভিত্তিতে গঠিত হয় যা পরে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত করা হয়। দেশের প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের জন্য দ্য সোসাইটিজ রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট, ১৮৬০ এর আওতায় ১৯৯৯ সালে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন নিবন্ধিত হয় এবং এর সংঘস্মারক ও গঠনতন্ত্র প্রণীত হয়। ২০০০ সালে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনকে এ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্ত সংস্থা হিসেবে ন্যস্ত করা হয়। জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনকে একটি পূর্ণাঙ্গ অধিদপ্তরে রূপান্তর করার জন্য ইতোমধ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। অন্যদিকে, দেশের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কল্যাণ, উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে সরকার ১৯৯০ সালে 'শারীরিক প্রতিবন্ধী কল্যাণ ট্রাস্ট' গঠন করে। পরবর্তিতে এই ট্রাস্টের কাছে 'মৈত্রী শিল্প' কারখানা হস্তান্তর করা হয়। নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন ২০১৩ প্রণয়ন করে এর আওতায় ২০১৪ সালে নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্টি বোর্ড গঠিত হয়।

এছাড়াও এরমধ্যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩, বাংলাদেশ রিহ্যাবিলিটেশন কাউন্সিল এ্যাক্ট ২০১৮ ও প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কিত সমন্বিত বিশেষ শিক্ষা নীতিমালা, ২০১৯ এবং এতদসংশ্লিষ্ট দুইটি বিধিমালা প্রণয়ন উল্লেখযোগ্য।

সমাজসেবা অধিদফতর, বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ, শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান ট্রাস্ট, জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশান, শারীরিক প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট এবং নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট এর মাধ্যমে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় সমস্যাগ্রস্থ প্রবীণ ব্যক্তি, অভিভাবকহীন ও দুঃস্থ শিশু, অসহায় দরিদ্র রোগী, আইনের সাথে সাংঘর্ষিক ব্যক্তি, সামাজিক অনাচার ও পাচারের শিকার শিশু ও নারী, প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক ব্যক্তিদের সামাজিক সুরক্ষা, নিরাপত্তা এবং লাগসই সহযোগিতা প্রদান করে যাচ্ছে। একই সাথে, স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থা, পেশাজীবী এবং স্বেচ্ছাসেবী সমাজকর্মীদের সামর্থ্য ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করে দেশের জনসাধারণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত এই বার্ষিক প্রতিবেদনে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে বাস্তবায়িত মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন কার্যক্রমের চিত্র প্রকাশিত হয়েছে। দেশের নাগরিকগণ এই প্রতিবেদন থেকে মন্ত্রণালয়ের কাজের অর্জন, সাফল্য ও চ্যালেঞ্জগুলো অবলোকন করতে পারবেন এবং কাজের মান ও পরিধি বৃদ্ধির জন্য উপযোগী সুপারিশ প্রদান করতে সক্ষম হবেন বলে আমরা বিশ্বাস করি। বাংলাদেশের সামঞ্জস্যপূর্ণ সামাজিক উন্নয়নে সদা তৎপর সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় দেশবাসীর কাছে তার প্রতিটি কর্মসূচির মূল্যায়ন এবং অর্থবহ সুপারিশ প্রত্যাশা করছে। নাগরিক অধিকার এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের নিরিখে এবং কাউকে পেছনে ফেলে না রেখে আসুন এই অনিন্দ্য সুন্দর বাংলাদেশে আমরা সকলে মিলেমিশে স্বস্তি আর শান্তিতে বসবাস করি।

১.১ রূপকল্প (Vision)

উন্নত জীবন এবং যত্নশীল সমাজ

১.২ অভিলক্ষ্য (Mission)

সামাজিক সুরক্ষা প্রদান, ক্ষমতায়ন এবং উন্নয়নের মাধ্যমে দরিদ্র, অসহায়, সুবিধাবঞ্চিত ও প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর জীবনমানের উন্নতি সাধন।

১.৩ সাংগঠনিক কাঠামো

এ মন্ত্রণালয়ের ৪টি অনুবিভাগ, ৮টি অধিশাখা ও ২০টি শাখা রয়েছে। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ৯ম গ্রেড ও তদূর্ধ্ব গ্রেডের ৩৬টি, ১০ম গ্রেডের ৩০টি এবং ১১-২০তম গ্রেডের ৬৩টিসহ মোট ১২৯টি অনুমোদিত পদ রয়েছে। অনুমোদিত পদের বিপরীতে ১ জন সচিব, ৪ জন অতিরিক্ত সচিব, ৩ জন যুগ্মসচিব, ৮ জন উপসচিব, ১০ জন সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব, ১ জন তথ্য ও জনসংযোগ কর্মকর্তা এবং ১জন হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা/সিস্টেম এনালিস্ট/প্রোগ্রামার/সহকারী প্রোগ্রামার/সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার পদবির কর্মচারী কর্মরত।

১.৪ বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ে কর্মরত জনবল

৯ম গ্রেড থেকে তদূর্ধ্ব

ক্রমিক	অনুমোদিত পদের নাম	অনুমোদিত পদের সংখ্যা	পূরণকৃত পদ সংখ্যা	শূন্য পদের সংখ্যা
১.	সচিব	১	১	-
২.	অতিরিক্ত সচিব	১	৪	-
৩.	যুগ্মসচিব	৩	৩	-
৪	উপসচিব	৮	৮	-
৫.	সিস্টেম এনালিস্ট	১	১	-
৬.	সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব	১৭	১০	৮
৭.	প্রোগ্রামার	১	১	-
৮.	সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার	১	১	-
৯.	সহকারী প্রোগ্রামার	১	১	-
১০.	হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	১	১	-
	গ্রেড ভিত্তিক(৯ম গ্রেড হতে তদূর্ধ্ব) মোট জনবল	৩৬	৩২	৮

বি.দ্র. ক) অনুমোদিত পদের সংখ্যা = ৩৬
খ) পূরণকৃত পদের সংখ্যা = ৩২
গ) শূন্য পদের সংখ্যা = ৮

১০ম গ্রেডের কর্মকর্তা

ক্রমিক	অনুমোদিত পদের নাম	অনুমোদিত পদের সংখ্যা	পূরণকৃত/সংযুক্তিকৃত পদ সংখ্যা	শূন্য পদের সংখ্যা
১.	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	১৭	১৪	৩
২.	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	১২	১১	১
৩.	সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	১	১	-
	মোট	৩০	২৬	৪

বি.দ্র. ক) অনুমোদিত পদের সংখ্যা = ৩০
খ) পূরণকৃত পদের সংখ্যা = ২৬
গ) শূন্য পদের সংখ্যা = ৪

১১-২০তম গ্রেডের কর্মচারী

ক্রমিক	অনুমোদিত পদের নাম	অনুমোদিত পদের সংখ্যা	পূরণকৃত/ সংযুক্তিকৃত পদ সংখ্যা	শূন্য পদের সংখ্যা
১.	সাটমূদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর	১২	৩	৯
২.	হিসাবরক্ষক	১	১	-
৩.	কম্পিউটার অপারেটর	৪	-	৪
৪	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মূদ্রাক্ষরিক	৭	৩	৪
৫.	ক্যাশিয়ার	১	-	১
৬.	ক্যাশ সরকার	১	১	-
৭.	ফটোকপি অপারেটর	১	১	-
৮.	ডেসপ্যাচ রাইডার	১	১	-
৯.	অফিস সহায়ক	৩৩	১৯	১৪
	মোট	৬১	২৯	৩২

বি.দ্র. ক) অনুমোদিত পদের সংখ্যা = ৬১
খ) পূরণকৃত পদের সংখ্যা = ২৯
গ) শূন্য পদের সংখ্যা = ৩২

১.৫ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এর অধীন দপ্তর/সংস্থা

১. সমাজসেবা অধিদফতর
২. জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন
৩. বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ
৪. শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল নাহিয়ান ট্রাস্ট
৫. শারীরিক প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট
৬. নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট
৭. বাংলাদেশ রিহ্যাবিলিটেশন কাউন্সিল

২.০ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ওপর অর্পিত দায়িত্বাবলির কার্যতালিকা (Allocation of Busiess)

১. সমাজকল্যাণ সম্পর্কিত জাতীয় নীতি;
২. সমাজের অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর সামাজিক উন্নয়ন সুনির্দিষ্ট প্রচেষ্টা;
৩. জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ;
৪. শিশুকল্যাণ এবং সমাজকল্যাণ সম্পর্কিত বিষয়ে অপরাপর মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সাথে সমন্বয়;
৫. বিধবা, স্বামী পরিত্যাক্তা ও দুস্থ মহিলা ভাতা
৬. স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহ (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ এবং শিশু আইন;
৭. সমাজসেবা অধিদপ্তর সম্পর্কিত বিষয়াদি;
৮. স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহকে অনুদান;
৯. ভবঘুরে আইন, ভবঘুরে এবং দুঃস্থ আশ্রয়কেন্দ্র এবং এতিমখানা প্রশাসন;
১০. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন;
১১. ভিক্ষাবৃত্তি, ভবঘুরে, কিশোর অপরাধী এবং আফটার কেয়ার কার্যক্রম;
১২. প্রবেশন, প্যারোল এবং কারামুক্ত কয়েদীদের আফটার কেয়ার;

১৩. সমাজকল্যাণ সংক্রান্ত সকল ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সাথে যোগাযোগ ও চুক্তি;

১৪. জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক শিশু তহবিল (ইউনিসেফ) এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠির কল্যাণকার্যে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থা/বৈদেশিক সংস্থা সংক্রান্ত;

১৫. আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সাথে লিয়াজোঁ, এ মন্ত্রণালয়ের জন্য নির্ধারিত বিষয়ে সন্ধি এবং অন্যান্য দেশ ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে চুক্তি;

১৬. এ মন্ত্রণালয়ের জন্য নির্ধারিত যে কোন বিষয়ে তদন্ত ও পরিসংখ্যান;

১৭. এ মন্ত্রণালয়ের জন্য নির্ধারিত বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল আইন;

১৮. আদালতে গৃহীত ফিস ব্যতীত এ মন্ত্রণালয়ের জন্য নির্ধারিত যে কোন বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত ফিস।

২.১ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের কর্মবন্টন

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ে ৪টি অনুবিভাগ রয়েছে, যথা:

১. প্রশাসন অনুবিভাগ

২. বাজেট, কাযক্রম ও মুল্যায়ন অনুবিভাগ

৩. প্রতিষ্ঠান ও প্রতিবন্ধিতা অনুবিভাগ

৪. প্রতিষ্ঠান ও প্রতিবন্ধিতা অনুবিভাগ

৩.০ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের কর্মবন্টনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

৩.১ প্রশাসন অনুবিভাগের কার্যাবলি

১. মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা (ক্যাডার ও নন-ক্যাডার)/কর্মচারী এবং মন্ত্রণালয়াধীন দপ্তর/সংস্থার প্রধান/প্রকল্প পরিচালক/ উপপ্রকল্প পরিচালক/ক্যাডার কর্মকর্তাদের ব্যক্তিগত নথি, যোগদান, ছাড়পত্র ও ছুটি, পিআরএল/পেনশন, পদন্নোতি ইত্যাদি প্রদান এবং সরকারী অগ্রিম গ্রহণসহ প্রশাসনিক আর্থিক কার্যাবলি;

২. মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মধ্যে কর্মবন্টন ও অভ্যন্তরিণ বদলি/পদায়ন/নিয়োগ সম্পর্কিত কার্যাবলি;

৩. মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মধ্যে সরকারী বাসা বরাদ্দ প্রদান;

৪. মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের না দাবি সনদ প্রদান করা;

৫. মন্ত্রণালয়ের জনবল কাঠামো প্রস্তুত, নির্ধারণ, রাজস্ব/আউটসোর্সিং খাতে পদ সৃজন, অনুমোদন, সংরক্ষণ ও বিলুপ্তকরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম;

৬. মন্ত্রণালয়সহ অধীন দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য সচিবালয় প্রবেশের পাশ ইস্যূ করা;

৭. মন্ত্রণালয়সহ অধীন দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য ব্যক্তিগত কারণে বিদেশ ভ্রমণ/বহিবাংলাদেশ ছুটির অনুমতি প্রদান;

৮. রাজস্বখাতের আনুষাংগিক খরচের বিষয়াদির প্রশাসনিক ও আর্থিক আদেশ জারি করা;

৯. মন্ত্রণালয়ের সকল প্রকার অগ্রিম মঞ্জুরি প্রদান;

১০. মন্ত্রণালয় ও অধীন দপ্তর সংস্থার সকল দপ্তর/সংস্থার যানবাহন ব্যবস্থাপনা করা;

১১. মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন প্রদান করা;

১২. সাধারণ সেবা ও প্রটোকল সম্পর্কিত কাজ;

১৩. মন্ত্রণালয়ের সকল প্রকার ঋণ ও অগ্রিম মঞ্জুরী প্রদান;

১৪. আসবাবপত্র ক্রয়, মেরামত, অকেজো ঘোষিত মালামাল নিস্পত্তিকরণ, রেকর্ডভুক্তকরণ এবং চাহিদাপত্র অনুযায়ী বিতরণ সম্পর্কিত কাজ;

১৫. কম্পিউটার, কম্পিউটারের কালি, ফটোকপিয়ার কালি, ফটোকপিয়ার মেশিন, ইলেকট্রনিক সামগ্রী, আইসিটি সম্পর্কিত বিভিন্ন জিনিসপত্র ক্রয়, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং অকেজো ঘোষিত মালামাল নিস্পত্তিকরণ;

১৬. মন্ত্রণালয়ের নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পর্কিত কার্যাবলি;
১৭. বৈদেশিক ও অভ্যন্তরীণ ভ্রমন ও এ সংক্রান্ত যাবতীয় প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং প্রেরণ;
১৮. সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও মুদ্রণ সম্পর্কিত বিষয়াবলি;
১৯. মন্ত্রণালয়ের ডাক গ্রহণ ও প্রেরণ সম্পর্কিত যাবতীয় কাজ;
২০. ওয়েবসাইট ও আইসিটি বিষয়ক যাবতীয় কার্যাবলি
২১. অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা এবং প্রশিক্ষণের জন্য অর্থ মঞ্জুরী প্রদান;
২২. মন্ত্রণালয়ের কক্ষসমূহ খোলা রাখা ও বন্ধ সম্পর্কিত যাবতীয় কার্যাবলি;
২৩. যাবতীয় স্টেশনারী মালামাল ক্রয় রেকর্ডভুক্তকরণ এবং চাহিদাপত্র অনুযায়ী বিতরণ সম্পর্কিত কার্যাবলি;
২৪. প্রচার ও বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত যাবতীয় কার্যাবলি;
২৫. জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সেমিনার, ওয়ার্কসপ ও সিম্পোজিয়ামে প্রতিনিধি মনোনয়ন/ প্রেরণ;
২৬. উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় দেশি-বিদেশী প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, শিক্ষা সফর ইত্যাদিতে প্রতিনিধি মনোনয়ন;
২৭. মন্ত্রণালয়ের কল্যাণ ডেস্ক খোলা সম্পর্কিত কার্যাবলি;
২৮. জাতীয় সংসদ সম্পর্কিত বিষয়াদি;
২৯. মাসিক সমন্বয় সভার যাবতীয় বিষয়;
৩০. প্রাধিকার অনুযায়ী সরকারী খরচে দৈনিক সংবাদপত্র সরবরাহ ও বিল পরিশোধ;
৩১. মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের দাপ্তরিক ও আবাসিক টেলিফোন সংযোগ, স্থানান্তর ও বিল পরিশোধ সংক্রান্ত;
৩২. জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবসসমূহ এবং মাদার অব হিউমিনিটি পদক প্রদান সম্পর্কিত কার্যাবলি;
৩৩. মন্ত্রণালয়ের কার্যবন্টন, আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ ও প্রশানিক ক্ষমতা অর্পণ সম্পর্কিত কার্যক্রম;
৩৪. সিটিজেন চার্টার প্রণয়ন ও মুদ্রণ সম্পর্কিত বিষয়াবলি;
৩৫. মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন ভাতা এবং আনুসঙ্গিক খরচ সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণ ও অন্যান্য;
৩৬. সকল প্রকার ঋণ ও অগ্রিমের বিল প্রস্তুতকরণ;
৩৭. মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক বাজেট প্রণয়নে যাবতীয় তথ্যাদি সরবরাহকরণ;
৩৮. কর্মচারীদের অর্জিত ছুটির হিসাব সংরক্ষণ ও প্রতিবেদন প্রেরণ;
৩৯. কর্মচারীদের বেতন নির্ধারণ সংক্রান্ত বিষয়াবলি;
৪০. মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মচারীদের সার্ভিস বহি বছরওয়ারী আপডেট করা।

৩.২ বাজেট, কার্যক্রম ও মুল্যায়ন অনুবিভাগের কার্যাবলি

১. মন্ত্রণালয়ের বাজেট সংশ্লিষ্ট স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি নীতি এবং পরিকল্পনা/কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন;
২. মন্ত্রণালয় ও দপ্তর সংস্থার রাজস্ব বাজেট প্রণয়ন ও হালনাগাদকরণ;
৩. বাজেট বহির বর্ণনামূলক অংশ ও বাজেট বক্তৃতা প্রস্তুতকরণ;
৪. অনুন্নয়ন বাজেটের আওতায় মন্ত্রণালয় ও দপ্তর-সংস্থার ৩ বছর মেয়াদী কর্মসূচি অনুমোদন, প্রক্রিয়াকরণ, অর্থ ছাড়করণ;
৫. সংশোধিত বাজেট প্রণয়নের সার্বিক কার্যক্রম;
৬. অর্থ উপযোজন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম;
৭. অব্যয়িত অর্থের হিসাব সংগ্রহ, সমন্বয় এবং অর্থ বিভাগ ও সিএও অফিসে প্রেরণ;
৮. কোড বরাদ্দ ও বাজেট সম্মানি সংক্রান্ত প্রস্তাব অর্থ বিভাগে প্রেরণ;
৯. মন্ত্রণালয়ের হিসাব শাখার সাথে প্রধান হিসাবরক্ষণ অফিসের সমন্বয় সাধন;
১০. অর্থ বিভাগ প্রণীত নির্দেশনা এবং ছক অনুযায়ী বাজেট বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন;
১১. অর্থ বরাদ্দ ও ব্যবহার সংক্রান্ত তথ্যাদি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে নিয়মিতভাবে প্রকাশ করা;
১২. বাজেট উপযোজনসহ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক ক্ষমতার যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;
১৩. জনগণের কল্যাণে সরকার কর্তৃক গ্রহীত সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম;
১৪. ক্ষুদ্রঋণ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম;

১৫. বয়স্ক ভাতা সম্পর্কিত যাবতীয় কার্যক্রম;

১৬. বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা দু;স্থ মহিলা ভাতা, অস্বচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা, প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য উপবৃত্তি এবং অন্যান্য ভাতা সংক্রান্ত;

১৭. হিজড়া জনগোষ্ঠির জীবনমান উন্নয়ন কার্যাবলি;

১৮. বেসরকারী এতিমখানায় ক্যাপিটেশন গ্রান্ট মঞ্জুরি সম্পর্কিত;

১৯. আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস পালন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলি;

২০. সমাজসেবা অধিদপ্তরের উন্নয়ন প্রকল্পের প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা (নতুন পদ সৃষ্টি ও নিয়োগ পর্যন্ত);

২১. সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে যাবতীয় চুক্তি;

২২. বয়স্ক ভাতা/বিধবা ভাতা এবং অন্যান্য ভাতা প্রদান কার্যক্রম;

২৩. মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মাসিক/বার্ষিক প্রতিবেদন সংক্রান্ত কার্যাবলি;

২৪. মন্ত্রিসভা বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সম্পর্কিত যাবতীয় কাজ;

২৫. হিজড়া, বেঁদে, দলিত, হরিজন ইত্যাদি সম্পর্কিত কার্যাবলি;

২৬. এসএসভিজি সম্পর্কিত যাবতীয় কার্যাবলি;

২৭. দেশি ও বিদেশী সংস্থার চাঁদা প্রদান।

৩.৩ প্রতিষ্ঠান ও প্রতিবন্ধিতা অনুবিভাগের কার্যাবলি

১. শিশু সুরক্ষা সম্পর্কিত যাবতীয় কার্যাবলি;

২. শিশু সম্পর্কিত অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বিষয় সংশ্লিষ্ট যাবতীয় কার্যাবলি;

৩. সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সকল প্রতিষ্ঠানের মেরামত, সংস্কার , পরিদর্শন ও যাবতীয় কার্যাবলি;

৪. টাস্ক ফোর্সের কার্যক্রম;

৫. বিভিন্ন জেলা মহিলা ও শিশু কিশোর হেফাজতিদের জন্য নিরাপদ আবাসন কেন্দ্র স্থাপন সম্পর্কিত যাবতীয় কার্যাবলি;

৬. কারাগার/উপকারাগার স্থানান্তরিকৃত সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলি;

৭. সরকারী শিশু পরিবার এর ভূমি অধিগ্রহণসহ ভবন মেরামত, সংস্কার, জরাজীর্ণ ব্যবহার অযোগ্য ভবন অকেজো ঘোষনা এবং নিলামে বিক্রয় সম্পর্কিত কার্যাবলি

৮. শিশু আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম;

৯. আন্তর্জাতিক এসওএস শিশু পল্লী সম্পর্কিত কার্যক্রম;

১০. সরকারি আশ্রয়কেন্দ্রের ব্যবহাপনা বিষয়ক কার্যক্রম;

১১. সমাজসেবা অধিদপ্তর এর প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম;

১২. শিশু আইন ও বিধি প্রয়োগ সংক্রান্ত কার্যক্রম;

১৩. সমাজসেবা অধিদফতরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা প্রণয়ন সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম;

১৪. ভবঘুররে আশ্রয়কেন্দ্রসহ সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত যাবতীয় কার্যাবলি;

১৫. ভবঘুররে আশ্রয়কেন্দ্র আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম;

১৬. শিশু সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক বিষয় সংশ্লিষ্ট কার্যাবলি;

১৭. জাতীয় সংসদ ভবনের পশ্চিমপার্শ্বে প্রতিবন্ধী শিশুদের স্থায়ী খেলার মাঠ সম্পর্কিত কার্যাবলি;

১৮. শেখ রাসেল দুঃস্থ শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনবার্সন কেন্দ্র সম্পর্কিত কার্যক্রম;

১৯. নিরাপদ হেফাজতী (Safe Home) ভিকটিমকে নিজ দেশে প্রত্যাবর্তন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলি;

২০. আন্তর্জাতি ও জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস, বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস, বিশ্ব ডাউন সিন্ড্রোম দিবস, বিশ্ব সেরিব্রাল পালসি দিবস, ইশারা ভাষা দিবস এবং বিশ্ব সাদা ছড়ি দিবস পালন সম্পর্কিত কার্যক্রম;

২১. প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ জরিপ কর্মসূচি সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলি;

২২. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার প্রতিষ্ঠাসহ এ সংক্রান্ত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কার্যাবলি;

২৩. প্রতিবন্ধী বিষয়ক জাতিসংঘ, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং কোন দেশের সাথে চুক্তি সংশ্লিষ্ট কার্যাবলি;

২৪. জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন এর যাবতীয় প্রশাসনিক বিষয়াবলি;
২৫. নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট এবং ট্রাস্টি বোর্ড এর যাবতীয় প্রশাসনিক বিষয়াবলি;
২৬. প্রতিবন্ধিতা বিষয়ক আদালতে মামলা সংশ্লিষ্ট কার্যাবলি;
২৭. আর্ন্তজাতিক ও জাতীয় পর্যায়ে প্রতিবন্ধীদের খেলাধুলা সংক্রান্ত কার্যক্রম;
২৮. প্রবেশন অব অফেন্ডার্স আইন ও বিধিমালা প্রয়োগ এবং কারাগারে আটক শিশু সংক্রান্ত কার্যক্রম;
২৯. ভবঘুরে ও নিরাশ্রয় ব্যক্তি (পুর্নবাসন) আইন ও বিধি প্রয়োগ সংক্রান্ত কার্যক্রম;
৩০. প্রতিবন্ধিতা বিষয়ক আইন, বিধিমালা ও প্রতিবন্ধী সংশ্লিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম;
৩১. নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী (এনডিডি) ও নন-এনডিডি বিশেষ বিদ্যালয় সম্পর্কিত কার্যাবলি;
৩২. সরকারি আশ্রয় কেন্দ্রের ব্যবহাপনা বিষয়ক কার্যাবলি;
৩৩. নিরাপদ আবাসন কেন্দ্রের ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কার্যাবলি।

৩.৪ পরিকল্পনা, উন্নয়ন ও আইন অনুবিভাগের কার্যাবলি

১. মন্ত্রণালয়ের অধীন বাস্তবায়নাধীন ও বাস্তবায়নযোগ্য উন্নয়ন প্রকল্পের সারপত্র/ছক পরীক্ষা ও প্রক্রিয়াকরণ;
২. প্রকল্পের অর্থ ছাড়করণ;
৩. পরিকল্পনা কমিশন, পরিকল্পনা বিভাগ, অর্থ বিভাগ (উন্নয়ন বাজেট সংক্রান্ত), আইএমইডি, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের চাহিদা মোতাবেক যাবতীয় কাজ সম্পাদন;
৪. প্রকল্প পর্যালোচনা সভার জন্য প্রতিবেদন প্রণয়ন ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন এবং অনুসরণ (ফলো-আপ);
৫. প্রকল্প অনুমোদন বিষয়ে বিভিন্ন সভা সম্পর্কিত বিষয়াদি;
৬. উন্নয়ন সহযোগীর জন্য ব্রিফ প্রণয়ন, পত্রালাপ ও সংযোগ রক্ষাকরণ;
৭. আন্তর্জাতিক সংস্থার সহিত উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট যাবতীয় চুক্তি/এইড মেমোরেন্ডাম/এইড কসরটিয়াম সম্পর্কিত কার্যক্রম;
৮. মন্ত্রণালয়ের পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি) সংক্রান্ত কার্যক্রম;
৯. প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক নিয়োগসহ অন্যান্য প্রশাসনিক কার্যক্রম;
১০. মন্ত্রণালয়ের মাসিক প্রকল্প পর্যালোচনা সভা সংক্রান্ত কার্যাবলি;
১১. মন্ত্রণালয়ের এডিপি/সংশোধিত এডিপি ও ত্রি-বার্ষিক আবর্তক কর্মসূচি প্রণয়ন;
১২. এনজিও বিষয়ক প্রকল্প;
১৩. সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাস্তবায়নাযোগ্য কারিগরি সহায়তা প্রকল্প;
১৪. যাবতীয় আইন প্রণয়ন সম্পর্কিত কার্যক্রম;
১৫. যাবতীয় আইন, বিধি ও অধ্যাদেশ ইত্যাদি সম্পর্কিত যাবতীয় কার্যক্রম;
১৬. আইন, বিধি, অধ্যাদেশ প্রণয়ন, সংশোধন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন, পরিমার্জন ইত্যাদি সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম;
১৭. বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দপ্তর-সংস্থা কর্তৃক প্রণীত আইন, বিধি, অধ্যাদেশ ইত্যাদি বিষয়ে মতামত প্রদান;
১৮. বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দপ্তর-সংস্থার রিট মামলার (বিভাগীয় মামলা ব্যতীত) তথ্যাদি প্রেরণ/সরবরাহ সম্পর্কিত যাবতীয় কার্যক্রম;
১৯. সেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহ (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ) আইন, বিধিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম;
২০. সেচ্ছাসেবী সংস্থা সংশ্লিষ্ট সকল ধরণের আদালত মামলা সম্পর্কিত কার্যক্রম;
২১. মহামান্য হাইকোর্টের সাথে মামলা সংক্রান্ত বিষয়ে মনিটরিং/ডেপুটি সলিসিটর ও বিজ্ঞ বিচারকের সাথে সমন্বয়করণ;
২২. সেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহ (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ পরিবীক্ষণ/পরিদর্শনের প্রয়োগ;
২৩. নিবন্ধনকৃত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহের পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণ এবং এতদসংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলি;
২৪. সেচ্ছাসেবী নিবন্ধন/অনিবন্ধনকৃত সংস্থা সংশ্লিষ্ট যে কোন মামলা সম্পর্কিত কার্যাবলি;
২৫. জেলার যে কোন মামলার বিষয়ে তদারকি, অধিদফতরের সাথে যোগাযোগ এবং প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ;

২৬. মামলার এ্যাডভোকেট নিয়োগ এবং বিল পরিশোধ বিষয়ক কার্যাবলি;

৪.০ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উল্লেখযোগ্য অন্যান্য তথ্য (২০২২-২০২৩)

৪.১ অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০২২ থেকে ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত)

(অঙ্ক কোটি টাকায়)

মন্ত্রণালয়/সংস্থার নাম	অডিট আপত্তি এর সংখ্যা	টাকার পরিমাণ	ব্রডশীটে জবাব	নিস্পত্তির সংখ্যা	জের সংখ্যা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	৪০টি	৭৪,৫৩,৭৮,০৭৩/-	-	-	৪০টি	নিরীক্ষা সন ২০১৭-২০১৮ হতে ২০২২-২০২৩ অর্থবছর পর্যন্ত
সমাজসেবা অধিদপ্তর	সাধারণ-৪১০টি অগ্রীম- ২৪৬টি ৬৫৬টি	৬২১,১৮,১১,৫১৩/- ৭৪৮,৬৬,২৯,৭১৮/- ১৩৬৯,৮৪,৪১,২৩১/-	৩৭১টি	৪৫টি টাকার পরিমাণ ২৯৭.০৩ (দুইশত সাতানব্বই কোটি তিন লক্ষ টাকা)	৪৬০টি	-
জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন	সাধারণ-১৬টি অগ্রীম- ১৯টি ৩৫টি	১৮৭০৮৮৭৪.৮২/- ৬৪০৭০৯৬৫২.৯৮/- ৬৫৯৪১৮৫২৭.৮০/-	৩২টি	৪টি টাকার পরিমাণ- ৮,৯৪,৪৫১/- (আট লক্ষ চুরানব্বই হাজার চারশত একান্ন) টাকা	৩৫টি	-
বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ	সাধারণ-২৬টি অগ্রীম- ৩৩টি ৫৯টি	৬৭৫৬৫২৭৩৮.৮৭/- ২১৭৯১৫৭৫৭৭.০০/- ২৮৫৪৮১০৩১৫.৮৭/-	৫৮টি	১টি ২,২৪,৫৪৪/-	৫৮টি	-
মোট	৭৯০টি	১৭২১২৬৭০০৭৪.৬/-	৪৬১টি	৫১টি	৫৯৩টি	

৪.২ শৃঙ্খলা/বিভাগীয় মামলা (মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং অধিদপ্তর/সংস্থার সম্মিলিত সংখ্যা)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ দপ্তর সংস্থার নাম	প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে (২০২২-২৩) মন্ত্রণালয়/ অধিদপ্তর/ সংস্থাসমূহে পুঞ্জিভূত মোট বিভাগীয় মামলার সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা				অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলার সংখ্যা
		চাকুরিচ্যুতি/ বরখাস্ত	অন্যান্য দন্ড	অব্যাহতি	মোট [৩+৪+৫]	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	৪১	৩	৩	২	৮	৩৩
সমাজসেবা অধিদফতর	???	??	??	??	??	???
মোট	???	??	??	??	??	???

৪.৩ সরকার কর্তৃক/সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা (০১ জুলাই ২০২২ থেকে ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ দপ্তর সংস্থার নাম	সরকারি সম্পত্তি/স্বার্থ রক্ষার্থে মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ আওতাধীন সংস্থাসমূহ কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	মন্ত্রণালয়/বিভাগ-এর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত রিট মামলার সংখ্যা	উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	দায়েরকৃত মোট মামলার সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত মোট মামলার সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫	৬
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	-	৬১	-	৬১	-
সমাজসেবা অধিদফতর	-	??	-	??	-
মোট	-	??	-	??	-

৪.৪ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ

মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব/উপসচিব/উপপ্রধান/সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব ও হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তাসহ অন্যান্য প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তাদের ৫৫ ঘন্টা এবং দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ৬০ ঘন্টা করে ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে উপস্থিতির হার ৯৮%, যা সন্তোষজনক। উক্ত প্রশিক্ষণের বিষয়সমূহ নিম্নরূপ:

নোট লিখন ও নথি উপস্থাপন, গার্ড ফাইল, ই-নথি ব্যবস্থাপনা, ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারিদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে আলোচনা, পত্র জারি, পত্র গ্রহণ, নথি প্রেরণ, নথি গ্রহণ , নথি চলাচল সম্পর্কে দায়িত্ব, ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীদের পোশাক-পরিচ্ছদ বিষয়ক নির্দেশনা, অফিস সহায়কগণের দায়িত্ব ও দায় দায়িত্ব পালনের সীমা, দায়িত্বশীলতা, দায়িত্বে অবহেলা সম্পর্কে আলোচনা, ক্রয়, বেতন নির্ধারণ, ভ্রমণভাতা বিল, ই-মেইল ব্যবস্থাপনা ও ওয়েব পোর্টাল তথ্য ব্যবস্থাপনা, Grievance Redress System and National Intergrity Strategy, Citizen's Charter and Innovation in service Delivery. Rules of Business and Allocation of Business, মাতা-পিতার ভোরণ-পোষণ আইন, এসডিজি, ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ১০টি উদ্যোগ ইত্যাদি।

৪.৫ তথ্য প্রযুক্তির সমপ্রসারণ এবং ই-সেবা বিষয়ক

- প্রতিবন্ধী ব্যক্তির তথ্য ভান্ডার (Disability Information System) : ডাক্তার কর্তৃক শনাক্তকৃত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের তথ্যসমূহ যথাযথভাবে সংরক্ষণ এবং সংরক্ষিত তথ্যের আলোকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের সামগ্রিক উন্নয়ন নিশ্চিতকল্পে পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে Disability Information System শিরোনামে একটি অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার তৈরি করা হয়েছে।
- Management Information System (MIS): সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন ভাতা কার্যক্রম বাস্তবায়ন সহজতর করার লক্ষ্যে ওয়েববেজড Management Information System (MIS) তৈরির কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

- ই-ফাইলিং (নথি) সিস্টেম: পেপারলেস অফিস এখন আর স্বপ্ন নয়, বাস্তবতা। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে আরেক মাইলফলক ই-ফাইলিং। বর্তমান সমাজসেবা অধিদফতরের সদর কার্যালয়সহ সকল জেলায় ই-ফাইলিং এর মাধ্যমে দাফতরিক কাজ সম্পন্ন হচ্ছে । সকল উপজেলা ও অন্যান্য অফিসসমূহ ই-ফাইলিং নেটওয়ার্কের আওতায় আনার কাজ চলমান রয়েছে।
- সমাজসেবা অধিদফতরের ওয়েবসাইট: ন্যাশনাল ওয়েব পোর্টাল ফ্রেম ওয়ার্কের আঙ্গিকে সমাজসেবা অধিদফতরের নিজস্ব ওয়েবসাইট চালু করা হয়েছে। ওয়েবসাইট' এ সমাজসেবা অধিদফতরের কর্মকান্ডের সামগ্রিক উপস্থাপনা রয়েছে। যে কোনো ব্যক্তি অনলাইনে উক্ত ওয়েবএড্রেস' এ গিয়ে হালনাগাদ তথ্যসহ প্রয়োজনীয় উপাত্ত দেখতে পাবেন।
- অনলাইনে নিবন্ধন ও সীট বুকিং: সমাজসেবা অধিদফতরের অধীনে জাতীয় সমাজসেবা একাডেমির প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীগণের নিবন্ধন এখন অনলাইনে সম্পাদিত হয়। এছাড়া জাতীয় সমাজসেবা একাডেমির আবাসিক হোস্টেল এর সীট বুকিং ও বরাদ্দও এখন অনলাইনে করা হচ্ছে।
- নিজস্ব ডোমেইন বেজড ওয়েব মেইল: সরকারি কাজে দ্রুত ও নিরাপদভাবে তথ্য আদান-প্রদানের জন্য সমাজসেবা অধিদফতরাধীন সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা এবং কার্যালয়ভিত্তিক ডাটা এন্ট্রি অপারেটরদের জন্য নিজস্ব ডোমেইন বেজড ওয়েব মেইল ব্যবহার করা হচ্ছে।

৪.৬ কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়ন, সচেতনতা তৈরি, প্রচার ও প্রকাশনা

- সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রতি সপ্তাহে নিবাসী দিবস পালন করা হচ্ছে। এছাড়া অভিভাবক এবং নিবাসীদের মধ্যে স্কাইপে ভিডিও কনফারেন্স করা হচ্ছে।
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত দিকনির্দেশনা বাস্তবায়নের জন্য ৯টি টিভিসি (প্রতিটি ১ মিনিট) যথা- সামাজিক নিরাপত্তা, প্রতিবন্ধিতা/অটিজম কার্যক্রম, হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন ও সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ সংক্রান্ত টিভিসি প্রস্তুতপূর্বক ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রচার করা হয়েছে।
- সমাজসেবা অধিদফতরের মূল ভবনে সরকারি সেবা সম্বলিত টিভিসি, জিঙ্গেল, তথ্য, ডকুমেন্টারী ডিজিটাল ডিসপ্লে মনিটরে প্রদর্শনপূর্বক প্রচারণা।
- বিভিন্ন দিবস উপলক্ষে সমাজসেবা অধিদফতরের সামগ্রিক কার্যক্রম সম্বলিত লিফলেট মুদ্রণ ও বিতরণ।
- সমাজসেবা অধিদফতরের সদর দফতর ও অন্যান্য কার্যালয়ে সরকারি সেবা কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট ১৮ টি স্টিকার বিল বোর্ড স্থাপন।
- ইউটিউবে সমাজসেবা অধিদফতরের সরকারি সেবা কার্যক্রমের ভিডিও আপলোড।
- মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী জনপ্রশাসন কাজের গতিশীলতা, উদ্ভাবনী দক্ষতা বৃদ্ধি এবং নাগরিক সেবা প্রদান প্রক্রিয়া দ্রুত ও সহজীকরণের পন্থা উদ্ভাবন ও চর্চার লক্ষ্যে সমাজসেবা অধিদফতরের Innovation Team গঠন করা হয়েছে।
- এছাড়াও, পত্রিকায় বিজ্ঞাপন, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় টিভিস্ক্রুলসহ টেলিভিশন, বেতারে প্রচারণার মাধ্যমে জনগণকে অবহিতকরণ করা হচ্ছে।

৪.৭ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বয়স্ক ভাতা, অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা, বিধবা ও স্বামী-পরিত্যক্তা দুস্থ মহিলা ভাতা, প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি, সরকারি শিশু পরিবার ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের জন্য ক্যাপিটেশন গ্রান্ট প্রদানসহ বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়।২০২২-২০২৩ অর্থবছরে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর তথ্যচিত্র নিচে দেখানো হলো:

ক্রমিক	কার্যক্রম/কর্মসূচির নাম	২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেট	উপকারভোগীর সংখ্যা (২০২২-২৩)	ভাতার পরিমাণ (মাসিক জনপ্রতি)	মন্তব্য
১.	বয়স্ক ভাতা (মন্ত্রী সভা কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত)	৩৪৪৪.৫৪ কোটি টাকা	৫৭.০১ লক্ষ	৬০০ টাকা (২০২৩-২৪ অর্থবছরে ১০০ টাকা বৃদ্ধি)	এজেন্ট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে ২১টি জেলার ৭৭টি উপজেলায় এবং অবশিষ্ট জেলার উপজেলাসমূহে জিটুপি পদ্ধতিতে পেমেন্ট প্রদান করা হয়
২.	বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা ভাতা (মন্ত্রী সভা কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত)	১৪৯৫.৪০ কোটি টাকা	২৪.৭৫ লক্ষ	৫৫০ টাকা (২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৫০ টাকা বৃদ্ধি)	
৩.	প্রতিবন্ধী ভাতা (মন্ত্রী সভা কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত)	২৪২৯.১৮ কোটি টাকা	২৩.৬৫ লক্ষ	৮৫০ টাকা (২০২২-২৩ অর্থবছরে ১০০ টাকা বৃদ্ধি)	
৪.	প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি (মন্ত্রী সভা কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত)	৯৫.৬৪ কোটি টাকা	১.০০ লক্ষ (প্রাথমিক স্তরে ৬২০০০ জন মাধ্যমিক স্তরে ২৬০০০ জন উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ৮০০০ জন উচ্চ স্তরে ৪০০০ জন)	৯০০ টাকা (প্রাথমিক) ৯৫০ টাকা (মাধ্যমিক) ৯৫০ টাকা (উচ্চ. মাধ্যমিক) ১৩০০ টাকা (বিশ্ববিদ্যালয়)	
৫.	হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন (মন্ত্রী সভা কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত) ক. বিশেষ ভাতা	১.৮৭ কোটি টাকা	২৬০০ জন	৬০০ টাকা	
৬.	খ. শিক্ষা উপবৃত্তি	১.৩১ কোটি টাকা	১২২৫ জন প্রাথমিক স্তরে ৭৮৬ জন মাধ্যমিক স্তরে ২৭৯ জন উচ্চ মাধ্যস্তরে ১০৬ জন উচ্চতর স্তরে ৫৪ জন	৭০০ টাকা (প্রাথমিক) ৮০০ টাকা (মাধ্যমিক) ১০০০ টাকা (উচ্চ. মাধ্যমিক) ১২০০ টাকা (বিশ্ববিদ্যালয়)	শতভাগ জিটুপি পদ্ধতিতে পেমেন্ট প্রদান করা হয়
৭.	গ. প্রশিক্ষণ	২.৫৬ কোটি টাকা	৯৯০ জন	১০০০০ টাকা	
		৫.৫৬ কোটি টাকা	৪৮১৫ জন		
৮.	বেদে জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন (মন্ত্রী সভা কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত) ক. ভাতা	৩.০৪ কোটি টাকা	৫,০৬৬ জন	৫০০ টাকা	শতভাগ জিটুপি পদ্ধতিতে পেমেন্ট প্রদান করা হয়
৯.	খ. শিক্ষা উপবৃত্তি	৩.৯১ কোটি টাকা	৩,৯৯৮ জন	৭০০ টাকা (প্রাথমিক) ৮০০ টাকা (মাধ্যমিক) ১০০০ টাকা(উচ্চ মাধ্যমিক) ১২০০ টাকা (বিশ্ববিদ্যালয়)	

ক্রমিক	কার্যক্রম/কর্মসূচির নাম	২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেট	উপকারভোগীর সংখ্যা (২০২২-২৩)	ভাতার পরিমাণ (মাসিক জনপ্রতি)	মন্তব্য
১০.	গ. প্রশিক্ষণ	২.২৮ কোটি টাকা	২৩৫০ জন	১০০০০ টাকা	
		৯.২৩ কোটি টাকা	১১৪১৪ জন		
১১.	অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন (মন্ত্রী সভা কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত) ক. ভাতা	২৭.১৫ কোটি টাকা	৪৫,২৫০ জন	৫০০ টাকা	শতভাগ জিটুপি পদ্ধতিতে পেমেন্ট প্রদান করা হয়
১২.	খ. শিক্ষা উপবৃত্তি	২১.২৯ কোটি টাকা	২১,৯০৩ জন	৭০০ টাকা (প্রাথমিক) ৮০০ টাকা (মাধ্যমিক) ১০০০ টাকা (উচ্চ. মাধ্যমিক) ১২০০ টাকা (বিশ্ববিদ্যালয়)	
১৩.	গ. প্রশিক্ষণ	৯.৪৩ কোটি টাকা	২৪২০ জন	১০০০০ টাকা	
		৫৭.৮৭ কোটি টাকা	৬৯৫৭৩ জন		
১৪.	চা শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন (মন্ত্রী সভা কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত)	৩০.০০ কোটি টাকা	৬০,০০০ জন	৫০০০ টাকা	শতভাগ জিটুপি পদ্ধতিতে পেমেন্ট প্রদান করা হয়
১৫.	ক্যান্সার, কিডনী, লিভার সিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইজড ও জন্মগত হৃদরোগ ও থ্যালাসেমিয়া রোগীদের (মন্ত্রী সভা কমিটি কর্তক নির্ধারিত)	২০০.০০ কোটি টাকা	৪০,০০০ জন	৫০,০০০ টাকা	
১৬.	ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান (অর্থ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত)	১২.০০ কোটি টাকা	৬০০০ জন		
১৭.	বেসরকারী এতিমখানায় ক্যাপিটেশন গ্রান্ট (অর্থ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত)	২৮০.০০ কোটি টাকা	১,১৬,৬৬৬ জন	২,০০০ টাকা	
১৮.	শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পূনর্বাসন কেন্দ্র (অর্থ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত)	২৬.৬৩ কোটি টাকা	৫,০০০ জন	৩,৫০০ টাকা	
১৯.	কক্লিয়ার ইমপ্লান্ট কার্যক্রম (অর্থ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত)	৪০.০০ কোটি টাকা	৬০০ জন (আনুমানিক)	৮ লক্ষ থেকে ১০ লক্ষ (আনুমানিক)	
২০.	দগ্ধ ও প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসন তহবিল (অর্থ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত)	১.৯৩ কোটি টাকা	৭১০ জন		
২১.	শহর সমাজসেবা কার্যক্রম (অর্থ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত)	১৫.০০ কোটি টাকা	৩৩০০ জন		
২২.	পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম (অর্থ বিভাগ কর্তৃকনির্ধারিত)	৩০.০০ কোটি টাকা	১৩০০ জন		
২৩.	পল্লী মাতৃকেন্দ্র কার্যক্রম (অর্থ বিভাগ কর্তৃকনির্ধারিত)	২৫.০০ কোটি টাকা	৮৫০০ জন		

৪.৮ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ইনোভেশন

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক ২০১৩ সনে জারিকৃত প্রজ্ঞাপনের আলোকে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ইনোভেশন টিম গঠন করা হয়েছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক ২০১৫ সনে জারিকৃত উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও মূল্যায়ন নির্দেশিকা, ২০১৫ এর আওতায় সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ‘উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০১৫-১৬ অর্থবছর থেকে প্রণয়ন করছে।

২০২২-২৩ অর্থবছরের ১৫টি উদ্ভাবনী ও সেবা সহজিকরণ উদ্যোগসহ এ পর্যন্ত ৫২ টি উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে এবং সে মোতাবেক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ১৫ টি উদ্ভাবনী ও সেবা সহজিকরণ উদ্যোগের তালিকা

(ক) ৫টি সেবা সহজিকরণ উদ্যোগ

ক্রমিক	সেবা সহজিকরণ উদ্যোগের নাম	বাস্তবায়নকারী: মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থা
১.	নিবাসীদের মনিটরিং ব্যবস্থা সহজিকরণ	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং সমাজসেবা অধিদফতর
২.	স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থার নিবন্ধন প্রক্রিয়া সহজিকরণ	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং সমাজসেবা অধিদফতর
৩.	সমাজসেবা অধিদপ্তরের গবেষণা কার্যক্রম সহজিকরণ	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং সমাজসেবা অধিদফতর
৪.	এনডিডি বিশেষায়িত বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ সেবা সহজিকরণ	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং এনডিডি ট্রাস্ট
৫.	শহর সমাজসেবা কার্যক্রম অনুকূলে অনুদান সহজিকরণ	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং সমাজকল্যাণ পরিষদ

(খ) ১০টি উদ্ভাবনী উদ্যোগ

ক্রমিক	উদ্ভাবনী উদ্যোগের নাম	বাস্তবায়নকারী: মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থা
১.	প্রতিবন্ধিতা সনাক্তকরণ এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তির তথ্যপ্রাপ্তি সহজিকরণে মোবাইল এপস এর ব্যবহার	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং সমাজসেবা অধিদফতর
২.	স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থার নিবন্ধন ও মনিটরিং ব্যবস্থার ডিজিটাইজেশন	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং সমাজসেবা অধিদফতর
৩.	প্রবেশনারদের মনিটরিং ফলোআপ ও সংশোধন ব্যবস্থাপনা ডিজিটাইজেশন	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং সমাজসেবা অধিদফতর
৪.	ডেলিগেশন হেল্পার (DoFP) এবং ডিজিটাল রেজিস্টার ও রিপোর্টিং সিস্টেম	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং সমাজসেবা অধিদফতর
৫.	প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সেবাদানে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ব্যবস্থাপনা	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন
৬.	পণ্য বাছাই এর সুবিধার্থে ই-ক্যাটালগ তৈরি	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং মৈত্রী শিল্প
৭.	অনলাইনে আল-নাহিয়ান ট্রাস্টের এতিম ভর্তি কার্যক্রম https://msw-soft.gov.bd/orphanage_admisssion_system	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং আল নাহিয়ান ট্রাস্ট
৮.	শ্রান্তি ও বিনোদন ছুটি সহজিকরণ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.leaveapplication.mosw	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
৯.	কর্মসম্পাদন সূচক ১.২.২ অনুসারে ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজীকৃত ও ডিজিটালাইজকৃত সেবাসমূহ চালুকৃত	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
১০.	সেবাসহজিকরণ, উদ্ভাবন এবং চতুর্থ শিল্প বিপ্লব বিষয়ক কর্মশালা এবং বিভিন্ন উদ্ভাবনী উদ্যোগ পরিদর্শনের ছবি	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

সমাজসেবা অধিদপ্তর

পরিচিতি

১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ বিভাজনের পর এদেশে মোহাজেরদের অব্যাহত গতিতে আগমন ঘটতে থাকে। ফলে ঢাকাতে বস্তি সমস্যাসহ সৃষ্টি হয় নতুন নতুন সমস্যা। ১৯৫৫ সালে স্বাস্থ্য পরিদপ্তরের আওতায় সর্বপ্রথম ঢাকার কায়েতটুলিতে শহর সমাজসেবা কার্যক্রম চালু হয়। পরবর্তীতে ঢাকার গোপীবাগ এবং মোহাম্মদপুরে এ কার্যক্রমের ভিন্ন ভিন্ন ইউনিট স্থাপিত হয়। সমাজসেবা কার্যক্রমের ব্যাপক বিকাশ, ব্যাপ্তি এবং বিবিধ সামাজিক সমস্যা মোকাবিলার জন্য জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশনায় ১৯৭৪ সালে সমাজকল্যাণ বিভাগের আত্মপ্রকাশ ঘটে। ১৯৮৪ সালে সমাজকল্যাণ বিভাগের নাম পরিবর্তিত হয়ে পূর্ণাঙ্গ অধিদপ্তর হিসেবে 'সমাজসেবা অধিদপ্তর ' প্রতিষ্ঠিত হয়।

দুস্থ, বিপন্ন ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীকে সামাজিক নিরাপত্তা প্রদান ও তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সাধনের মাধ্যমে সোনার বাংলাদেশ গড়ার কাজ নিরলসভাবে করে যাচ্ছে সমাজসেবা অধিদপ্তর। এ অধিদপ্তরের কাজ দেশের তৃণমূল পর্যন্ত বিস্তৃত। সমাজের অনগ্রসর অংশকে মূলধারায় এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে এ অধিদপ্তর পথিকৃতের ভূমিকা পালন করছে। সমাজসেবা অধিদপ্তরের সদর কার্যালয়সহ জেলা ও উপজেলা মিলিয়ে রয়েছে ১,০৩২ টি কার্যালয়। ৫৪ টি প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রমের মাধ্যমে এ অধিদপ্তর সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় সমাজের অনগ্রসর, বঞ্চিত, দরিদ্র ও সমস্যাগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর কল্যাণসাধন, সামাজিক নিরাপত্তা প্রদান ও ক্ষমতায়নের কাজ করে যাচ্ছে। সমাজসেবা অধিদপ্তর সমাজের নানাবিধ বৈচিত্রময় কার্যক্রম সম্পন্নকরণপূর্বক সমাজে পিছিয়ে পড়া জনমানবকে উন্নয়নের দিকে ধাবিত করে।

১.১ ভিশন

সমন্বিত ও টেকসই উন্নয়ন।

১.২ মিশন

উপযুক্ত ও আয়ত্বাধীন সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার করে অংশীদারগণের সঙ্গে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে সুসংহত ও বিকাশমান সামাজিক সেবা প্রদানের মাধ্যমে বাংলাদেশের জনগণের জীবনমানের সমন্বিত সামাজিক উন্নয়ন

২.০ প্রশাসন ও অর্থ উইং এর কার্যক্রম

২.১ সমাজসেবা অধিদপ্তরের প্রশাসনিক ইউনিট

ক্রম	প্রশাসনিক ইউনিটের নাম	সংখ্যা
১	সদর কার্যালয়	১
২	বিভাগীয় সমাজসেবা কার্যালয়	৮
৩	জেলা সমাজসেবা কার্যালয়	৬৪
৪	উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়	৪৯২
৫	অন্যান্য কার্যালয় ও প্রতিষ্ঠান	৪৬৭
	মোট	**১০৩২**

২.২ সমাজসেবা অধিদপ্তরের জনবল পরিস্থিতি

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তরের নাম	অনুমোদিত জনবল					কর্মরত জনবল				
	১ম শ্রেণি	২য় শ্রেণি	৩য় শ্রেণি	৪র্থ শ্রেণি	খন্ডকালীন ডাক্তার	১ম শ্রেণি	২য় শ্রেণি	৩য় শ্রেণি	৪র্থ শ্রেণি	খন্ডকালীন ডাক্তার
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
সমাজসেবা অধিদপ্তর	১৩০৪	৬৯৯	৬৬১৬	৪৪৬২	১০৬	১১৩৪	৩৪৬	৪৬৫৭	৩৮২৮	১০৬

শূন্য পদের বিবরণ					সর্বমোট জনবল		
১ম শ্রেণি	২য় শ্রেণি	৩য় শ্রেণি	৪র্থ শ্রেণি	খন্ডকালীন ডাক্তার	অনুমোদিত	কর্মরত	শূন্য
১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
১৭০	৩৫৩	১৯৫৯	৬৩৪	০	১৩১৮৭	১০০৭১	৩১১৬

(১) প্রশাসনিক: কর্মকর্তা/কর্মচারির সংখ্যা (রাজস্ব বাজেটে)

সংস্থার স্তর	অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ	শূন্যপদ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫
অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহ/সংযুক্ত অফিস (মোট পদ সংখ্যা)	১৩১৮৭	১০০৭১	৩১১৬	

(২) শূন্যপদের বিন্যাস

অতিরিক্ত সচিব/তদুর্ধ্ব পদ	জেলা কর্মকর্তার পদ (যেমন- ডিসি/এসপি)	অন্যান্য ১ম শ্রেণির পদ	২য় শ্রেণির পদ	৩য় শ্রেণির পদ	৪র্থ শ্রেণির পদ	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	১৭০	৩৫৩	১৯৫৯	৬৩৪	৩১১৬

২.৩ নিয়োগ/পদোন্নতি প্রদান

প্রতিবেদনাধীন বছরে পদোন্নতি			নতুন নিয়োগ প্রদান			মন্তব্য
কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৬০	৪৭৮	৫৩৮	১৬	-	১৬	

২.৪ প্রশাসনিক কার্যক্রম

- উপপরিচালক পদে ০২ জনকে পদোন্নতি প্রদান;
- বিভিন্ন ক্যাটাগরির ২০২ টি পদ রাজস্বখাতে সৃজন;
- ৫৫ টি সহকারি সমাজসেবা অফিসারের পদ সৃজন;
- ৩য় শ্রেণি হতে ২য় শ্রেণিতে ৩০ জনকে পদোন্নতি প্রদান;
- ২৮ জন ২য় শ্রেণির কর্মকর্তাকে ১ম শ্রেণিতে পদোন্নতি প্রদান;
- ৪র্থ শ্রেণির বিভিন্ন ক্যাটাগরির সর্বমোট ৭০ টি পদে আউটসোর্সিং পদ্ধতিতে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে;
- ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির বিভিন্ন ক্যাটাগরির ৫০৪ জনের চাকুরি স্থায়ী করা হয়েছে;
- ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির বিভিন্ন ক্যাটাগরির ৫৬ জনের চাকুরি নিয়মিতকরণ করা হয়েছে;
- ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির বিভিন্ন ক্যাটাগরির ৪৭৮ জনকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে; এবং
- ৩য় শ্রেণির সমাজকর্মী (ইউনিয়ন) পদের ১০১১ টি শূন্য পদে জনবল নিয়োগ কার্যক্রম চলমান।

২.৫ শৃঙ্খলা ও তদন্ত

বিভাগীয় মামলা দায়ের ও নিষ্পত্তি সংক্রান্ত প্রতিবেদন নিম্নরুপ:

প্রতিবেদনাধীন অর্থ বছরের (২০২-২৩) শুরুতে পুঞ্জিভূত মোট বিভাগীয় মামলা সংখ্যা	২০২২-২৩ অর্থবছরে মামলা দায়ের	প্রতিবেদনাধীন বছরে নিষ্পত্তিকৃত বিভাগীয় মামলার সংখ্যা				অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলার সংখ্যা	মন্তব্য
		চাকুরিচ্যুতি/ বরখাস্ত	অন্যান্য দন্ড	অব্যাহতি	মোট		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১১০	৩৯	০৭	২১	১৮	৪৬	১০৩	

২০২২-২৩ অর্থবছরে ক্রমপুঞ্জিত অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলার সংখ্যা ছিল ১১০ টি। ২০২২-২৩ অর্থবছরে দায়েরকৃত বিভাগীয় মামলা ৩৯ টিসহ মোট বিভাগীয় মামলার সংখ্যা ১৪৯ টি। তন্মধ্যে নিষ্পত্তি হয়েছে ৪৬ টি। মোট অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলার সংখ্যা ১০৩ টি।

২.৬ অডিট

- অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি করার জন্য দ্বি-পক্ষীয় ০১টি ও ত্রি-পক্ষীয় ০১টি সভা করা হয়েছে।
- ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৫০৫ টি অডিট আপত্তি ছিলো এবং টাকার পরিমাণ ৮১৫.১৩ কোটি টাকা।
- ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৪৫ টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি করা হয়েছে এবং টাকার পরিমাণ ২৯৭.০৩ কোটি টাকা।
- ২০২২-২৩ অর্থবছরে (জুন ২৩ পর্যন্ত) অডিট আপত্তি রয়েছে ৪৬০ টি এবং টাকার পরিমাণ ৭৮৫.৪২ কোটি টাকা।
- ২০২২-২৩ অর্থবছরে নতুন আপত্তি ১৯৬টি যোগ হওয়ায় মোট ৬৫৬টি অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি রয়েছে এবং টাকার পরিমাণ ১৩৬৯.৮৪ কোটি টাকা।
- আগামী বছরে ৫টি দ্বি-পক্ষীয় ও ৪টি ত্রি-পক্ষীয় সভা আহবানের পরিকল্পনা রয়েছে।

৩.০ সামাজিক নিরাপত্তা উইং এর কার্যক্রম

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতিহারের অন্যতম গুরত্বপূর্ণ অঙ্গীকার। দেশের পশ্চাৎপদ ও দরিদ্র মানুষদের সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। কর্মসূচিসমূহের তথ্য পর্যায়ক্রমে দেয়া হলো:

৩.১ বয়স্কভাতা

দেশের বয়োজ্যেষ্ঠ দুস্থ ও স্বল্প উপার্জনকারী অথবা উপার্জনে অক্ষম বয়স্ক জনগোষ্ঠীর সামাজিক নিরাপত্তা বিধান এবং পরিবার ও সমাজে তাঁদের মর্যাদা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৯৯৭-৯৮ অর্থবছরে 'বয়স্কভাতা' কর্মসূচি প্রবর্তন করা হয়। ঐ অর্থবছরে ৪ লক্ষ ৩ হাজার জনকে এককালীন মাসিক ১০০ টাকা হারে ভাতা প্রদান করা হয়। প্রতিবছর উপকারভোগীর সংখ্যা ও বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়। ২০২১-২২ অর্থবছরে ১৫০ টি এবং পূর্বের অর্থবছরে ১১২টি সহ মোট ২৬২টি উপজেলায় নীতিমালা অনুযায়ী ভাতা প্রাপ্তিযোগ্য শতভাগ প্রবীণ ব্যক্তিকে বয়স্ক ভাতার আওতাভুক্ত করা হয়। ২০২২-২৩ অর্থবছরে ভাতাভোগীর সংখ্যা ৫৭ লক্ষ ১ হাজার জন এবং মাসিক ভাতার পরিমাণ ৫০০ টাকা।

বয়স্ক ভাতাভোগীর সংখ্যা ও বরাদ্দের তথ্য:

কর্মসূচির নাম	অর্থবছর	**ভাতাভোগীর সংখ্যা**	বরাদ্দকৃত অর্থ	**মাসিক** ভাতার পরিমাণ
বয়স্কভাতা কাযর্ক্রম	২০২২-২৩	৫৭.০১ লক্ষ	৩৪৪৪.৫৪ কোটি	৫০০ টাকা

৩.২ বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা

১৯৯৮-৯৯ অর্থবছরে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন সমাজসেবা অধিদপ্তরের মাধ্যমে বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলাদের ভাতা কর্মসূচি প্রবর্তন করা হয়। ঐ অর্থবছরে ৪ লক্ষ ৩ হাজার ১১০ জনকে এককালীন মাসিক ১০০ টাকা হারে ভাতা প্রদান করা হয়। ২০০৩-০৪ অর্থবছরে এ কর্মসূচিটি সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় থেকে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত করা হয়। বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা কর্মসূচি বাস্তবায়নে অধিকতর গতিশীলতা আনয়নের জন্য সরকার পুনরায় ২০১০-১১ অর্থবছরে এ কর্মসূচি সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত করে। প্রায় প্রতিবছর এ কর্মসূচির আওতায় উপকারভোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয় । ২০২১-২২ অর্থবছরে ১৫০ টি এবং পূর্বের অর্থবছরে ১১২টি সহ মোট ২৬২টি উপজেলায় নীতিমালা অনুযায়ী ভাতা প্রাপ্তির যোগ্য শতভাগ বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলাকে ভাতার আওতাভুক্ত করা হয়। ২০২২-২৩ অর্থবছরে ভাতাভোগীর সংখ্যা ২৪ লক্ষ ৭৫ হাজার জন এবং মাসিক ভাতার পরিমাণ ৫০০ টাকা।

বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলাদের ভাতাভোগীর সংখ্যা ও বরাদ্দের তথ্য

কর্মসূচির নাম	অর্থবছর	**ভাতাভোগীর সংখ্যা**	বরাদ্দকৃত অর্থ	**মাসিক** ভাতার পরিমাণ
বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলাদের ভাতা কার্যক্রম	২০২২-২৩	২৪.৭৫ লক্ষ	১৪৯৫.৪০ কোটি	৫০০/-

৩.৩ প্রতিবন্ধী ভাতা

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষায় আন্তর্জাতিক আইনের সাথে সংগতি রেখে ২০১৩ সালে 'প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষা আইন ২০১৩' প্রণয়ন করা হয়। বাংলাদেশ সংবিধানের ১৫, ১৭, ২০ এবং ২৯ অনুচ্ছেদে অন্যান্য নাগরিকদের সাথে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সমসুযোগ ও অধিকার প্রদান করা হয়েছে। সংবিধানের ১৫(ঘ) অনুচ্ছেদের দায়-দায়িত্বের অংশ হিসেবে ২০০৫-০৬ অর্থবছর হতে প্রতিবন্ধী ভাতা কর্মসূচি প্রবর্তন করা হয়। কার্যক্রমের শুরুতে ১ লক্ষ ৪ হাজার ১৬৬ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে জনপ্রতি মাসিক ২০০ টাকা হারে ভাতা প্রদানের আওতায় আনা হয়। পরবর্তীতে ২০১১-১২ অর্থবছরে দেশের সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে ভাতার আওতাভুক্তির লক্ষ্যে প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ জরিপ কর্মসূচি গ্রহণ করে। প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ জরিপের আওতাভুক্ত শতভাগ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে ভাতার আওতাভুক্ত করার লক্ষ্যে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ভাতাভোগীর সংখ্যা ২৩ লক্ষ ৬৫ হাজার জনে উন্নীত করা হয় এবং মাসিক ভাতার পরিমাণ ৮৫০ টাকা নির্ধারণ করা হয়।

প্রতিবন্ধী ভাতাভোগীর সংখ্যা ও বরাদ্দের তথ্য:

কর্মসূচির নাম	**অর্থবছর**	**ভাতাভোগীর সংখ্যা**	**বরাদ্দকৃত অর্থ**	**মাসিক ভাতার পরিমাণ**
প্রতিবন্ধী ভাতা কার্যক্রম	২০২২-২৩	২৩.৬৫ লক্ষ	২৪২৯.১৮ কোটি	৮৫০/-

৩.৪ প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি

প্রতিবন্ধী ছেলেমেয়েরা যাতে লেখাপড়ার প্রতি আগ্রহী হয় এবং উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করে জাতীয় উন্নয়নে অংশগ্রহণ করতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রেখে সরকার সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ২০০৭-২০০৮ অর্থবছরে 'প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি কর্মসুচি' চালু করে। শুরুতে এ কর্মসূচির আওতায় উপকারভোগীর সংখ্যা ছিল ১২ হাজার ২০৯ জন। ২০২২-২৩ অর্থবছরে এ কর্মসূচির আওতায় প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও উচ্চতর স্তরে যথাক্রমে মাসিক ৭৫০ টাকা, ৮০০ টাকা, ৯০০ টাকা ও ১৩০০ টাকা হারে উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে উপবৃত্তি গ্রহণকারীর সংখ্যা ১ লক্ষ জন এবং বাজেটে এ কর্মসূচিতে ৯৫ কোটি ৬৪ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি সংখ্যা ও বরাদ্দের তথ্য

কর্মসূচির নাম	অর্থবছর	ভাতাভোগীর সংখ্যা	বরাদ্দকৃত অর্থ	**মাসিক** ভাতার পরিমাণ
প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি	২০২২-২৩	০১ লক্ষ	৯৫.৬৪ কোটি	প্রাথমিক স্তর ৭৫০/- মাধ্যমিক স্তর ৮০০/- উচ্চ মাধ্যমিক স্তর ৯০০/- উচ্চতর স্তর ১৩০০/-

৩.৫ হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি:

বাংলাদেশ জনশুমারি ও গৃহগণনা (২০২২) অনুযায়ী বাংলাদেশে হিজড়া ব্যক্তির সংখ্যা ১২৬২৯ জন। এ সম্প্রদায় বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার একটি ক্ষুদ্র অংশ হলেও আবহমান কাল থেকে এ জনগোষ্ঠী অবহেলিত ও অনগ্রসর গোষ্ঠী হিসেবে পরিচিত। হিজড়া জনগোষ্ঠীর পারিবারিক, আর্থ-সামাজিক, শিক্ষা ব্যবস্থা, বাসস্থান, স্বাস্থ্যগত উন্নয়ন এবং সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ সর্বোপরি তাদেরকে সমাজের মূল স্রোতধারায় এনে দেশের সার্বিক উন্নয়নে সম্পৃক্তকরণের নিমিত্ত সরকার ২০১২-১৩ অর্থবছরে ৭ টি জেলায় এ কর্মসূচির প্রবর্তন করে। বর্তমানে দেশের ৬৪ টি জেলায় এ কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে মোট বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ৫ কোটি ৫৬ লক্ষ টাকা।

বাস্তবায়িত কার্যক্রমসমূহ:

১। হিজড়া ব্যক্তিদের শনাক্তকরণ ও পরিচয়পত্র প্রদান;
২। ৫০ বছর বা তদুর্ধ্ব বয়সের হিজড়া জনগোষ্ঠীর ব্যক্তিকে মাসিক ৬০০ টাকা হারে বিশেষ ভাতা প্রদান;
৩। স্কুলগামী হিজড়া শিক্ষার্থীদের শিক্ষিত করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রাথমিক স্তরে ৭০০ টাকা, মাধ্যমিক স্তরে ৮০০ টাকা, উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ১০০০ টাকা, উচ্চতর স্তরে ১২০০ টাকা মাসিক হারে শিক্ষা উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে।
৪। ট্রেডভিত্তিক বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মক্ষম হিজড়া জনগোষ্ঠীর দক্ষতা বৃদ্ধি ও আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করে তাঁদের সমাজের মূল-স্রোতধারায় আনয়ন;
৫। ৫০ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীদের মাথাপিছু ১০,০০০ টাকা হারে প্রশিক্ষণোত্তর আর্থিক সহায়তা প্রদান।

হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কার্যক্রমের পরিসংখ্যান (২০২২-২০২৩)

অর্থবছর	উপকারভোগীর সংখ্যা			মোট উপকৃতের সংখ্যা
	বিশেষ ভাতা	শিক্ষা উপবৃত্তি	বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ	
২০২২-২৩	২৬০০	১২২৫	৯৬০	৪৭৮৫ জন

৩.৬ বেদে জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি

বেদে জনগোষ্ঠী বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার একটি ক্ষুদ্র অংশ। যাযাবর জনগোষ্ঠী হিসাবে পরিচিত বেদে সম্প্রদায় ক্ষুদ্র ব্যবসার পাশাপাশি শিঙ্গা লাগানো, তাবিজ কবজ বিক্রি, সাপ খেলা, চুড়ি ফিতা বিক্রি, জাদু ইত্যাদি তাদের জীবিকা নির্বাহে অবলম্বন করে। সমাজসেবা অধিদপ্তরের জরিপ মতে বাংলাদেশে বেদে জনগোষ্ঠী প্রায় ৭৫০০০ জন। বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন তথা এ জনগোষ্ঠীকে সমাজের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করতে বর্তমান সরকার ২০১২-১৩ অর্থবছরে ৭ টি জেলায় পাইলটিং এর মাধ্যমে এ কার্যক্রমের প্রবর্তন করে। ২০১৮-১৯ পর্যন্ত বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি দুটি একত্রে ছিল। ২০১৯-২০ অর্থবছরে এ কর্মসূচি পৃথক হয়ে "বেদে জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি "নামে স্বতন্ত্র কর্মসূচি হিসেবে সারাদেশে পরিচালিত হচ্ছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে বাজেট ৯ কোটি ২৩ লক্ষ টাকা।

বাস্তবায়িত কার্যক্রমসমূহ:
১। ৫০ বছর বা তদুর্ধ্ব বয়সের বেদে জনগোষ্ঠীর ব্যক্তিকে মাসিক ৫০০ টাকা হারে বিশেষ ভাতা প্রদান;
২। স্কুলগামী বেদে শিক্ষার্থীদের শিক্ষিত করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রাথমিক স্তরে ৭০০ টাকা, মাধ্যমিক স্তরে ৮০০ টাকা, উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ১০০০ টাকা, উচ্চতর স্তরে ১২০০ টাকা মাসিক হারে শিক্ষা উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে।
৩। ট্রেডভিত্তিক বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মক্ষম বেদে জনগোষ্ঠীর দক্ষতা বৃদ্ধি ও আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করে তাঁদের সমাজের মূল-স্রোতধারায় আনয়ন;
৪। ৫০ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীদের মাথাপিছু ১০,০০০ টাকা হারে প্রশিক্ষণোত্তর আর্থিক সহায়তা প্রদা

বেদে জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কার্যক্রমের পরিসংখ্যান (২০২২-২০২৩):

অর্থবছর	উপকারভোগীর সংখ্যা			মোট উপকৃতের সংখ্যা
	বিশেষ ভাতা	শিক্ষা উপবৃত্তি	বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ	
২০২২-২৩	৫০৬৬	৩৯৯৮	৪০০	৯৪৬৪ জন

৩.৭ অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি

অনগ্রসর সম্প্রদায় বা শ্রেণী হচ্ছে যারা সামাজিক ও শিক্ষাগত দিক দিয়ে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী। অনগ্রসর জনগোষ্ঠী হিসেবে জেলে, সন্ন্যাসী, ঋষি, বেহারা, নাপিত, ধোপা, হাজাম, নিকারী, পাটনী, কাওড়া, তেলী, পাটিকর, সুইপার, মেথর বা ধাঙ্গার, ডোমার, ডোম, রাউত, ও নিম্নশ্রেণী পেশার জনগোষ্ঠী। সমাজসেবা অধিদপ্তরের জরিপ মতে বাংলাদেশে অনগ্রসর জনগোষ্ঠী প্রায় ১৪,৯০,০০০ জন। অনগ্রসর জনগোষ্ঠীকে সমাজের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করতে বর্তমান সরকার ২০১২-১৩ অর্থবছরে এ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি প্রবর্তন করে। ২০১৮-১৯ পর্যন্ত বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি দুটি একত্রে ছিল। ২০১৯-২০ অর্থবছরে এ কর্মসূচি পৃথক হয়ে "অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি "নামে স্বতন্ত্র কর্মসূচি হিসেবে পরিচালিত হচ্ছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে বাজেট ৫৭ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকা।

বাস্তবায়িত কার্যক্রমসমূহ

১। অনগ্রসর ব্যক্তিদের শনাক্তকরণ ও পরিচয়পত্র প্রদান;
২। ৫০ বছর বা তদুর্ধ্ব বয়সের অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর ব্যক্তিকে মাসিক ৫০০ টাকা হারে বিশেষ ভাতা প্রদান;
৩। স্কুলগামী অনগ্রসর শিক্ষার্থীদের শিক্ষিত করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রাথমিক স্তরে ৭০০ টাকা, মাধ্যমিক স্তরে ৮০০ টাকা, উচ্চমাধ্যমিক স্তরে ১০০০ টাকা, উচ্চতর স্তরে ১২০০ টাকা মাসিক হারে শিক্ষা উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে।
৪। ট্রেডভিত্তিক বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মক্ষম অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর দক্ষতা বৃদ্ধি ও আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করে তাঁদের সমাজের মূল-স্রোতধারায় আনয়ন;
৫। ৫০দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীদের মাথাপিছু ১০,০০০ টাকা হারে প্রশিক্ষণোত্তর আর্থিক সহায়তা প্রদান।

অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কার্যক্রমের পরিসংখ্যান (২০২২-২০২৩):

অর্থবছর	উপকারভোগীর সংখ্যা				মোট উপকারভোগীর সংখ্যা
	বিশেষ ভাতা	শিক্ষা উপবৃত্তি	বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ	প্রশিক্ষণোত্তর সহায়তা	
২০২২-২৩	৪৫২৫০	২১৯০৩	১২১০	১০০০	৬৯৩৬৩ জন

৩.৮ প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ জরিপ কর্মসূচি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার প্রতিবন্ধী মানুষের কল্যাণে বদ্ধপরিকর। ‘কেউ পিছিয়ে থাকবে না’ এই মূলমন্ত্র নিয়ে ২০১১-১২ অর্থবছরে প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ জরিপ কার্যক্রম শুরু হয়। সারাদেশে সমাজসেবা অধিদপ্তরাধীন ৫৭০ টি ইউনিটে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ডাটা এন্ট্রি করা হয়। ডাক্তার কর্তৃক শনাক্তকৃত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের তথ্যসমূহ যথাযথভাবে সংরক্ষণ এবং সংরক্ষিত তথ্যের আলোকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের সামগ্রিক উন্নয়ন নিশ্চিতকল্পে পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে Disability Information System শিরোনামে একটি সফটওয়্যার তৈরি করা হয়েছে। তৈরিকৃত ওয়েববেজড সফটওয়্যারের মাধ্যমে তথ্যভান্ডারে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের তথ্যসমূহ সন্নিবেশিত হচ্ছে। www.dis.gov.bd এই সাইট ‘আবেদন করুন ট্যাব ’এ গিয়ে জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর

কিংবা জন্মনিবন্ধন সনদ নম্বর দিয়ে নির্ধারিত ফরম পূরণ করে ডাক্তারের যাচাই সাপেক্ষে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি হিসেবে নিবন্ধিত হবার সুযোগ আছে। ডাটা এন্ট্রি শেষে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের মাঝে লেমিনেটেড পরিচয়পত্র সরবরাহ করা হয় এবং তাঁদের জীবনমান উন্নয়নের জন্য তাঁদের উপযোগী চিকিৎসা, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদানে লক্ষ্যভিত্তিক পরিকল্পিত কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। বর্তমানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী ডাটাবেজড এ অর্ন্তভুক্ত সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে ভাতা কার্যক্রমের আওতায় আনার প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ জরিপ এর অনলাইন তথ্যভাণ্ডারে ৩০ লক্ষ ৩৮ হাজার ৯২৪ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির তথ্য সন্নিবেশ করা হয়েছে। উক্ত তথ্যভান্ডার প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়নে ব্যবহারের লক্ষ্যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির তথ্য-উপাত্ত ব্যবহার নীতিমালা, ২০২১ প্রণয়ন করা হয়েছে।

৩.৯ ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান

দেশে দারিদ্র্য নিরসনে সরকারের অঙ্গীকার বাস্তবায়ন এবং ভিক্ষাবৃত্তির মত অমর্যাদাকর পেশা থেকে মানুষকে নিবৃত্ত করার লক্ষ্যে ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থানের জন্য সরকারের রাজস্ব খাতের অর্থায়নে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ''ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান' শীর্ষক কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে বাজেটে মোট ১২ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। উক্ত অর্থ দ্বারা দেশের ৬৩ টি জেলায় ভিক্ষুক পুনর্বাসনের নিমিত্তে কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। ঢাকা শহরের ঘোষিত ভিক্ষুকমুক্ত এলাকাসমূহ ভিক্ষুকমুক্ত রাখার লক্ষ্যে নিয়মিত মাইকিং, বিজ্ঞাপন এবং ৫০ টি স্থানে নষ্ট হয়ে যাওয়া স্টিল স্ট্যান্ডবোর্ড মেরামত/নতুন স্থাপন করা হয়েছে। ঢাকা শহরের ভিক্ষুকমুক্ত ঘোষিত এলাকাসমূহে ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১৪১ টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে ২৬৫০ জন ভিক্ষুককে আটক করা হয়। আটককৃত ২১২৫ জনকে সরকারি আশ্রয়কেন্দ্রে বিভিন্ন মেয়াদে আটক রেখে প্রশিক্ষণ প্রদান ও পুনর্বাসন করা হয়। অবশিষ্ট ৫২৫ জনকে পরিবারে পুনর্বাসন করা হয়।

৩.১০ ক্যান্সার, কিডনি, লিভার সিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইজড, জন্মগত হৃদরোগ এবং থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত রোগীদের আর্থিক সহায়তা কর্মসূচি

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়াধীন সমাজসেবা অধিদপ্তর 'হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম' এর মাধ্যমে দুস্থ ও অসহায় রোগীদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করে থাকে। ইতোপূর্বে ২০০৯-১০, ২০১০-১১, ২০১১-১২ ও ২০১২-১৩ অর্থবছরে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়াধীন সমাজসেবা অধিদপ্তরের মাধ্যমে Support Services for Vulnerable Group (SSVG) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ক্যান্সার, কিডনি, লিভার সিরোসিস রোগে আক্রান্ত গরীব রোগীদের এককালীন ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা হারে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। উল্লিখিত প্রকল্পের সফলতা নিয়ে সরকার এ কার্যক্রমকে স্থায়ী কর্মসূচিতে রূপদান করার লক্ষ্যে সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমের আওতায় বাস্তবায়নের জন্য ২৯ অক্টোবর ২০১৯ (সংশোধিত)'' ক্যান্সার, কিডনী, লিভার সিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইজড, জন্মগত হৃদরোগ এবং থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত রোগীদের আর্থিক সহায়তা কর্মসূচির নতুন বাস্তবায়ন নীতিমালা, ২০১৯ প্রণয়ন করা হয় এবং গেজেট প্রকাশ করা হয়। সমগ্র বাংলাদেশে বর্তমানে ঢাকা মহানগরীসহ ৬৪ জেলায় সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে মোট ১১৩ টি ইউনিট ও উপজেলা পর্যায়ে ৪২০টি উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্সে সর্বমোট ৫৩৩ টি ইউনিটে এ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে কর্মসূচির বাজেট বরাদ্দ ছিল ২.৮২৫ কোটি টাকা এবং উপকারভোগীর সংখ্যা ৫৬১ জন। ২০২২-২৩ অর্থবছরে বরাদ্দ ২০০ কোটি টাকা এবং উপকারভোগীর সংখ্যা ৪০ হাজার জন। ২০১৯-২০ অর্থবছর থেকে প্রথমবারের মত 'ক্যান্সার, কিডনী, লিভার সিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইজড, জন্মগত হৃদরোগ এবং থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত রোগীদের আর্থিক সহায়তা কর্মসূচির জন্য ১১২.৫০ কোটি টাকা ৬৪ জেলায় জনসংখ্যা অনুপাতে বিভাজন করে জেলা কমিটির নিকট প্রেরণ করা হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রত্যন্ত এলাকার সংশ্লিষ্ট রোগের দরিদ্র রোগীগণ স্বল্প সময়ে নিজ উপজেলা থেকে আর্থিক সহায়তার চেক গ্রহণ

করতে পারছেন। উল্লেখ্য মোট বরাদ্দকৃত অর্থের ৭৫% জেলা পর্যায়ে বিতরণ করা হয় এবং ২৫% অধিদপ্তর তথা মন্ত্রণায়ের জন্য সংরক্ষণ করা হয়। উক্ত সংরক্ষিত অর্থ হতে মন্ত্রণালয়ে আবেদনকৃত রোগী এবং কর্মসূচির ৬ টি দূরারোগ্য রোগের চিকিৎসায় নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানসমূহকে আবেদনের প্রেক্ষিতে থোক বরাদ্দ প্রদান করা হয়। এ কর্মসূচির আওতায় সারা দেশের দরিদ্র রোগীরা অনলাইনে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে এ আর্থিক সহায়তার আবেদন দাখিল করতে পারবেন।

৩.১১ চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি

চা শিল্প বাংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ শিল্প। জাতীয় অর্থনীতিতে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বাংলাদেশের চা উৎপাদনের পরিমাণ বছরে প্রায় ৯৬.০৭ মিলিয়ন কেজি এবং এখান থেকে চা রপ্তানি করা হয় ২৫টি দেশে। এই চা উৎপাদনে যারা সরাসরি জড়িত তারাই চা-শ্রমিক। কিন্তু চা-শ্রমিকরা সকল নাগরিক সুবিধা ভোগের অধিকার সমভাবে প্রাপ্য হলেও তারা পারিবারিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে বৈষম্যের শিকার বলে প্রতিয়মান। তাদের প্রতি সদয় আচরণ ও তাদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হওয়া পরিবার, সমাজ এবং রাষ্ট্র সকলের দায়িত্ব। অবহেলিত ও অনগ্রসর এ জনগোষ্ঠীর মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ, তাদের সামাজিক ন্যায় বিচার নিশ্চিতকরণ, পারিবারিক ও আর্থসামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সরকার সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমের আওতায় ‘চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কার্যক্রম’ গ্রহণ করেছে। সিলেট, চট্টগ্রাম এবং রংপুর বিভাগের সংশ্লিষ্ট জেলার চা-বাগানসমূহে কর্মরত চা-শ্রমিকগণ এ কর্মসূচির আওতাভুক্ত হন। ২০২২-২৩ অর্থবছরে এ কর্মসূচির আওতায় দেশের ০৮ টি জেলার ২৬ টি উপজেলায় ৬০ হাজার জন চা শ্রমিককে এককালীন ৫ হাজার টাকা হারে মোট ৩০ কোটি টাকা নগদ সহায়তা জিটুপি পদ্ধতিতে প্রদান করা হয়েছে।

৪.০ ক্ষুদ্রঋন কার্যক্রম

৪.১ পল্লী সমাজসেবা (আরএসএস) কার্যক্রম

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়াধীন সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত পল্লী সমাজসেবা (আরএসএস) কার্যক্রম দেশের পল্লী অঞ্চলে বসবাসরত দুস্থ, অসহায়, অবহেলিত, অনগ্রসর ও পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পরিচালিত হচ্ছে। পল্লী সমাজসেবা (আরএসএস) কার্যক্রমের সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ বাংলাদেশের ক্ষুদ্রঋণ/দারিদ্র্য বিমোচনের সূতিকাগার এবং পথিকৃৎ হিসেবে দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক মুক্তির ক্ষেত্রে সূচনা করে এক নতুন ও বর্ণিল ইতিহাস।

পল্লী সমাজসেবা (আরএসএস) কার্যক্রমের মাধ্যমে পল্লী অঞ্চলে বসবাসরত ভূমিহীন, দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর মধ্যে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি ও আয়বর্ধক কর্মসূচিতে তাঁদের সম্পৃক্ত করে দেশের সার্বিক উন্নয়নে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হচ্ছে। মা ও শিশু স্বাস্থ্য, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা, পয়ঃনিস্কাশন, শিশু শিক্ষা, অসহায় ও এতিমদের সহায়তা প্রদান করা, পরিবার পরিকল্পনা ও সামাজিক ব্যাধি যেমন বাল্য বিবাহ, বহু বিবাহ, যৌতুক, নারী ও শিশু পাচার রোধ ইত্যাদি সামাজিক কার্যক্রমে সম্পৃক্তের মাধ্যমে নারীদের সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি করা হয়। এসব সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কাজের সাথে আরএসএস কর্মসূচিভুক্ত পরিবারের সদস্যরাও সম্পৃক্ত রয়েছে।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ব্যক্তিগত অভিপ্রায়ে সমাজসেবা অধিদপ্তর ১৯৭৪ সালে পরীক্ষামূলকভাবে তৎকালীন ১৯টি থানায় ‘পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম’ যাত্রা শুরু করে। এর সফলতার আলোকে ১৯৭৭ সালে আরো ২১ টি থানায় এ কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হয়। পরবর্তীতে সম্প্রসারিত পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম ২য় পর্ব (১৯৮০-৮৭) ১০৩টি উপজেলায়, ৩য় পর্ব (১৯৮৭-৯২) ১২০টি উপজেলায়, ৪র্থ পর্ব (১৯৯২-৯৫) ৮১ টি উপজেলা, ৫ম পর্ব (১৯৯৫-২০০২) ১১৯ টি উপজেলা এবং ৬ষ্ঠ পর্ব (২০০৪-০৭) ৪৭০টি উপজেলায় এবং এরই ধারাবাহিকতায় ২০১১-১২ অর্থবছর হতে সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম খাতে নিয়মিত বরাদ্দ প্রদান করা হচ্ছে।

বর্তমানে দেশের ৬৪টি জেলার প্রতিটি উপজেলার প্রতিটি ইউনিয়নে এ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ সম্পর্কিত তথ্যাদি নিম্নরূপ:

- সর্বমোট প্রাপ্ত বরাদ্দের পরিমাণ : ৬০২ কোটি ২৬ লক্ষ ৩৮ হাজার ৯৭৫ টাকা
- ক্ষুদ্রঋণ হিসাবে সর্বমোট বরাদ্দের পরিমাণ : ৫৯৭ কোটি ২৭ লক্ষ ৩৬ হাজার ৬৬১ টাকা
- ক্ষুদ্রঋণ হিসেবে বিনিয়োগকৃত মূল অর্থের পরিমাণ : ৫৭৭ কোটি ৩৫ লক্ষ ৬৪ হাজার ৮৬ টাকা
- মূল অর্থ আদায়ের পরিমাণ : ৪৯১ কোটি ৫৯ লক্ষ ৫০ হাজার ৩৩৫ টাকা
- মূল অর্থ আদায়ের হার : ৮৮%
- ক্রমপুঞ্জিত পুনঃবিনিয়োগকৃত অর্থের পরিমাণ : ১৩৭৯ কোটি ৫৫ লক্ষ ৭৫ হাজার ৬৬৯ টাকা
- ক্রমপুঞ্জিত পুনঃবিনিয়োগের অর্থ আদায়ের হার : ৯২%
- শুরু হতে ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমে মোট উপকারভোগীর সংখ্যা : ৩৪ লক্ষ ৯০ হাজার ৭৭০ টি পরিবার

২০২২-২৩ অর্থবছরে একনজরে পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রমের অগ্রগতির তথ্য

ক্ষুদ্রঋণ হিসেবে বিনিয়োগ ও পুনঃবিনিয়োগ সংক্রান্ত তথ্য			ঋণগ্রহিতার সংখ্যা (জন)	আদায় সংক্রান্ত তথ্য			আদায়ের হার (শতকরা)
বিনিয়োগ(লক্ষ টাকা)	পনু:বিনিয়োগ (লক্ষ টাকা)	মোট (লক্ষ টাকা)		বিনিয়োগ (লক্ষ টাকা)	পুন:বিনিয়োগ (লক্ষ টাকা)	মোট (লক্ষ টাকা)	
২৯৪০.০০	১৮১৯৩.২৪	২১১৩৩.৭৪	৪৪৩৭৩	৬৪০৯.৯৪	১১০৯৭.২০	১৭৫০৭.১৪	৯১%

৪.২ পল্লী মাতৃকেন্দ্র (RMC) কার্যক্রম

দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী, যাদের অধিকাংশই পল্লী অঞ্চলে বসবাসকারী এবং অনেকক্ষেত্রেই আধুনিক সুযোগ-সুবিধা বঞ্চিত। পল্লী এলাকার এ সকল নারীদের ক্ষমতায়ন, অর্থনৈতিক মুক্তি তথা আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের ১ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ১৯৭৫ সালে তৎকালীন ১৯ জেলার ১৯টি থানায় সমাজসেবা অধিদপ্তরের আওতায় নারী উন্নয়ন কর্মসূচি হিসেবে ‘পল্লী মাতৃকেন্দ্র’ (Rural Mother Center-RMC) শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত করেন। এ কার্যক্রমের অন্যতম লক্ষ্য অনগ্রসর, সুবিধাবঞ্চিত, দরিদ্র ও সমস্যাগ্রস্থ নারীদের সংগঠিত করে পরিবারভিত্তিক দারিদ্র বিমোচন, নারী উন্নয়ন ও নারীর ক্ষমতায়ন। পাশাপাশি পল্লী মাতৃকেন্দ্রের সংগঠিত নারীদের নিজস্ব পুঁজি গঠন। বিভিন্ন মেয়াদে ৬টি পর্বে (১৯৭৫ সন হতে ২০০৪ সন পর্যন্ত) এ প্রকল্পের কার্যক্রম পর্যায়ক্রমে ৩১৪টি উপজেলাসহ ৩১৮টি ইউনিটে বাস্তবায়িত হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে অবশিষ্ট ১৭৮ উপজেলায় এ কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হয়েছে এবং বর্তমানে ৬৪ জেলার সকল উপজেলায় পল্লী মাতৃকেন্দ্র কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

পল্লী মাতৃকেন্দ্র কার্যক্রম এর অগ্রগতি চিত্র

- সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ (ঘূর্ণায়মান) কর্মসূচির প্রাপ্ত তহবিল : ১১৮ কোটি ২৯ লক্ষ ৯০ হাজার ৫০০ টাকা
- বিনিয়োগকৃত তহবিল : ১১৮ কোটি ২৯ লক্ষ ৯০ হাজার ৫০০ টাকা
- আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ (মূল) : ৮০ কোটি ১৬ লক্ষ ০৫ হাজার ৪১৮ টাকা
- শুরু হতে গঠিত সর্বমোট মাতৃকেন্দ্রের সংখ্যা : ১৪ হাজার ৮ শত ৬ টি
- শুরু হতে ঋণপ্রাপ্ত পরিবারের মোট সংখ্যা : ৬ লক্ষ ৬২ হাজার ৫৭৩ টি পরিবার

- তহবিল আদায়ের হার : মূল বিনিয়োগ ৮৬%
  : পুনঃবিনিয়োগ ৯১%
- ক্রমপুঞ্জিত ঋণ বিতরণ : ১৭০ কোটি ১১ লক্ষ ২৩ হাজার ৩৬৮ টাকা

২০২২-২৩ অর্থবছরে একনজরে পল্লী মাতৃকেন্দ্র (RMC) কার্যক্রমের অগ্রগতির তথ্য

ক্ষুদ্রঋণ হিসেবে বিনিয়োগ ও পুনঃবিনিয়োগ সংক্রান্ত তথ্য (টাকায়)		ঋণগ্রহীতার সংখ্যা (জন)	আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ (টাকায়)		আদায়ের হার
বিনিয়োগ	পুনঃবিনিয়োগ		বিনিয়োগ	পুনঃবিনিয়োগ	
১	২	৩	৪	৫	৬
২৩,৯৯,০০,০০০	২০,৭৯,৭৪,৭০৮	২৮,৯৯৩	১৪,৭৪,২০,২৮৭	১৬,৯২,৯২,১০০	৮৬%

৪.৩ দগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পুনর্বাসন কার্যক্রম

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়াধীন সমাজসেবা অধিদপ্তর পরিচালিত দগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পুনর্বাসন কার্যক্রম সম্পূর্ণ রাজস্ব বাজেটের অর্থায়নে ২০০২-২০০৩ অর্থবছর হতে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ কর্মসূচির মাধ্যমে দগ্ধ ব্যক্তিদের উন্নত চিকিৎসা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা, জরিপের মাধ্যমে দগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের তথ্য সংগ্রহ ও সংখ্যা নিরূপন, দক্ষতাভিত্তিক ও উপার্জনমুখী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। দেশের দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাসরত দগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বা তার পরিবারকে ক্ষুদ্রঋণ প্রদানের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে তাদের জীবনমান উন্নয়ন করা হয়ে থাকে। বাংলাদেশের ৪৯৩ টি উপজেলা ও ৮০টি শহর সমাজসেবা কার্যালয়সহ মোট ৫৭৩টি কার্যালয়ের মাধ্যমে এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। মাঠপর্যায়ে পরিবার জরিপের মাধ্যমে দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাসরত (যে পরিবারের সদস্যদের মাথাপিছু বার্ষিক গড় আয় ১,০০,০০০/- এক লক্ষ টাকার উর্ধ্বে নয়) দগ্ধ ও প্রতিবন্ধীদের চিহ্নিত করা হয়। অতঃপর নির্ধারিত স্কীমের বিপরীতে জন প্রতি ৫,০০০/- টাকা হতে ৫০,০০০/- টাকা পর্যন্ত ঋণ প্রদান করা হয়। ঋণ প্রদানের ২ মাস পর হতে ৫% সার্ভিস চার্জসহ সমান ২০ কিস্তিতে ঋণের টাকা আদায় করা হয়। কার্যক্রম বাস্তবায়নে জাতীয় পর্যায়ে ১৯ সদস্যের 'জাতীয় পরিচালনা (স্টিয়ারিং) কমিটি', জেলা পর্যায়ে ১৩ সদস্যের 'জেলা পরিচালনা (স্টিয়ারিং) কমিটি' উপজেলা পর্যায়ে ১১ সদস্যের 'উপজেলা কার্যক্রম বাস্তবায়ন কমিটি' এবং শহর ও মহানগর এলাকায় শহর সমাজসেবা কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য গঠিত 'ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন কমিটি' এই কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহযোগীতা ও পরামর্শ প্রদান করে থাকে।

দগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পুনর্বাসন কার্যক্রম এর অগ্রগতি চিত্র

- সর্বমোট প্রাপ্ত বরাদ্দের পরিমাণ : ১০১ কোটি ৩২ লক্ষ ০৬ হাজার ২৫০ টাকা।
- ক্ষুদ্রঋণ হিসাবে বরাদ্দকৃত তহবিল : ৯৪ কোটি ৭৮ লক্ষ ৭২ হাজার ৭৭০ টাকা।
- বিনিয়োগকৃত অর্থের পরিমাণ : ৯০ কোটি ১৮ লক্ষ ১৯ হাজার ১২ টাকা।
- আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ : ৮০ কোটি ৬৩ লক্ষ ০৩ হাজার ৮০০ টাকা।
- আদায়ের হার : ৮৫%।
- পুনঃবিনিয়োগকৃত অর্থের পরিমাণ : ১৩৫ কোটি ২৭ লক্ষ ১৩ হাজার ৭৬৬ টাকা।
- পুনঃবিনিয়োগকৃত ঋণের আদায়ের হার : ৮৫%।
- শুরু হতে মোট উপকারভোগী : সর্বমোট ১,৯১,১৩০ জন।

২০২২-২৩ অর্থবছরে একনজরে দগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পুনর্বাসন কার্যক্রমের অগ্রগতির তথ্য

ক্ষুদ্রঋণ হিসেবে বিনিয়োগ ও পুনঃবিনিয়োগ সংক্রান্ত তথ্য (টাকায়)		ঋণগ্রহীতার সংখ্যা (জন)	আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ (টাকায়)	আদায়ের হার (শতকরা)
বিনিয়োগ	পুনঃবিনিয়োগ			
২	৩	৪	৫	৬
১,০৬,০০০০০/-	৮৫,০০০০০/-	৮৮৩	১,৬২,৩৫,০০০/-	৮৫%

৪.৪ শহর সমাজসেবা কার্যক্রম (ইউসিডি)

শহর এলাকার উন্নত জীবন এবং যত্নশীল সমাজ প্রতিষ্ঠার রূপকল্প বাস্তবায়নে কাজ করছে সমাজসেবা অধিদপ্তর পরিচালিত শহর সমাজসেবা কার্যক্রম। সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগের সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে শহর এলাকার পিছিয়ে পড়া ও সমস্যাগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর সামাজিক ক্ষমতায়ন ও জীবনমান উন্নয়নের অভিলক্ষ্যে লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীকে সংগঠিতকরণ, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহের কর্মকান্ডের সমন্বয় সাধন, দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, সামাজিক কার্যক্রম গ্রহণ, সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করা হচ্ছে। বর্তমানে সকল সিটি কর্পোরেশন ও জেলা শহরসহ সর্বমোট ৮০টি শহর সমাজসেবা কার্যালয়ের মাধ্যমে শহর সমাজসেবা কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।

ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনা:

লক্ষ্যভুক্ত পরিবার:

আর্থ-সামাজিক জরিপের মাধ্যমে লক্ষ্যভুক্ত পরিবার নির্বাচন করে পরিবারগুলোকে ৩(তিন)টি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়ে থাকে:

(ক) পারিবারিক বার্ষিক গড় আয়: ০-২,০০,০০০ টাকা -‘ক’ শ্রেণি (দরিদ্রতম)
(খ) পারিবারিক বার্ষিক গড় আয়: ২,০০,০০১-৩,০০,০০০ টাকা -‘খ’ শ্রেণি (দরিদ্র)
(গ) পারিবারিক বার্ষিক গড় আয়: ৩,০০,০০১ টাকা-তদুর্ধ্ব-‘গ’ শ্রেণি (সচ্ছল)।
‘ক’ ও ‘খ’ শ্রেণির পরিবার এ কার্যক্রমের জন্য উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবে।

ঋণসীমা : জন প্রতি ১০,০০০/- থেকে ৫০,০০০/- টাকা।

ঋণ পরিশোধের সময়সীমা : ১০% সার্ভিস চার্জসহ সমান ১০টি কিস্তিতে সর্বোচ্চ ১ বছর মেয়াদে ঋণ পরিশোধযোগ্য।

ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের বাস্তবায়ন অগ্রগতি :

শুরু থেকে এ পর্যন্ত অগ্রগতি		২০২২-২৩ অর্থবছরের অগ্রগতি	
মূল তহবিল	৮৩,৯৯,৮৯,৫১২/-	প্রাপ্ত তহবিল	১৪,৪০,০০,০০০/-
বিনিয়োগ	৭২,০৭,০৬,৬৫৯/-	বিনিয়োগ	৮,১৪,৬২,৯৬৩/-
বিনিয়োগের আদায় হার	৮৬.৬২%	বিনিয়োগের আদায় হার	৮৭%
পুনঃবিনিয়োগ	১০৭,২৫,৭৭,২৪৭/-	পুনঃবিনিয়োগ	১৭,৮৬,৮১,২৫0/-
পুনঃবিনিয়োগের আদায় হার	৯২.০৯%	পুনঃবিনিয়োগের আদায় হার	৮৯%
ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমে উপকৃত পরিবার সংখ্যা	১,৫৮,৩৮৭ টি পরিবার	ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমে উপকৃত পরিবার সংখ্যা	১০,১৩৮ টি পরিবার

শহর সমাজসেবা কার্যক্রম এর দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিতকল্পে তরুণদের উপযুক্ত মানবসম্পদ ও স্মার্ট প্রজন্ম সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকারের রুপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নে প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ এবং তরুণ উদ্যোক্তা তৈরির উদ্দেশ্যকে সামনে নিয়ে দেশব্যাপী ৮০টি শহর সমাজসেবা কার্যালয়ের অধীন দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছর পর্যন্ত শহর সমাজসেবা কার্যালয়ের নিজস্ব কারিকুলাম অনুযায়ী পরিচালিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে ১,৯৪,৭৩৩ জন প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে । ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড এর অনুমোদনের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে নতুন দিগন্তের সূচনা হয় এবং ১৪ টি সেশনে মোট ১,৪২,১৫৪ জন প্রশিক্ষণ লাভ করে। প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের শুরু থেকে এই পর্যন্ত মোট প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৩,৩৬,৯৩৪ জন । তাছাড়া এটুআই প্রকল্পের মাধ্যমে কওমী ও আলিয়া মাদ্রাসার ১০০০ শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। ২০২০-২১ অর্থবছর থেকে ৮০ টি দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (NSDA) এর নিবন্ধনের জন্য যাবতীয় কার্যক্রম শুরু

হয়েছে এবং ২০২২-২৩ অর্থবছর পর্যন্ত ৪৩ টি কেন্দ্র নিবন্ধিত হয়েছে। অন্য কেন্দ্রগুলোর নিবন্ধনের কাজ এনএসডিএ (NSDA) তে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এছাড়া (NSDA) এর অকুপেশন চালুর প্রক্রিয়াও চলমান রয়েছে । সমাজসেবা অধিদপ্তরাধীন শহর সমাজসেবা কার্যক্রম (ইউসিডি) এর দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ সফটওয়্যার www.dss.nise.gov.bd আইসিটি বিভাগের আওতাধীন এসপায়ার টু ইনোভেট (a২i) এর সহযোগিতায় নির্মাণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত ট্রেডসমূহ

দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহে বাংলাদেশ কারিগরী শিক্ষা বোর্ড (বাকাশিবো) কর্তৃক অনুমোদিত ট্রেড অনুযায়ী অনুরূপ নামকরণ ও সিলেবাস অনুসরণ করা হয়। বাকাশিবো কর্তৃক অনুমোদিত ট্রেডসমূহ:

ক্রম	**ট্রেডের নাম**	**ট্রেড কোড**
১.	কম্পিউটার অফিস অ্যাপ্লিকেশন	৭৬
২.	ইলেকট্রিকাল হাউজ ওয়্যারিং	১৭
৩.	হার্ডওয়্যার এন্ড নেটওয়ার্কিং	৭৭
৪.	রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ার-কন্ডিশনিং	২৭
৫.	ড্রেসমেকিং এন্ড টেইলারিং	২৯
৬.	সার্টিফিকেট-ইন-বিউটিফিকেশন	৭২
৭.	মোবাইলফোন সার্ভিসিং	৩৫
৮.	প্রফিসিয়েন্সী ইন ইংলিশ কমিউনিকেশন	৯৭
৯.	গ্রাফিক্স ডিজাইন এন্ড মাল্টিমিডিয়া প্রোগ্রামিং	৮১
১০.	ব্লক-বাটিক এন্ড প্রিন্টিং	৯৬
১১.	ডাটাবেজ প্রোগ্রামিং	৭৯
১২.	ওয়েব ডিজাইন এন্ড ডেভেলপমেন্ট	০২
১৩.	রেডিও এন্ড টেলিভিশন সার্ভিসিং	২৬
১৪.	বাশঁ, বেত ও পাটি শিল্প	৬৪
১৫.	জেনারেল ইলেকট্রনিক্স	৯৫
১৬.	ড্রাইভিং কাম অটো মেকানিক্স	**৬৮**
১৭.	ট্রাভেল ট্যুরিজম এন্ড টিকেটিং	**৯১**
১৮.	এমব্রয়ডারি মেশিন অপারেটর অ্যান্ড মেইনটেন্যান্স	**০৪**
১৯.	হর্টিকালচার	৬০
২০.	আমিনশীপ	৪৮
২১.	সার্টিফিকেট ইন প্যাটার্ন ম্যাকিং	৭৩
২২.	ফুড এন্ড বেভারেজ প্রোডাকশন	৩৮
২৩.	অটোক্যাড	৩৪

এছাড়া এ্যাডভান্স নেটওয়ার্কিং (Advance Networking) ও এ্যাডভান্স সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট (Advace Software Development) নামে দুইটি ট্রেডের কারিকুলাম প্রণয়ন ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। এটুআই (a2i) এর সহযোগিতায় ট্রেড দুটি কক্সরাজার শহর সমাজসেবা কার্যালয়ে চালু হতে যাচ্ছে।

প্রশিক্ষণের মেয়াদ

বোর্ড'এর তালিকাভুক্ত ট্রেড থেকে স্থানীয় চাহিদা অনুযায়ী নির্বাচিত ট্রেড অনুযায়ী বোর্ড'এর সিলেবাস বা কারিকুলাম বা মডিউল মোতাবেক ৩-৬ মাস মেয়াদি/৩৬০ ঘন্টার প্রশিক্ষণ কোর্স জানুয়ারি-জুন ও জুলাই-ডিসেম্বর অথবা জানুয়ারি-মার্চ, এপ্রিল-জুন, জুলাই-সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর-ডিসেম্বর সেশনে পরিচালিত হয়ে থাকে।

প্রশিক্ষণার্থীর যোগ্যতা

(১) প্রশিক্ষণ গ্রহণের যোগ্য ১৪ থেকে ৪৫ বছর বয়সী যে কোনো বাংলাদেশী নাগরিক (নারী/পুরুষ/হিজড়া) প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য আবেদন করতে পারবে তবে শর্ত থাকে যে, সুবিধাবঞ্চিত ও সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তি এ প্রশিক্ষণ গ্রহণের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবেন।
(২) সরকারি আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাচিত সরকারি কর্মচারী এবং প্রকল্প বা কর্মসূচির সুবিধাভোগী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারবে;
(৩) প্রশিক্ষণ গ্রহণের ক্ষেত্রে একজন প্রশিক্ষণার্থীর নিম্নবর্ণিত যোগ্যতা থাকতে হবে, যথা:

- (ক) ড্রেস মেকিং এন্ড টেইলারিং, সার্টিফিকেট-ইন-বিউটিফিকেশন, হর্টিকালচার ও ব্লক-বাটিক এন্ড প্রিন্টিং ট্রেড'এর জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতা ন্যূনতম ৫ম শ্রেণি বা পিইসি বা সমমান উত্তীর্ণ।
- (খ) অন্যান্য সকল ট্রেড'এর প্রশিক্ষণার্থীর ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি বা জেএসসি বা সমমান উর্ত্তীর্ণ।

দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যাবলী:

২০২২-২৩ অর্থবছরে প্রশিক্ষণার্থীর তথ্য									কার্যক্রমের শুরু থেকে ২০২২-২৩ অর্থ বছর পর্যন্ত ৩,৩৬,৯৩৪ জন
সেশন	ভর্তিকৃত প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা			পরীক্ষার্থীর সংখ্যা			উর্ত্তীর্ণের হার	২০২২-২৩ অর্থবছরে মোট প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	
	নারী	পুরুষ	মোট	নারী	পুরুষ	মোট			
জুলাই-ডিসেম্বর/ ২০২২	৪৩৯৫	৬৫৯২	১০৯৮৭	৩৯২৭	৫৮৮৯	৯৮১৬	৯২%	২০৫৬৮	
জানুয়ারি-জুন/ ২০২৩	৫২৭০	৪৩১১	৯৫৮১	৪৬১০	৩৭৭২	৮৩৮২	৮৬%		
মোট									

৪.৫ আশ্রয়ণ প্রকল্প

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় কর্তৃক পরিচালিত আশ্রয়ণ প্রকল্প কার্যক্রম সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকারমূলক কর্মসূচি। সমাজসেবা অধিদপ্তর ২০০১ সাল হতে আশ্রয়ণ প্রকল্পের ঋণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। পল্লী অঞ্চলে বসবাসরত দরিদ্র জনগোষ্ঠী, ভূমিহীন, গৃহহীন, ছিন্নমূল ও দুর্দশাগ্রস্থ পরিবারকে পুনর্বাসনকল্পে প্রশিক্ষণ ও ক্ষুদ্রঋণ প্রদানের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল করে তোলাই এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য। দেশের ৫৭ টি জেলার অন্তর্গত ১৮১ টি উপজেলায় প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। আশ্রয়ণ প্রকল্পের মোট সংখ্যা ৩৭৮টি। প্রকল্পের লক্ষ্যভুক্ত ব্যক্তি/ পরিবার প্রতি ২,০০০ হতে ১৫,০০০ টাকা পর্যন্ত ঋণ প্রদান করা হয়ে থাকে। গৃহীত ঋণের ৮% সার্ভিস চার্জসহ সমান ১০ কিস্তিতে ঋণের অর্থ পরিশোধযোগ্য।

আশ্রয়ণ প্রকল্প এর অগ্রগতি চিত্র

০১.	মোট জেলা	৫৭টি
০২.	মোট উপজেলা	১৮১টি
০৩.	মোট ব্যারাক সংখ্যা	২২৭৭
০৪.	মোট ক্ষুদ্রঋণ (২০০০-২০০২)	২০ কোটি ৭৩ লক্ষ ১৮ হাজার
০৫.	বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ	১২ কোটি ৭০ লক্ষ ৩৬ হাজার ৯৭৬ টাকা
০৬.	আদায়যোগ্য অর্থের পরিমাণ	১৩ কোটি ৬৯ লক্ষ ৫৬ হাজার ১৪৪ টাকা
০৭.	আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ	৯ কোটি ৩৫ লক্ষ ৫৮ হাজার ৬০৫ টাকা
০৮.	আদায়ের হার	৬৮%
০৯.	পুণ: বিনিয়োগ	১২ কোটি ০৪ লক্ষ ১০ হাজার ১৭০ টাকা

১০.	আদায়যোগ্য অর্থের পরিমাণ	১২ কোটি ৬০ লক্ষ ৭৯ হাজার ৯৬৮ টাকা
১১.	আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ	৮ কোটি ১৯ লক্ষ ৩৫হাজার ৩৩৬ টাকা
১২.	আদায়ের হার	৬৫%
১৩.	আদায়কৃত সার্ভিস চার্জ	১ কোটি ২৮ লক্ষ২৩ হাজার ৪৭৭ টাকা
১৪.	ঋণগ্রহীতার সংখ্যা	২০৫৮৬ জন
১৫.	সর্বশেষ ব্যাংক স্থিতি	৭ কোটি ৩৪ লক্ষ ১৮ হাজার ৩৭ টাকা
১৬.	সরকারি কোষাগারে জমা	২ কোটি ৬১ লক্ষ ০৯ হাজার ৮৮১ টাকা
১৭.	আশ্রিত পরিবারের সংখ্যা	২১১১৮

২০২২-২৩ অর্থবছরে একনজরে আশ্রয়ন প্রকল্পের অগ্রগতির তথ্য:

মোট বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ (কোটি টাকা)	বিনিয়োগকৃত অর্থের পরিমাণ (কোটি টাকা)	সরকারি কোষাগরে জমাকৃত অর্থের পরিমাণ	আদায়কৃত সার্ভিস চার্জের পরিমাণ	পুন:বিনিয়োগ কৃত অর্থ (কোটি টাকা)	ব্যারাক সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫	৬
২০.৭৩১৮	১২.৭০৩৬	২.৬১০৯	১.২৮২৩	১২.০৪১০	২২৭৭

ঋণগ্রহীতার সংখ্যা	**সর্বশেষ ব্যাংক স্থিতি (কোটি টাকা)**	**আশ্রিত পরিবারের সংখ্যা**	**প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উপকৃতের সংখ্যা**
৭	৮	৯	১০
২০৫৮৬	৭.৩৪১৮	২১১১৮	৩৯৫২২

৫.০ সেবামূলক ও কমিউনিটি ক্ষমতায়ন কার্যক্রম

৫.১ হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম

সমাজসেবা অধিদপ্তরের আওতায় পরিচালিত বিভিন্ন কল্যাণমূলক কার্যক্রমের মধ্যে হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম একটি দৈনন্দিন সেবাধর্মী ও গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি, যা সরাসরি দরিদ্র, আর্ত-পিড়ীতের সেবার সাথে সম্পৃক্ত। বাংলাদেশে ১৯৫৮ সালে সর্বপ্রথম ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এ কার্যক্রম চালু হয়। বর্তমানে ঢাকা মহানগরীসহ ৬৪ জেলায় সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে মোট ১১৩টি ইউনিট ও উপজেলা পর্যায়ে ৪২০টি উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্সে সর্বমোট ৫৩৩টি ইউনিটে এ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এই কার্যক্রমটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সমাজসেবা অধিদপ্তরাধীন প্রতিটি হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যালয়ে স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহ (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ, ১৯৬১ এর আওতায় নিবন্ধিত ‘রোগীকল্যাণ সমিতি’ রয়েছে।

কার্যক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

(ক) রোগীর সাথে পেশাগত সম্পর্ক স্থাপনের (Rapport building) মাধ্যমে রোগের ইতিহাস জানা এবং কাউন্সেলিং (Counseling) ও প্রেষণার (Motivation) মাধ্যমে চিকিৎসা গ্রহণ ও রোগ নিরাময়ে সক্ষম করে তোলা;

(খ) দরিদ্র ও অসহায় রোগীকে ঔষধ, পথ্য, রক্ত, চিকিৎসা সহায়ক উপকরণ, যাতায়াত ভাড়া, লাশ পরিবহন ও মৃতের সৎকার এবং রোগ নির্ণয় সংক্রান্ত পরীক্ষার খরচ ইত্যাদি খাতে সহায়তা দান;

(গ) হাসপাতালে পরিত্যক্ত ও অসহায় সুবিধাবঞ্চিত শিশু এবং ভবঘুরে নিরাশ্রয় ব্যক্তিকে শিশু আইন, ২০১৩, এবং বিদ্যমান অন্যান্য আইন অনুসারে পুনর্বাসনের উদ্যোগ গ্রহণ;

(ঘ) হাসপাতাল থেকে অব্যাহতিপ্রাপ্ত কর্মক্ষম, সহায় সম্বলহীন ব্যক্তিকে আয়বর্ধক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্তকরণে সহায়তা দান;

(ঙ) বয়স্ক, বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা এবং প্রতিবন্ধী রোগীকে অগ্রাধিকারভিত্তিতে সেবা দান ও সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় আনয়নে সহায়তা দান;

(চ) ক্যান্সার, কিডনী, লিভার সিরোসিস, জন্মগত হৃদরোগ, স্ট্রোকে প্যারালাইজড, থ্যালাসেমিয়াসহ জটিল রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদের অগ্রাধিকারভিত্তিতে সেবা দান ও সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় আনয়নে সহায়তা দান;

(ছ) পরিবার-পরিকল্পনা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য পরিচর্যা এবং সব ধরনের সংক্রামক ও জটিল রোগ প্রতিরোধের বিষয়ে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ;
(জ) রোগীর পরিবারের সাথে যোগাযোগ এবং রোগীর গৃহ পরিদর্শনসহ পারিবারিক সমস্যা নিরসন, পারিবারিক বন্ধন দৃঢ়ীকরণ, পরিবার তথা সমাজে পুনঃএকীকরণে সহায়তা দান;
(ঝ) হিজড়া শিশুর চিকিৎসা সহায়তা প্রদান ও কাউন্সেলিং এবং
(ঞ) হাসপাতাল থেকে অব্যাহতিপ্রাপ্ত ও চিকিৎসা গ্রহণরত ব্যক্তিকে অনুসরণ (Follow up)।

মানসিক সহায়তা:
(ক) অপারেশন এবং দুরারোগ্য রোগের ক্ষেত্রে রোগীর মনোবল বৃদ্ধি ও সাহস জোগানো;
(খ) হাসপাতালে ওয়ানস্টপ ক্রাইসিস সেন্টারে আগত নির্যাতিত নারী ও শিশুদের মনোবল বৃদ্ধিতে তাৎক্ষণিক মোটিভেশন ও কাউন্সেলিং সেবা প্রদান;
(গ) রোগীকে নতুন পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য মানসিক সাপোর্ট এর মাধ্যমে সেবা প্রদান; এবং
(ঘ) মানসিক ও মাদকাসক্ত রোগীদের মানসিক উন্নয়নে সহায়তার পাশাপাশি অভিভাবকদের মানসিকভাবে উদ্বুদ্ধকরণ ও পরামর্শ প্রদান।

সামাজিক সহায়তা:
(ক) হাসপাতালে ভর্তি ও চিকিৎসা প্রাপ্তিতে সহায়তা;
(খ) সমাজসেবা অধিদপ্তরাধীন বিভিন্ন চিকিৎসা সহায়তা কর্মসূচির মাধ্যমে ক্যান্সার, কিডনি, লিভার সিরোসিস, জন্মগত হৃদরোগ, স্ট্রোকে প্যারালাইজড, থ্যালাসেমিয়া ও অন্যান্য রোগে আক্রান্ত রোগীকে সাহায্য প্রাপ্তির ব্যবস্থা গ্রহণ;
(গ) জটিল রোগসমূহ যেমন-ক্যান্সার, কিডনি, লিভার সিরোসিস, যক্ষ্মা, এইডস ও অন্যান্য রোগে আক্রান্ত রোগীকে ডাক্তারের পরামর্শে উন্নত চিকিৎসা সেবা প্রদানের লক্ষ্যে প্রয়োজনে অন্য হাসপাতালে স্থানান্তরে সহযোগিতা প্রদান;
(ঘ) অজ্ঞাত রোগীর ক্ষেত্রে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;
(ঙ) প্রয়োজনে রোগীর গৃহ পরিদর্শন, ফলোআপ ও পরিবারবর্গের সাথে যোগাযোগ;
(চ) শিশু, প্রতিবন্ধী, হিজড়া ব্যক্তি ও প্রবীণদের চিকিৎসা সেবায় অগ্রাধিকার প্রদান;
(ছ) আশ্রয়হীন, ঠিকানাবিহীন ও পরিত্যক্ত শিশু অথবা ব্যক্তির চিকিৎসাসহ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সমাজসেবা অধিদপ্তরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ;
(জ) পরিবার-পরিকল্পনা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য পরিচর্যা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং ছোঁয়াচে ও সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ বিষয়ে নিয়মিত ইনডোর ও আউটডোরের রোগীদের কাউন্সেলিং ও উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে সেবাদান;
(ঝ) ছোঁয়াচে ও সংক্রামক রোগের ভয়াবহতা সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সেমিনার, কর্মশালা ইত্যাদি আয়োজন এবং প্রচারণামূলক লিফলেট, ব্রুশিয়র ইত্যাদি প্রকাশ ও প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ;
(ঞ) নকল হিজড়া হওয়া থেকে বিরত থাকার জন্য কাউন্সেলিং ও মোটিভেশন এর মাধ্যমে সেবা প্রদান; এবং
(ট) ক্ষেত্রমত, রোগীদের চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা গ্রহণ, যেমন: টিভি, দৈনিক পত্রিকা, ম্যাগাজিন ইত্যাদির কর্নার, শিশু খেলাঘর ইত্যাদি স্থাপন।

আর্থিক সহায়তা
হাসপাতালের বহিঃ ও অন্তঃবিভাগে চিকিৎসাসেবা গ্রহণকারী অসহায়, দুস্থ ও দরিদ্র রোগীদের বিনামূল্যে ঔষধ, পরীক্ষা-নিরীক্ষা, বস্ত্র, পথ্য, রক্ত, লাশ পরিবহন, মৃতের সৎকার, যাতায়াত ভাড়া, কৃত্রিম অঙ্গ, চিকিৎসা সহায়ক সামগ্রী এবং অন্যান্য চিকিৎসা সহায়তা প্রদান। ক্ষেত্রমত, রোগীর সকল পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও ফ্রি চিকিৎসা গ্রহণের জন্য হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে ব্যবস্থা গ্রহণ।

সমিতির আয়ের উৎস
(ক) বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ ও অন্যান্যভাবে প্রাপ্ত সরকারি অনুদান;
(খ) সাধারণ, আজীবন সদস্য চাঁদা;
(গ) দানশীল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে যাকাত, দান, অনুদান হিসাবে প্রাপ্ত নগদ অর্থ;
(ঘ) দানশীল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রাপ্ত চিকিৎসা সহায়ক দ্রব্যসামগ্রী ইত্যাদি এবং
(ঙ) বিভিন্ন আয়বর্ধক কর্মসূচির মাধ্যমে প্রাপ্ত নগদ অর্থ ইত্যাদি।

২০২২-২৩ অর্থবছরে সেবা প্রদানের পরিসংখ্যান:

সেবা প্রদানকারী কার্যালয়	:	জুলাই ২০২২ হতে জুন ২০২৩ পর্যন্ত উপকারভোগীর সংখ্যা		
ঢাকা মহানগরীসহ ৬৪ জেলায় সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতাল মোট ১১৩ টি ইউনিট ও উপজেলা পর্যায়ে ৪২০টি উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্সে সর্বমোট ৫৩৩টি ইউনিটে হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।		আর্থিক ভাবে	সামাজিক ও অন্যান্যভাবে	মোট উপকারভোগীর সংখ্যা
		২,৩২,৩২৬ জন	৫,৫৮,৮১৬ জন	৭,৯১,১৪২ জন

৫.২ প্রবেশন এন্ড আফটার কেয়ার সার্ভিসেস

সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্যে ‘প্রবেশন এন্ড আফটার কেয়ার কার্যক্রম’ অন্যতম। ১৯৬০ সালে ‘প্রবেশন অফ অফেন্ডার্স অর্ডিন্যান্স’ জারীর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে এ কার্যক্রম শুরু হয় এবং ১৯৬২ সালে ২য় পাঁচশালা পরিকল্পনাধীন সংশোধনমূলক কার্যক্রম চালু হয় এবং ২টি উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়। যথা- (১) প্রবেশন অব অফেন্ডার্স প্রকল্প এবং (২) আফটার কেয়ার সার্ভিসেস। বর্তমানে ৬টি সিএমএম কোর্টসহ ৬৪টি জেলায় সর্বমোট ৭০টি ইউনিটে এ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এছাড়াও সকল উপজেলা সমাজসেবা অফিসার এবং বিভাগীয় শহর সমাজসেবা অফিসারগণ প্রবেশন অফিসারের অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করছেন।

প্রবেশন কি

কোন অপরাধের দায়ে দোষী সাব্যস্ত কোন ব্যক্তি এবং আইনের সাথে সংঘর্ষে আসা কোন শিশুকে কারাগারে না রেখে বিজ্ঞ আদালতের আদেশে শর্ত সাপেক্ষে প্রবেশন অফিসারের তত্ত্বাবধানে তার পরিবার ও সামাজিক পরিবেশে রেখে কৃত অপরাধের সংশোধন ও তাকে সামাজিকভাবে একীভূতকরণের সুযোগ দেয়ার প্রক্রিয়া হচ্ছে “প্রবেশন”। এটি একটি অপ্রাতিষ্ঠানিক ও সামাজিক সংশোধনীমূলক কার্যক্রম। এটি অপরাধীর বিশৃঙ্খল ও বেআইনি আচরণ সংশোধনের জন্য একটি সুনিয়ন্ত্রিত কর্মপদ্ধতি। এখানে অপরাধীকে পুন:অপরাধ রোধ ও একজন আইন মান্যকারী নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠার জন্য সহায়তা করা হয়।

কার্যক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

- প্রবেশনারকে আত্মশুদ্ধি করতে সুযোগ দেওয়া ও সাহায্য করা ;
- সামাজিক ও মনস্তাত্বিক চিকিৎসার মাধ্যমে অর্থাৎ অপরাধের মূল কারণসমূহ নির্ণয়পূর্বক প্রবেশনারের সংশোধনের ব্যবস্থা করা;
- চারিত্রিক সংশোধনের মাধ্যমে পুনঃঅপরাধ রোধ করতে সহায়তা করা;
- প্রবেশনারকে শৃঙ্খল জীবনযাপনে সহায়তা করা;
- একজন আইনমান্যকারী নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে সহায়তা করা;
- প্রবেশনারের পিতা-মাতা এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া প্রতিবেশীদের মন হতে বিরুপ মনোভাব দূর করে প্রবেশনারের প্রতি সমানুভূতিশীল করে তোলা;
- সমাজে উৎপাদনশীল ও দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবার সুযোগ দান করা;
- মোটিভেশন, কাউন্সেলিং এর মাধ্যমে অপরাধ সম্পর্কে প্রবেশনারকে সচেতন করে তাকে অপরাধ হতে দূরে রাখা;
- সামান্যতম ভুলের জন্য অপরাধীকে ‘দাগী আসামী’ হিসেবে চিহ্নিত হওয়ার হাত হতে রক্ষা করা;
- সংশোধনের পর প্রবেশনারকে সমাজে পুনঃএকীকরণ;
- সমাজে অপরাধের সংখ্যা উত্তরোত্তর কমিয়ে আনা;
- শিশু আইন ২০১৩ অনুযায়ী আইনের সংস্পর্শে আশা শিশু, আইনের সহিত সংঘাতে জড়িত শিশু ও সুবিধাবঞ্চিত শিশুর যথাযথ পরিচর্যা ও মূল্যায়ণ, কিশোর অপরাধ কমিয়ে আনা এবং পুনর্বাসনের মাধ্যমে সমাজে মূলস্রোতধারায় ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ গ্রহণ;

সেবাদান পদ্ধতি

- বিজ্ঞ আদালতে সাজাপ্রাপ্ত অপরাধী কর্তৃক আবেদন;
- বিজ্ঞ আদালত কর্তৃক প্রবেশন অফিসারকে অপরাধী সম্পর্কে প্রাক-দন্ডাদেশ প্রতিবেদন প্রদানের আদেশ;
- প্রবেশন অফিসার কর্তৃক প্রাক-দন্ডাদেশ প্রতিবেদন দাখিল;
- বিজ্ঞ আদালত কর্তৃক প্রবেশন মঞ্জুর (অপরাধী কর্তৃক বন্ড সহি প্রদান সাপেক্ষে);
- প্রবেশন মেয়াদে অপরাধীকে কাউন্সেলিং, মনিটরিংসহ তার উন্নয়নের বিষয়ে সার্বিক সহায়তা প্রদান;
- প্রবেশন অফিসার কর্তৃক নিয়মিত আদালতে প্রতিবেদন দাখিল;
- প্রবেশন মেয়াদান্তে প্রবেশন অফিসারের প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে আদালত কর্তৃক প্রবেশনারকে মুক্তি প্রদান/কারাগারে প্রেরণ;
- শিশুর ক্ষেত্রে শিশু আইন ২০১৩ এর ধারা ৩৪ উপ-ধারা ৬ মোতাবেক শিশুকে শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রে আটক রাখার পরিবর্তে সদাচরণের জন্য শিশু আদালতের আদেশক্রমে প্রবেশন সেবা প্রদান;
- কারাগারে আটক সাজাপ্রাপ্ত নারীদের বিশেষ সুবিধা আইন ২০০৬ এর আওতায় কারাগারে আটক সাজাপ্রাপ্ত নারীদের তালিকা প্রস্তুত এবং শর্ত সাপেক্ষে তাদের মুক্তির বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;
- আইনের সংস্পর্শে আসা শিশু ও আইনের সাথে সংঘাতে জড়িত শিশুকে সংশ্লিষ্ট থানার শিশু বিষয়ক পুলিশ কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ ;
- শিশু আইন ২০১৩ এর ধারা ৪৮ মোতাবেক আইনের সংস্পর্শে আসা শিশু ও আইনের সাথে সংঘাতে জড়িত শিশুকে সংশ্লিষ্ট থানার শিশু বিষয়ক পুলিশ কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ ও বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ;
- শিশুকে শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রে আটক রাখার পরিবর্তে সদাচরণের জন্য শিশু আদালতের আদেশক্রমে প্রবেশন সেবা প্রদান;
- শিশু আইন ২০১৩ এর ধারা ৮৪ ও ধারা ৮৫ মোতাবেক সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের বিকল্প পরিচর্যার ব্যবস্থা গ্রহণ এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক পরিচর্যা নিশ্চিতকরণ।
- শিশু বিষয়ক পুলিশ কর্মকর্তার সাথে যৌথভাবে শিশুর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ মূল্যায়নপূর্বক বিকল্প পন্থা অবলম্বন কিংবা জামিনের বিষয়ে সহায়তা প্রদান; এবং
- আফটার কেয়ার কার্যক্রমের মাধ্যমে কয়েদীদের উপযোগী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ও পুনর্বাসন।

২০২২-২৩ অর্থবছরে সেবা প্রদানের পরিসংখ্যান

সেবা প্রদানকারী কার্যালয়	মঞ্জুরীকৃত প্রবেশনারের সংখ্যা	অব্যাহতি / মুক্তিপ্রাপ্ত প্রবেশনারের সংখ্যা	ডাইভারশন প্রাপ্ত শিশুর সংখ্যা	ডাইভারশন থেকে অব্যাহতি প্রাপ্ত শিশুর সংখ্যা	সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের প্রাতিষ্ঠানিক পরিচর্যায় প্রেরণ	আফটার কেয়ারের মাধ্যমে পুনর্বাসিত	২০২২- ২৩ অর্থবছরে জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদের অনুদান
৬৪টি জেলা ও ৬টি সিএমএম কোর্ট (ঢাকা, রাজশাহী, খুলনা, চট্টগ্রাম, বরিশাল, সিলেট)। সর্বমোট ৭০টি ইউনিট	৫৬৯৫	৮০৯	১০৫৫	৫৩৭	৭৭৫	৫৬৩১	১০০০০০০০ (এক কোটি টাকা)

৫.৩ স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থা নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ

স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার নিবন্ধন, বেসরকারি এতিমখানার নিবন্ধন, কার্যকরী কমিটি অনুমোদন, গঠনতন্ত্র অনুমোদন/সংশোধন, কার্যএলাকা সম্প্রসারণ/অনুমোদন, জনসেবামূলক কাজে তাদের উৎসাহ দেয়া এবং প্রকল্প গ্রহণে সহায়তা করা। সংস্থাসমূহ মানব জীবনের প্রতিটি স্তরে কাজ করে থাকে। স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থা (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ ১৯৬১ এর ২(চ) ধারার তফসিলে বর্ণিত ১৫(পনেরো) টি বিষয়ের উপর যে সমস্ত সংস্থা কাজ করতে আগ্রহী তাদেরকে নিবন্ধন দেয়া হয়। তার মধ্যে নারীকল্যাণ, শিশুকল্যাণ, শারীরিক ও মানসিকভাবে অসমর্থ ব্যক্তিদের কল্যাণ, পরিবার পরিকল্পনা, সমাজ বিরোধী কার্যকলাপ হতে জনগণকে বিরত রাখা, সামাজিক শিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষা, কারামুক্ত কয়েদিদের কল্যাণ ও পুনর্বাসন, কিশোর অপরাধীদের কল্যাণ, সামাজিক কল্যাণ কার্যে প্রশিক্ষণ এবং সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহের সমন্বয় সাধন ইত্যাদি।

- ২০২২-২৩ অর্থবছরে অধিদপ্তরাধীন বিভিন্ন জেলার মাধ্যমে ৫৬৪ টি সংস্থা নিবন্ধন প্রদান করা হয়েছে।
- ২০২২-২৩ অর্থবছরে নিবন্ধন ফি ও ভ্যাট বাবদ রাজস্ব আদায় ৩২,৪৩,০০০ টাকা।
- ২০২২-২৩ অর্থবছরে একাধিক জেলায় কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে এমন ৭০ টি সংস্থার কার্যনির্বাহী কমিটি অনুমোদন দেয়া হয়।
- ২০২২-২৩ অর্থবছরে একাধিক জেলায় কার্যক্রম বাস্তবায়ন করার জন্য সম্প্রসারণ আদেশ দেয়া হয় ১৮ টি সংস্থাকে।
- ২০২২-২৩ অর্থবছরে নামের ছাড়পত্রের অনাপত্তি প্রদান করা হয় ৫৮ টি সংস্থাকে।
- ২০২২-২৩ অর্থবছরে নিবন্ধিত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কার্যক্রম মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদারকরণের নিমিত্ত বিভিন্ন জেলায় ১৫ টি সংস্থা পরিদর্শন করা হয়।
- ১৯৬১ সালের স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহ (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশটি হালনাগাদ করার লক্ষ্যে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে চূড়ান্তকরণের জন্য প্রক্রিয়াধীন।
- একাধিক জেলায় কার্যক্রম বাস্তবায়নকারী সংস্থার গঠনতন্ত্র সংশোধন, ডুপ্লিকেট সনদ প্রদান, সংস্থার অভিযোগ তদন্ত, তত্ত্বাবধায়ক কমিটি গঠন, সংস্থার নির্বাচন সম্পন্নসহ আরো কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকে।

৫.৪ সেমিনার / ওয়ার্কশপ সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০২২ থেকে ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত)

দেশের অভ্যন্তরে সেমিনার/ওয়ার্কশপের সংখ্যা	দেশের অভ্যন্তরে সেমিনার/ওয়ার্কশপের অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা
১	২
১১০ টি	?,??? ??

৬.০ কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

৬.১ জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি

প্রাথমিক পর্যায়ে ১৯৬৩ সালের ১ মার্চ ‘চাইল্ড ওয়েলফেয়ার সেন্টার’ নামে ইউনিসেফের সহযোগিতায় সমাজকল্যাণ একাডেমির সূচনা। পরবর্তীতে ১ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৭ খ্রি. সমাজকল্যাণ বিভাগের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সরকারিভাবে ‘সমাজকল্যাণ আন্তঃপ্রশিক্ষণ কেন্দ্র’ নামক প্রতিষ্ঠানে পরিচালিত হতে থাকে। ১৯৮০-৮১ অর্থবছরে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় আন্তঃপ্রশিক্ষণ কেন্দ্রকে ‘জাতীয় সমাজকল্যাণ একাডেমি’তে উন্নীত করা হয়। পরবর্তীতে প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী “জাতীয় সমাজকল্যাণ একাডেমি’র নাম পরিবর্তন করে ‘জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি’ হিসেবে নামকরণ হয়। ১৯৮৪ সালে এটি একটি স্থায়ী রাজস্ব খাতের প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে।

১৯৯৫-৯৬ সালে গৃহীত ‘সমাজকল্যাণ কমপ্লেক্স’ নামে উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় জাতীয় সমাজসেবা একাডেমির জন্য পৃথকভাবে বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়। ঢাকার আগারগাঁওস্থ শেরেবাংলানগরে নির্মিত সমাজসেবা ভবন চত্বরে জাতীয় সমাজসেবা একাডেমির নতুন নির্মিত ভবনে এর কার্যক্রম শুরু হয়। গত ১৬ সেপ্টেম্বর ২০০৪ জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি ভবন এর শুভ উদ্বোধন করা হয়। ইতোমধ্যে প্রতিষ্ঠানটিকে একটি পেশাদার প্রশিক্ষণ একাডেমি হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে আধুনিক প্রশিক্ষণ

সামগ্রী ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা সৃষ্টির প্রচেষ্টা চলছে। বর্তমানে একাডেমিতে একই সাথে ৩৫ জন প্রশিক্ষণার্থী বসার জন্য দুটি প্রশিক্ষণকক্ষ, লাইব্রেরি, ক্যাফেটেরিয়া ইত্যাদি ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে। একাডেমি ভবনে প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য বর্তমানে স্থায়ী কোন আবাসিক ব্যবস্থা নেই যা থাকা একান্ত অপরিহার্য। তবে আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থা 'সিডা' কানাডা এবং মন্ত্রণালয়ের সহায়তায় অস্থায়ীভাবে ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ তলাস্থ ১৪ টি কক্ষে ৫৪ জন প্রশিক্ষণার্থীর থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

রুপকল্প

সমাজসেবার ক্ষেত্রে শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, গবেষণা এবং দক্ষতা বিকাশে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন।

অভিলক্ষ্য

দরিদ্র, অসহায় জনগোষ্ঠী এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নত জীবন এবং যত্নশীল সমাজ বিনির্মাণের জন্য তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি ও আধুনিক সমাজকর্মের অনুশীলন নির্ভর বিশেষায়িত জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ ও সক্ষম জনশক্তি প্রস্তুত করা।

জাতীয় সমাজসেবা একাডেমির মূল্যবোধ

- শৃঙ্খলা
- সততা
- ন্যায়পরায়ণতা
- পেশাদারিত্ব
- শুদ্ধাচার
- ইনোভেশন বা উদ্ভাবন
- অংশীদারিত্ব
- ফলাফলভিত্তিক প্রশিক্ষণ

জাতীয় সমাজসেবা একাডেমির জনবল কাঠামো

কর্মকর্তা ৫ জন এবং ১৬ জন কর্মচারী কর্মরত আছেন।

প্রশিক্ষণ সুবিধাদি

প্রশিক্ষণ কক্ষ

প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত দুটি সুসজ্জিত প্রশিক্ষণ কক্ষ রয়েছে। প্রতিটি প্রশিক্ষণ কক্ষের ধারণক্ষমতা ৩৫। প্রশিক্ষণ উপকরণ হিসেবে ডিজিটাল স্মার্ট বোর্ড, মাইক্রোফোন, মাল্টিমিডিয়া ও ওভারহেড প্রজেক্টর, ডিজিটাল সাউন্ড সিস্টেম ইত্যাদি রয়েছে। এছাড়াও প্রশিক্ষণার্থীদের ব্যবহারের জন্য ৩৭ টি ল্যাপটপ এবং ওয়াই-ফাই জোনসহ হাইস্পিড ইন্টারনেট একসেসিবিলিটির সুবিধা রয়েছে।

৪৮ তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাননীয় মন্ত্রী, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, সম্মানিত সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং মহাপরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর মহোদয়

প্রশিক্ষণার্থীগণের লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণের স্থিরচিত্র

হোস্টেল

প্রশিক্ষণ চলাকালীন প্রশিক্ষণার্থীদের পূর্ণ আবাসিক সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা একান্ত অপরিহার্য। এ মুহূর্তে একাডেমিতে প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য সম্পূর্ণ আবাসিক ব্যবস্থা গড়ে উঠেনি। বর্তমানে একাডেমিতে মোট ১৪ টি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে ৫৪ জন প্রশিক্ষণার্থী থাকার সুব্যবস্থা করা হয়েছে।

হোস্টেল কক্ষ

ক্যাফেটেরিয়া

একাডেমিতে বর্তমানে একটি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ক্যাফেটেরিয়া আছে-যেখানে একই সাথে ৭২ জন প্রশিক্ষণার্থীর বুফে পদ্ধতিতে খাবার গ্রহণের যাবতীয় সুযোগ সুবিধা রয়েছে।

ক্যাফেটেরিয়া

লাইব্রেরী

লাইব্রেরি

লাইব্রেরীতে বর্তমানে প্রায় ৩২৫ ক্যাটাগরির ৪০০০টি বই রয়েছে। প্রশিক্ষণার্থীগণ তাঁদের চাহিদা অনুযায়ী বই সংগ্রহ করে পড়ালেখা করতে পারেন। তাছাড়া অধিদপ্তরের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর উক্ত লাইব্রেরী ব্যবহার করার সুযোগ রয়েছে। 'সিডা-কানাডা' প্রদত্ত অত্যাধুনিক চেয়ার, টেবিল, বুক শেলফ ইত্যাদি ফার্নিচারের সন্নিবেশে লাইব্রেরীটি এখন অনেক বেশি উন্নত।

চিত্তবিনোদন ও ব্যায়ামাগার

প্রশিক্ষণার্থীদের চিত্তবিনোদনের জন্য এলইডি স্মার্ট টিভি, জাতীয় ০৩টি দৈনিক পত্রিকা এবং খেলাধুলার জন্য টেবিল টেনিস, ক্যারাম, দাবা এবং ব্যাটমিন্টন এর সুবিধা রয়েছে। এছাড়াও রয়েছে আধুনিক সুবিধা সম্বলিত ব্যায়ামাগার।

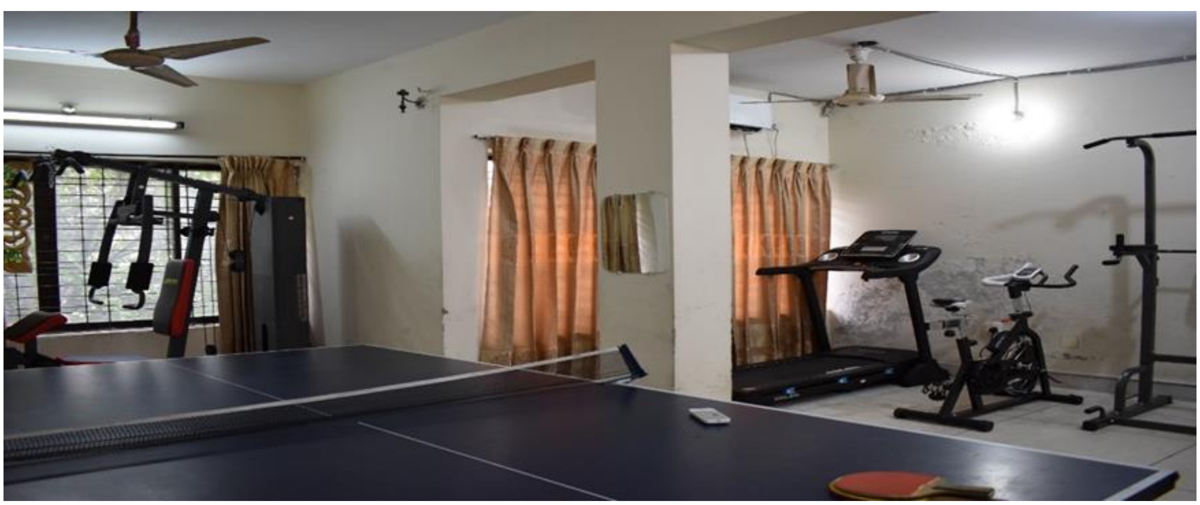

ব্যায়ামাগার

২০২২-২৩ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমসমূহ

জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি কর্তৃক ২০২২-২৩ অর্থবছরে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সসহ স্বল্পমেয়াদি ১৪টি প্রশিক্ষণ কোর্স, ৮টি কর্মশালা, ৪টি সেমিনার ও ৩টি ইনহাউজ প্রশিক্ষণ কোর্সের মাধ্যমে মোট ১৪০৭ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া জাতীয় সমাজসেবা একাডেমির নিজস্ব কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের ই-নথি সিস্টেম, অফিস ব্যবস্থাপনাসহ বিভিন্ন বিষয়ের উপর ইনহাউজ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

ক্র.	প্রশিক্ষণ/ সেমিনার/কর্মশালার নাম	মেয়াদ	মোট
১.	২০২১-২২ অর্থবছরের গবেষণাপত্র প্রকাশ ও উপস্থাপন (সেমিনার)	১৮ জুলাই ২০২২	৩০ জন
২.	পদোন্নতিপ্রাপ্ত সহকারী সমাজসেবা অফিসারদের ওরিয়েন্টেশন কোর্স	২৪-২৮ জুলাই ২০২২	৩২ জন
৩.	ই-নথি সিস্টেম (ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ)	০৪ আগস্ট ২০২২	০৬ জন
৪.	Special ToT on Training Method (১ম ব্যাচ)	১০-১১ আগস্ট ২০২২	৩৫ জন
৫.	উপজেলা পর্যায়ে ক্ষুদ্রঋণ বাস্তবায়নে উৎকর্ষতা সাধন (১ম ব্যাচ)	২৯ আগস্ট-০১ সেপ্টেম্বর ২০২২	৩৪ জন
৬.	৪৮তম বুনিয়াদি শীর্ষক প্রশিক্ষণ	১১ সেপ্টেম্বর-০৯ নভেম্বর ২০২২	৩৫ জন
৭.	উপজেলা পর্যায়ে ক্ষুদ্রঋণ বাস্তবায়নে উৎকর্ষতা সাধন (২য় ব্যাচ)	২৬-২৯ সেপ্টেম্বর ২০২২	৩১ জন
৮.	Social Services Officer's (Municipal) Capacity Building and Skill Development	১০-১৩ অক্টোবর ২০২২	৩৫ জন
৯.	Special TOT on Training Method (২য় ব্যাচ)	২৩-২৪ নভেম্বর ২০২২	৩৫ জন
১০.	অফিস ব্যবস্থাপনা (ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ)	৩০ নভেম্বর ২০২২	১৮ জন
১১.	৪৯তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ	০৫ ডিসেম্বর ২০২২-০২ ফেব্রুয়ারি ২০২৩	৩৫ জন
১২.	সমাজসেবা অধিদপ্তরের ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি বাস্তবায়নের অন্তরায়সমূহ এবং তা নিরসনের উপায় (সেমিনার)	১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৩	৯০ জন
১৩.	ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ	১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৩	১৬ জন
১৪.	চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের অংশ হিসেবে সমাজসেবা অধিদপ্তরের দক্ষতা উন্নয়ন বাস্তবায়নে কর্মপন্থা নির্ধারণ (সেমিনার)	২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৩	১০০ জন
১৫.	সমাজসেবা অধিদপ্তরের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়নে বর্তমান কার্যক্রম ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা (সেমিনার)	০২ মার্চ ২০২৩	১০৪ জন
১৬.	৫০ তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ	১৩ মার্চ-১৮ মে, ২০২৩	৩৪ জন
১৭.	সমাজসেবা অধিদপ্তর পরিচালিত আবাসিক প্রতিষ্ঠানসমূহের তত্ত্বাবধায়ক/উপতত্ত্বাবধায়কগণের প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরূপন (কর্মশালা) (বরিশাল বিভাগ)	০৩ মে ২০২৩	৭০ জন
১৮.	পদোন্নতিপ্রাপ্ত সমাজসেবা অফিসারদের ওরিয়েন্টশন	০৭ - ১১ মে ২০২৩	৩৮ জন
১৯.	আইন দ্বারা পরিচালিত প্রতিষ্ঠানসমূহের তত্ত্বাবধায়ক/উপতত্ত্বাবধায়কগণের প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরূপণ (কর্মশালা) (চট্রগ্রাম বিভাগ)	০৭ মে ২০২৩	৮০ জন
২০.	হাসপাতাল সমাজসেবা অফিসারদের প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরূপন (কর্মশালা) (সিলেট বিভাগ)	১৬ মে ২০২৩	৫০ জন
২১.	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়নে প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরূপণ (কর্মশালা) (খুলনা বিভাগ)	২০ মে ২০২৩	৭০ জন
২২.	Probation Officer’s Competency Development	২১ - ২৫ মে ২০২৩	৩৫ জন
২৩.	দশম গ্রেড/সমমান কর্মকর্তাদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরূপণ (কর্মশালা) (ময়মনসিংহ বিভাগ)	২৭ মে ২০২৩	৭০ জন
২৪.	Social Services Officer (Municipal) Capacity Building and Skill Development	২৮ মে - ০১ জুন ২০২৩	৩৫ জন

ক্র.	প্রশিক্ষণ/ সেমিনার/কর্মশালার নাম	মেয়াদ	মোট
২৫.	৫১ তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ	২৮ মে - ২৭ জুলাই ২০২৩	৩৪ জন
২৬.	সহকারী পরিচালকগণের প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরূপণ (কর্মশালা) (ঢাকা বিভাগ)	০১ জুন ২০২৩	৮০ জন
২৭.	Training on Capacity Building and Skill Development for Assistant Director	০৪-০৮ জুন ২০২৩	৩৫ জন
২৮.	সমাজসেবা অফিসার (মিউনিসিপ্যাল) গণের প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরূপণ (কর্মশালা) (রংপুর বিভাগ)	১০ জুন ২০২৩	৭০ জন
২৯.	পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম বাস্তবায়নে সমাজসেবা অফিসারদের প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরূপণ (কর্মশালা) (রাজশাহী বিভাগ)	১৩ জুন ২০২৩	৭০ জন
		সর্বমোট=	**১৪০৭ জন**

৬.২ আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

২০২২-২৩ অর্থবছরে ৬ টি আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে জুলাই ২০২২ হতে জুন ২০২৩ পর্যন্ত
(১) পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি
(২) Computer Application & Office Management
(৩) দপ্তর ব্যবস্থাপনা ও আর্থিক বিধি
(৪) ওরিয়েন্টেশন কোর্স
(৫) দারিদ্র বিমোচন ও সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা
(৫) আধুনিক অফিস ব্যবস্থাপনা (৬) Office Management & ICT কোর্স
(৭)প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা ও শিশুর মনো সামাজিক সুরক্ষা
(৮) শিশু উন্নয়ন ও বিকাশ
(৯) আর্থিক ও দপ্তর ব্যবস্থাপনা
(১০) Office Management & Communication
(১১) Digital Office Management & Computer Application এবং
(১২) ইনহাউজ প্রশিক্ষণ ইত্যাদি শিরোনামে
৮৯টি কোর্স আয়োজনের মাধ্যমে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর মোট ২৫৭৮ জন কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। যাদের মধ্যে পুরুষ ১৭৯৮ জন এবং মহিলা ৭৮০ জন। এসব প্রশিক্ষণের ফলে বিশাল জনবল তাদের অর্জিত সাফল্যের দ্বারা স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে।

প্রশিক্ষণকে কার্যকর ও ফলপ্রসু করার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণের আধুনিক পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা হয়। অনুসৃত প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীকে লিখিত পরীক্ষা, অ্যাসাইনমেন্ট, মৌখিক উপস্থাপনা, মাঠ দর্শন, খেলাধুলা, শ্রেণিকক্ষ অধিবেশনে উপস্থিতি, পোশাক পরিচ্ছদ ও আচার-আচরণ পর্যালোচনার মাধ্যমে মূল্যায়ন করা হয়। সামগ্রিক মূল্যায়নে মেধা তালিকার শীর্ষের তিনজন প্রশিক্ষণার্থীকে পুরস্কার প্রদানের মাধ্যমে উৎসাহিত করা হয়। প্রশিক্ষণকে অধিকতর প্রাণবন্ত করার লক্ষ্যে অধিদপ্তরের অভিজ্ঞ রিসোর্স পার্সনের পাশাপাশি সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং হিসাব মহানিয়ন্ত্রকের কার্যালয় হতে অতিথি রিসোর্স পার্সনদের এনে প্রশিক্ষণ সেশন পরিচালনা করা হয়।

২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম এর বিবরণ :

ক্রম:	প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের নাম	প্রশিক্ষণ কোর্সের সংখ্যা	প্রশিক্ষণ কোর্সের সংখ্যা			মন্তব্য
			পুরুষ	মহিলা	মোট	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১	আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা	১৯ টি	৩১৫ জন	১৩৪ জন	৪৪৯ জন	
২	আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, চট্টগ্রাম	২৩ টি	৪৬২ জন	২৩৬ জন	৬৯৮ জন	
৩	আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, রাজশাহী	৯ টি	২১০ জন	৬২ জন	২৭২ জন	
৪	আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, খুলনা	১২ টি	২৯৪ জন	৯৩ জন	৩৮৭ জন	
৫	আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সিলেট	১৪ টি	২২৪ জন	৮৪ জন	৩০৮ জন	
৬	আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বরিশাল	১২ টি	২৯৩ জন	১৭১ জন	৪৬৪ জন	
	মোট=	**৮৯ টি**	**১৭৯৮ জন**	**৭৮০ জন**	**২৫৭৮ জন**	

মহাপরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর মহোদয় কর্তৃক প্রশিক্ষণার্থীদের সনদ ও পুরস্কার বিতরণের স্থিরচিত্র।

৬.৩ আর্থ-সামাজিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

মহিলাদের জন্য আর্থ-সামাজিক উন্নয়নকল্পে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তর করার নিমিত্তে ১৯৭৩ সালে দুটি আর্থ-সামাজিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু করা হয়। ঢাকার মিরপুর ও রংপুরের শালবনে প্রতিস্থিত কেন্দ্র দুটিতে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত মহিলাদের পরিবারের আয় বৃদ্ধিতে সক্রিয় অংশগ্রহণপূর্বক জীবনযাত্রার মান উন্নত করাই এ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উদ্দেশ্য। কেন্দ্র দুটিতে শুরু হতে এ পর্যন্ত মোট ১৯৭৯৯ জনকে চামড়ার জিনিষপত্র তৈরি, ব্লক-বাটিক, প্রিন্টিং, ফুল তৈরি, উল বুনন, পুতুল তৈরি, দর্জি বিজ্ঞান, এমব্রয়ডারি, পার্লারের কাজ, পোশাক তৈরি, বাঁশ ও বেতের কাজসহ বিভিন্ন বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৯৬ জন মহিলাকে পুনর্বাসন করা হয়েছে।

মহিলাদের আর্থসামাজিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের ছবি।

৬.৪ দুস্থ মহিলাদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও উৎপাদন কেন্দ্র

গাজীপুর জেলার টঙ্গীর দত্তপাড়াস্থ বাস্তহারা পুনর্বাসন এলাকায় বসবাসকারী গৃহহীন ও ভূমিহীন বেকারদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক পুনর্বাসনের উদ্দেশ্যে ১৯৭৮ সালের জুলাই মাসে কেন্দ্রটি চালু করা হয়। প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রাথমিক পর্যায়ে ৫০ জন দুস্থ ও বেকার মহিলাকে সংগঠিত করে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উৎপাদনশীল ও কর্মোপযোগী করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে এ কেন্দ্রটি চালু করা হয়। টঙ্গী শিল্পাঞ্চল হওয়ায় দুস্থ মহিলাদের তাঁত প্রশিক্ষণ প্রদানের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রটিতে হস্তচালিত তাঁত স্থাপন করে মহিলাদের তাঁত প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এ কেন্দ্রের মাধ্যমে পুনর্বাসনের সংখ্যা ৬২৩।

৭.০ প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম

৭.১ সরকারি শিশু পরিবার

শিশুদের প্রতি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন এবং সমাজকল্যাণ দর্শনের আদর্শে ব্রতী হয়ে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সমাজসেবা অধিদপ্তর পিতৃহীন বা পিতৃ-মাতৃহীন শিশুদের স্নেহ ভালবাসা ও আদর যত্নে লালন-পালনসহ তাদের প্রযত্ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, প্রশিক্ষণ, চিত্তবিনোদন এবং পুনর্বাসনের জন্য সরকারি শিশু পরিবার পরিচালনা করে আসছে। বর্তমান সরকার দায়িত্বভার গ্রহণের পর থেকে নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়নের অঙ্গিকার হিসেবে সমাজের এতিম ও দুস্থ শিশুদের সমাজের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে নিম্নরুপ কাজগুলি নিরলসভাবে করে যাচ্ছে।

- শিশু পরিবারে ভর্তির পর থেকে অনূর্ধ্ব ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত এতিম শিশুদের স্নেহ-ভালবাসা ও আদর-যত্নের সাথে লালন-পালন, ভরণপোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ;
- মেধাবী ও উচ্চশিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী ১৮ বছর উত্তীর্ণ নিবাসিদের বিশেষ বিবেচনায় শিশু পরিবারে অবস্থানের মেয়াদ বৃদ্ধিকরণ;
- নিবাসীদের স্বাস্থ্যরক্ষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা;
- ধর্মীয়, নৈতিক ও আচার-আচরণগত শিক্ষা প্রদান;

- সাধারণ ও ব্যবহারিক শিক্ষা প্রদান;
- বৃত্তিমূলক ও কারিগরী প্রশিক্ষণ প্রদান;
- নিবাসীদের শারীরিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও মানবিক উৎকর্ষ সাধন ;
- পুনর্বাসন ও স্বনির্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা;
- বিনোদনমূলক, সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মকান্ড পরিচালনা;
- আর্থসামাজিক পুনর্বাসন কার্যক্রম পরিচালনা;
- সিভিল সার্জন বা তার প্রতিনিধির মাধ্যমে আবেদনকারী এতিম শিশুর বয়স ও স্বাস্থ্যগত অবস্থা যাচাই;
- ভর্তি কমিটি কর্তৃক চূড়ান্ত অনুমোদন;
- বিনামূল্যে এতিম শিশু ভর্তি;
- শিশুদের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং উপযুক্ত মর্যাদায় সমাজে পুনর্বাসন;
- শিশুর পুনর্বাসনে আর্থিকভাবে, চাকুরী প্রদানের মাধ্যমে বা তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে সহযোগিতা প্রদান;
- শিশুদের প্রতি সহমর্মী আচরণ করা এবং
- শিশুর পরিপূর্ণ বিকাশে যে কোন ধরণের সহযোগিতা প্রদান।

মেধাবৃত্তি

সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত সরকারি শিশু পরিবারসহ সকল আবাসিক প্রতিষ্ঠানে এতিম, দুস্থ, অসহায় ও প্রতিবন্ধী মেধাবী শিশু, যারা দেশের অভ্যন্তরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন শ্রেণিতে অধ্যয়নরত আছে। এসব মেধাবী নিবাসিদের শিক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত রাখার নিমিত্ত ২০১৮-২০১৯ অর্থবছর থেকে মেধাবৃত্তি চালু করা হয়েছে। উচ্চ মাধ্যমিক (একাদশ ও দ্বাদশ) মাসিক ১০০০ টাকা এবং উচ্চতর (ডিগ্রী/অনার্স ও মাস্টার্স) মাসিক ২৫০০ টাকা হারে বৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে সরকারি শিশু পরিবারের মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা গ্রহণের সুবিধার্থে উচ্চতর স্তরে মাথাপিছু বার্ষিক ৩০ হাজার টাকা হারে ১৯৩ জন এবং উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে মাথাপিছু বার্ষিক ১২ হাজার টাকা হারে ২৬৮ জন নিবাসির মধ্যে মেধাবৃত্তি বাবদ সর্বমোট ৯০ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

৭.২ ছোটমণি নিবাস

সমাজসেবা অধিদপ্তরের আওতায় পরিত্যক্ত, ঠিকানাহীন, দাবীদারহীন ও পাচারকারীদের নিকট থেকে উদ্ধারকৃত এবং ০-৭ বছর বয়স পর্যন্ত বিপন্ন শিশুদের গ্রহণ, রক্ষণাবেক্ষণ, ভরণপোষণ, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ও চিকিৎসার সুযোগসহ লালন পালনের জন্য ৬ বিভাগে ৬টি ছোটমণি নিবাস প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সকল প্রতিষ্ঠানে পরিত্যক্ত নবজাতক শিশু, পাচারকারীদের নিকট থেকে উদ্ধারকৃত শিশু, বিপন্ন শিশু, দাবীদারহীন এবং নাম পরিচয়হীন শিশু থানায় জিডিকরণের মাধ্যমে ভর্তি করা হয়। পরবর্তীতে এ সকল শিশুকে অধিদপ্তর পরিচালিত সরকারি শিশু পরিবার কিংবা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে স্থানান্তরপূর্বক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদান করে কর্মসংস্থানের মাধ্যমে পুনর্বাসনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এ সকল প্রতিষ্ঠানে মোট অনুমোদিত আসন সংখ্যা ৬০০। এ পর্যন্ত (জুন ২০২৩) পুনর্বাসনের সংখ্যা ১ হাজার ৬১৬জন।

সেবাসমূহ

- পরিত্যক্ত ও দাবীদারহীন শিশু উদ্ধার ;
- থানায় সাধারণ ডায়েরী;
- কেন্দ্রে গ্রহণ, সরাসরি ভর্তি ও নিবন্ধন;
- লালন পালনের পূর্ণ দায়দায়িত্ব এবং অভিভাবকত্ব গ্রহণ;
- মাতৃস্নেহে প্রতিপালন, রক্ষণাবেক্ষণ, খেলাধুলা ও প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান;
- শিশুদের সরকারি খরচে আবাসন, ভরণ-পোষণ, শিক্ষা, চিকিৎসা সেবা, খেলাধুলা ও বিনোদনের ব্যবস্থাকরণ এবং
- ৭ বছর বয়সের পর সরকারি শিশু পরিবারে স্থানান্তর।

৭.৩ দিবাকালীন শিশু যত্ন কেন্দ্র

নিম্ন আয়ের কর্মজীবী মহিলাদের ৫-৯ বছর বয়সের শিশু সন্তানদের মায়ের অনুপস্থিতিতে মাতৃস্নেহে নিরাপত্তার সাথে প্রতিপালনপূর্বক মায়েদের নিকট ফেরত প্রদান করা হয়। কর্মজীবী মায়েদের আবেদনের প্রেক্ষিতে ৪-৮ বছর বয়সের শিশুদের সরাসরি ভর্তি করা হয়। সকাল ৭ টায় শিশুরা কেন্দ্রে আসে। বিকাল ৫ টায় মা অথবা অভিভাবক এসে শিশুদের বাড়ি নিয়ে যায়। নিবাসীদের ভরণপোষণ, সাধারণ শিক্ষা, ধর্মীয় শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, খেলাধুলা ও বিনোদনের ব্যবস্থা রয়েছে। শুরু থেকে এ পর্যন্ত (জুন ২০২৩) সেবা গ্রহণকারী শিশুর সংখ্যা ৮,৪৭৪। দিবাকালীন শিশু যত্ন কেন্দ্র সরকারি ছুটির দিন ব্যতীত প্রতিদিনই খোলা থাকে।

সেবাসমূহ

- ৪-৮ বছর বয়সের শিশুদের সকাল ৮.০০ থেকে বিকাল ৫.০০ টা পর্যন্ত দিবাকালীন সেবাদান;
- শিশুদের প্রতিষ্ঠানে অবস্থানকালীন সকাল ও বিকালের নাস্তাসহ দুপুরের খাবার সরবরাহ;
- শিশুদের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা, খেলাধুলা ও বিনোদন;
- প্রতিষ্ঠানে অবস্থানকালীন প্রতিষ্ঠানের পোশাক পরিধান;
- দুপুরে শিশুদের ঘুমানোর ব্যবস্থা;
- শিশুদের নিরাপত্তা বিধানসহ মাতৃস্নেহে লালন পালন।

৭.৪ দুস্থ শিশুদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র

দরিদ্র, অসহায়, ছিন্নমূল ও দুস্থ শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণ, ভরণপোষণ, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং অন্যান্য উপায়ে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা এবং তাদের আর্থ-সামাজিক পুনর্বাসনের জন্য সমাজসেবা অধিদপ্তর ৩টি দুস্থ শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র পরিচালনা করছে। বর্তমানে এ ৩টি কেন্দ্রের অনুমোদিত আসন সংখ্যা ৭৫০। এ পর্যন্ত (জুন ২০২৩) পুনর্বাসনের সংখ্যা ৫ হাজার ৭৩৬।

সেবাসমূহ

- দরিদ্র এবং পিতৃমাতৃহীন শিশুকে লালনপালন ও রক্ষণাবেক্ষণ;
- আশ্রয়, শিক্ষা, চিকিৎসা ও প্রশিক্ষণ প্রদান;
- শিশুদের সামাজিকীকরণ, চিত্তবিনোদন, ক্রীড়া, সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ এবং
- দায়িত্বশীল ও উৎপাদনশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা এবং ধর্মীয় রীতিনীতি ও নৈতিক শিক্ষা প্রদান।

৭.৫ শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র

বিচার প্রক্রিয়ায় আটকাদেশ প্রাপ্ত শিশু আইনের সঙ্গে সংঘাতে জড়িত শিশু (এমন কোনো শিশু, যে দন্ড বিধির ধারা ৮২ ও ৮৩ এ বিধান সাপেক্ষে, বিদ্যমান কোনো আইনের অধীন কোনো অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত বা বিচারে দোষী সাব্যস্ত) এবং বিচারের আওতাধীন শিশুর আবাসন, সংশোধন ও উন্নয়নের লক্ষ্যে শিশু আইন, ২০১৩ এর ধারা ৫৯ অনুসারে শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র (বালক/বালিকা) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র (বালক/বালিকা) আগত ও অবস্থানরত শিশুদের আবাসন, সংশোধন, উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণের সুব্যবস্থা রয়েছে। এসব শিশুকে সমাজে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য গাজীপুরের টঙ্গীতে ১৯৭৮ সনে ১টি শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র (বালক), কোণাবাড়ীতে ২০০২ সনে ১টি শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র (বালিকা) এবং যশোরের পুলেরহাটে ১৯৯২ সনে ১টি শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র (বালক) স্থাপিত হয়। নিবিড় তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে আইনের সাথে সংঘর্ষে জড়িত শিশুদের উপযুক্ত কেসওয়ার্ক, কেস ম্যানেজমেন্ট, গাইডেন্স, কাউন্সেলিং, শিক্ষা, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের মানসিকতার উন্নয়নপূর্বক সমাজে পুনর্বাসন ও পুনঃএকীকরণ করাই এ প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য। সমাজসেবা অধিদপ্তর পরিচালিত এ ৩টি শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র (বালক/বালিকা)'র অনুমোদিত আসন সংখ্যা ৬০০। এ পর্যন্ত (জুন ২০২৩) পুনর্বাসনের সংখ্যা ৫৪ হাজার ২৪৯ জন।

সেবাসমূহ:

- বিভিন্ন থানায়/কারাগারে আটককৃত শিশুদের ন্যায় বিচার প্রাপ্তির সহায়তা;
- বিভিন্ন কারাগারে আটক শিশুকে কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রে স্থানান্তর;
- শিশু আদালত কর্তৃক প্রেরিত শিশুকে গ্রহণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরাপত্তা প্রদান;
- ভরণপোষণ, শিক্ষা, বৃত্তিমূলক ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান;
- শারীরিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও মানবিক উৎকর্ষতা সাধন;
- কাউন্সিলিং এর মাধ্যমে মানসিকতার উন্নয়ন;
- পরিচয়হীন শিশুর আত্মীয়-স্বজনকে খুঁজে বের করা ও সমাজে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা এবং
- ফলোআপ করা।

৭.৬ ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট প্রাপ্ত বেসরকারি এতিমখানা

ঐতিহ্যগতভাবে বাংলাদেশের জনগণ অবহেলিত দুঃস্থ এতিম শিশুদের প্রতিপালনের দায়িত্ব গ্রহণে বদ্ধপরিকর। বাংলাদেশের সকল ধর্মীয় মতাবলম্বী জনগণেরই এতিম শিশুদের লালনপালনের জন্য বেসরকারিভাবে এতিমখানা পরিচালিত হয়ে আসছে। বেসরকারি এসকল এতিমখানা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য সমাজসেবা অধিদপ্তর হতে সহযোগিতা প্রদান করা হয়। বেসরকারিভাবে এতিমখানাসমূহ প্রথমতঃ স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহ (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ ১৯৬১ অনুযায়ী নিবন্ধন প্রদান এবং পরবর্তীতে নিবন্ধনপ্রাপ্ত বেসরকারি এতিমখানাসমূহের শিশুদের প্রতিপালন, চিকিৎসা এবং শিক্ষা প্রদানের জন্য আর্থিক সহায়তা করা হয়, যা ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট নামে পরিচিত। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ৪ হাজার ১৪৩ টি বেসরকারি এতিমখানার ১ লক্ষ ১৬ হাজার ৬৬৬ জন এতিম শিশুকে ২৮০ কোটি টাকা ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট হিসেবে প্রদান করা হয়। দরিদ্র এতিম শিশুদের দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করাই ক্যাপিটেশন গ্র্যান্টের মূখ্য উদ্দেশ্য। বেসরকারি এতিমখানায় ন্যূনতম ১০জন এতিম অবস্থানকারী প্রতিষ্ঠানে কমপক্ষে ৫০% এতিমের জন্য ক্যাপিটেশন গ্রান্ট প্রদানের সুযোগ রয়েছে।

৭.৭ শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়াধীন সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত “Services for Children at Risk (SCAR)” শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পটির কার্যক্রম সরকারের আবর্তক অনুদান খাতের অর্থায়নে ঝুঁকিতে থাকা শিশুদের সুরক্ষার জন্য “শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র” নামে চলমান রয়েছে। এটি একটি ব্যতিক্রমধর্মী শিশুবান্ধব কার্যক্রম । গাজীপুর, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, বরিশাল, সিলেট, রংপুর, কুষ্টিয়া, ফরিদপুর, বরগুনা, কক্সবাজার, জামালপুর ও শিবগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় স্থাপিত ১৩টি শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের মাধ্যমে সমগ্র বাংলাদেশের ঝুঁকিতে থাকা শিশুদের সেবা প্রদান করে পরিবার বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে পুনঃএকীকরণ/পুনর্বাসন নিশ্চিত করা হয়। প্রতিটি কেন্দ্রে ১০০ ছেলে শিশু ও ১০০ মেয়ে শিশুর পৃথক আবাসনের ব্যবস্থা রয়েছে। এই কর্মসূচির সুবিধাভোগী শিশুরা হচ্ছে ০৬ থেকে অনূর্ধ্ব ১৮ বছরের পথশিশু, শিশু শ্রমিক, কর্মজীবি শিশু, পিতামাতা বা অভিভাবকের স্নেহবঞ্চিত শিশু, গৃহকর্মে নিয়োজিত শিশু, আইনের সংস্পর্শে আসা শিশু, পাচার থেকে উদ্ধারকৃত শিশু, বাল্যবিবাহ, দূর্ঘটনা ও নির্যাতনের শিকার শিশু এবং হারিয়ে যাওয়া শিশু। কেন্দ্রসমূহ ঝুঁকিতে থাকা সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের সুরক্ষার জন্য চাহিদা অনুযায়ী দিবাকালীন যত্ন, রাত্রিকালীন যত্ন এবং সার্বক্ষণিক আশ্রয় ও যত্ন প্রদান করে থাকে। প্রদানকৃত প্রয়োজনীয় সেবাসমূহ হল স্বাস্থ্যসেবা, আনুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা, মনোসামাজিক সহায়তা, বিভিন্ন বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি, শিশুদের পরিবার বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে পুনঃএকীকরণ/পুনর্বাসন, ১৪ বছর বয়স উর্ধ্ব শিশুদের স্থানীয় পর্যায়ে বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কারিগরী প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ঝুঁকিহীন কাজে শিক্ষানবিস হিসেবে চাকুরিতে নিযুক্তি ইত্যাদি।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কার্যাবলিসমূহ:

- প্রতিটি কেন্দ্রের নিবাসি শিশুদের বছরে ০৪ (চার) সেট পোশাক, ০২ (দুই) সেট উৎসব পোশাক এবং শীতবস্ত্র প্রদান করা হয়েছে।
- প্রতিটি কেন্দ্রে ১ জন প্যারামেডিক্সের মাধ্যমে কেন্দ্রসমূহের নিবাসি শিশুদের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা হয়েছে। প্রয়োজনের ভিত্তিতে শিশুদের সরকারি এবং বেসরকারি হাসপাতালের মাধ্যমে সেবা প্রদান করা হয়েছে । কৃমি সংক্রমণের প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা হিসাবে প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর কৃমিনাশক ঔষধ খাওয়নোর প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে।
- সক্ষমতার ভিত্তিতে কেন্দ্রে অবস্থানরত শিশুদের আনুষ্ঠানিক/উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদান করা হয়। আনুষ্ঠানিক শিক্ষার আওতাভুক্ত শিশুদের স্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে। অক্ষরজ্ঞানহীন বা শিক্ষা থেকে ঝরে পড়া নিবাসি শিশুদের সক্ষমতার ভিত্তিতে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে।
- শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রসমূহের নিবাসি শিশুদের নিয়মিত ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে। স্ব স্ব ধর্ম পালনের প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। ধর্মীয় বিধিবিধান, আচার আচরণ ও অনুষ্ঠানাদি যথাযথ পালন করা হয়েছে।
- প্রতিমাসের নির্ধারিত দিনে নির্ধারিত মেন্যু অনুযায়ী উন্নতমানের খাবার সরবরাহ করা হয়েছে। বিভিন্ন দিবস সমূহে যেমন জাতীয় দিবস, ধর্মীয় উৎসব সমূহে বিশেষ উন্নতমানের খাবার সরবরাহ করা হয়েছে।
- সেবার আওতায় আসা শিশুদের Hands-off Skill প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে । Hands-off Skill এ মূলতঃ সিদ্ধান্ত গ্রহণ, আবেগীয় ও মানসিক চাপে টিকে থাকা, কার্যকরী যোগাযোগ, সমঝোতা ইত্যাদি দক্ষতা অর্জন বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করা হয়।
- নিবাসি শিশুদের Hands-on Skill এ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। সাধারণত ১৪ বছর উর্ধ্ব শিশুদেরকে আগ্রহ ও সক্ষমতার ভিত্তিতে স্থানীয় চাহিদা নিরূপণপূর্বক বিভিন্ন সরকারি/অসরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বিভিন্ন ট্রেডে বিকল্প জীবিকায়নের উদ্দেশ্যে কারিগরী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণসমূহ অভ্যন্তরীণ ও বহি:স্থ এবং সাধারণত ৩ মাস, ৬ মাস ও ০১ বছর মেয়াদি হয়ে থাকে। সাধারাণত কম্পিউটার, বিউটিফিকেশন, টেইলারিং, ব্লক-বাটিক, পেইন্ট/আর্ট (ব্যানার/সাইনবোর্ড), জুতা বানানো, অটোমোবাইল, ইলেক্ট্রিক্যাল ইত্যাদি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণ শেষে ঝুঁকিবিহীন কাজে শিক্ষানবিস হিসেবে চাকরিতে নিযুক্ত করা হয়।
- যেহেতু বিভিন্ন নির্যাতনের শিকার, স্নেহ-মমতা বঞ্চিত, ভীতিকর পরিস্থিতির সম্মুখীন, সুরক্ষিত নয় এমন শিশুরা কেন্দ্রে ভর্তি হয় সাধারণত এসব শিশুদের আচরণ স্বাভাবিক থাকে না। তাই শিশুদের স্বাভাবিক করতে তাদের সামাজিক, মানসিক ও আবেগীয় উন্নয়নের জন্য নিয়মিত একক ও দলীয় কাউন্সিলিং করা হয়েছে।
- কেন্দ্রে একজন ফিজিক্যাল ইন্সট্রাকটরের সহায়তায় নিয়মিত খেলাধূলা, শরীর চর্চা করানো হয়েছে। নিয়মিত পিটি, জাতীয় সংগীত চর্চা, অভ্যন্তরীণ মেলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নিবাসি শিশুদের মানসিক ও শারীরিক বিকাশের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- কেন্দ্রে কর্মরত কর্মকর্তা, কর্মচারীদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য ১৩টি শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে ইনহাউজ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষকে শিশুদের জন্য সামাজিক সুরক্ষা গড়ে তোলার বিষয়ে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন কর্মকান্ড পরিচালনা করা হয়েছে। এ উদ্দেশ্যে সভা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, লিফলেট বিতরণ, উঠান বৈঠক, আলোচনা অনুষ্ঠান ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড পরিচালনা করা হয়েছে।

২০২২-২৩ অর্থবছরে শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের তথ্য পরিসংখ্যান:

- ১৩টি শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রসমূহে মোট ১১৪০ জন শিশু নিবন্ধিত হয়েছে। এদের মধ্যে ৫৮৬ জন ছেলে শিশু ও ৫৫৪ জন মেয়ে শিশু।
- ১৩টি শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রসমূহে মোট ১২৩১ জন শিশু পুনর্বাসিত হয়েছে। এদের মধ্যে ৬২৭ জন ছেলে শিশু ও ৬০৪ জন মেয়ে শিশু।
- শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রসমূহে মোট ৭১৩ জন শিশুকে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে। এদের মধ্যে ৩৫০ জন ছেলে শিশু ও ৩৬৩ জন মেয়ে শিশু।
- ১৩টি শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রসমূহে মোট ৭৯৩ জন শিশুকে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে। এদের মধ্যে ৪৫১ জন ছেলে শিশু ও ৩৪২ জন মেয়ে শিশু।
- শিক্ষার সর্বস্তরে নারী শিক্ষার হার বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ৩৬৩ জন মেয়ে শিশুকে আনুষ্ঠানিক ও ৩৪২ জন মেয়ে শিশুকে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে।
- পাবলিক পরীক্ষায় মোট ১২ জন শিশু অংশগ্রহণ করে এবং ১২ জন শিশুই উত্তীর্ণ হয়েছে। এদের মধ্যে ০৩ জন ছেলে শিশু ও ০৯ জন মেয়ে শিশু।
- ১৩টি শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রসমূহে মোট ৪০৫ জন শিশুকে স্থানীয় চাহিদার ভিত্তিতে বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এদের মধ্যে ৯৭ জন ছেলে শিশু ও ৩০৮ জন মেয়ে শিশু।
- প্রশিক্ষণ শেষে ঝুঁকিবিহীন কাজে শিক্ষানবিস হিসেবে ১৩টি শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রসমূহে মোট ১২ জন শিশুকে চাকরিতে নিযুক্ত করা হয়েছে। এদের মধ্যে ১০ জন ছেলে শিশু ও ০২ জন মেয়ে শিশু।

শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রসমূহের নিবাসি শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ কার্যক্রমের স্থিরচিত্র

শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রসমূহের নিবাসি শিশুদের Hands-on Skill প্রশিক্ষণ প্রদান

৮.০ সামাজিক অবক্ষয় প্রতিরোধ কার্যক্রম

৮.১ সরকারি আশ্রয় কেন্দ্র

ভবঘুরে ও নিরাশ্রয় ব্যক্তিদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণসহ পুনর্বাসনের লক্ষ্যে নিবাসীদের খাদ্য, পোশাক-পরিচ্ছদ, চিকিৎসা, শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের নিমিত্ত ৬ (ছয়) টি সরকারি আশ্রয় কেন্দ্র পরিচালিত হচ্ছে। এ কেন্দ্রগুলো ''ভবঘুরে ও নিরাশ্রয় ব্যক্তি (পুনর্বাসন) আইন ২০১১'' এর আওতায় পরিচালিত হচ্ছে।

- পুলিশ কর্তৃক ভবঘুরে গ্রেফতার/নিরাশ্রয় ব্যক্তির আবেদন;
- বিশেষ আদালতের ১ম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক ভবঘুরে/নিরাশ্রয় হিসেবে ঘোষণা বা মুক্তি;
- অভ্যর্থনা কেন্দ্রে ভবঘুরে/নিরাশ্রয় ব্যক্তি হিসেবে নাম রেজিষ্ট্রিকরণ ও রক্ষণাবেক্ষণ;
- সরকারি আশ্রয়কেন্দ্রে স্থানান্তর;
- ভবঘুরে ব্যক্তিদের রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরাপত্তা প্রদান;
- ভরণপোষণ, শিক্ষা, বৃত্তিমূলক ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান। শারীরিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও মানবিক উৎকর্ষ সাধন;
- কাউন্সেলিং এর মাধ্যমে মানসিক তার উন্নয়ন;
- স্বনির্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা;
- ভবঘুরে ব্যক্তির আত্মীয় স্বজনকে খুঁজে বের করা;
- সমাজে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা এবং ফলোআপ।

অর্জন (উদ্ভাবন, কার্যক্রম বাস্তবায়নে দক্ষতা, অর্জন ইত্যাদি)

- ২০২২-২৩ অর্থবছর পর্যন্ত মোট প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নিবাসী ৬০৪ জন।
- ২০২২-২৩ অর্থবছরের জুন/২০২৩ পুনর্বাসন ১৬০৭ জন।
- শুরু থেকে জুন/২০২৩ পর্যন্ত পুনর্বাসন ৫৭,৫৬৩ জন।

৮.২ সামাজিক প্রতিবন্ধী মেয়েদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র

- যৌনাচারে নিয়োজিত যাদের বয়স ১৮ বছরের উর্ধ্বে নয় তাদেরকে বিদ্যমান শিশু আইন, ২০১৩; নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০, ভবঘুরে ও নিরাশ্রয় (ব্যক্তি) পুনর্বাসন আইন, ২০১১ এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট আইনের বিধান মোতাবেক বিভিন্ন যৌনপল্লী ও অন্যান্য স্থান থেকে উদ্ধার।
- উদ্ধারকৃত কিশোরী ও কন্যা শিশুর নাম নিবন্ধনপূর্বক ০৬ বিভাগে অবস্থিত ০৬টি সামাজিক প্রতিবন্ধী মেয়েদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে তাদের রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরাপত্তার জন্য আবাসনের ব্যবস্থা করা।
- উদ্ধারকৃতদের নিয়মিত শারীরিক ও মানসিক চিকিৎসা প্রদান।
- নিবিড় কাউন্সেলিং ও মনিটরিং এর মাধ্যমে নিবাসীদের মানসিক উৎকর্ষ সাধন এবং অবৈধ যৌনাচারের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি।
- অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা, ধর্মীয় অনুশাসন ও বিভিন্ন ট্রেডভিত্তিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদেরকে স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলা।
- কর্মসংস্থান, স্বকর্মসংস্থান, বিবাহ কিংবা প্রকৃত অভিভাবক, নিকট আত্মীয় অথবা অন্য কোন বৈধ অভিভাবকের নিকট হস্তান্তরের মাধ্যমে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ।
- কেন্দ্রের ব্যবস্থাপক ও কেইস ওয়ার্কারের সুপারিশ এবং কেন্দ্রের ব্যবস্থাপনা কমিটির অনুমোদনক্রমে তাদেরকে বৈধ অভিভাবকের হেফাজতে মুক্তি প্রদান

৮.৩ মহিলা ও শিশু-কিশোরী হেফাজতীদের নিরাপদ আবাসন কেন্দ্র (সেফহোম)

মহিলা ও শিশু-কিশোরীদের বহুমুখী সমস্যার মধ্যে বিচারকালীন তাদের নিরাপদ হেফাজতে রাখা একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে জনগোষ্ঠীর এ অংশের জীবন প্রতিকূল ও বিচারকালীন ছাড়াও পারিবারিক সমস্যা, সামাজিক পরিস্থিতি ও নানাবিধ কারণে মহিলা ও শিশু-কিশোরীদের জেল, হাজত বা নিরাপদ হেফাজতে থাকতে বাধ্য হতে হয়। জেল বা হাজতের বিরূপ পরিবেশের কারণে এদের অনেকেই শারীরিক ও মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। কেউ কেউ মূল্যবোধের অবক্ষয়ের কারণে অপরাধপ্রবণ হয়ে ওঠে। সরকার বিষয়টিকে যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে এ অবস্থা নিরসনের জন্য সাধারণ জেলখানার বাইরে ভিন্ন পরিবেশে মহিলা ও শিশু-কিশোরী হেফাজতীদের নিরাপদ আবাসন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছে। সিলেট ও বরিশাল জেলায় ১ জুলাই, ২০০২ থেকে হেফাজতীদের নিরাপদ আবাসন কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। পরবর্তীতে চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনাতে (বাগেরহাট) হেফাজতিদের নিরাপদ আবাসন কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। মোট ৬টি কেন্দ্রের অনুমোদিত আসন সংখ্যা ৩০০। এ পর্যন্ত (জুন ২০২৩) পুনর্বাসনের সংখ্যা ১৩ হাজার ৭৪৮ জন।

সেবাসমূহ:

- নিরাপদ আশ্রয় প্রদান;
- বিনামূল্যে খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা, শিক্ষা ও বিনোদন;
- কেসওয়ার্ক এর মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক ও ব্যক্তিগত অবস্থা সম্পর্কে ধারণা লাভ এবং তাদের মানসিক অবস্থার উন্নয়ন;
- নির্ধারিত শুনানীর দিনে নিবাসীর নিরাপত্তা নিশ্চিতপূর্বক কোর্ট এ হাজির করা এবং কোর্ট থেকে কেন্দ্রে ফেরত আনা;
- দক্ষ জনসম্পদে উন্নীত করার লক্ষ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;
- কেন্দ্রে অবস্থানকালীন সকল প্রকার শারীরিক ও মানসিক চিকিৎসার ব্যবস্থাসহ সম্ভাব্য আইনগত সহায়তা প্রদান করা;
- কেন্দ্রে অবস্থানরত মহিলা ও শিশু হেফাজতীদের মানবাধিকার সমুন্নত রাখা।

৯.০ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সুরক্ষা ও উন্নয়ন কর্মসূচি

৯.১ জাতীয় বিশেষ শিক্ষা কেন্দ্র

এ দেশের দরিদ্র ও অবহেলিত জনগোষ্ঠীর এক বিরাট অংশ প্রতিবন্ধী। এদের শিক্ষা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনবল তৈরীর লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। ১৯৫৫ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমান শিল্পমন্ত্রী থাকাকালীন সময়ে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন দার্শনিক, সমাজসেবক, লেখক জনাব হেলেন কেলার- কে বাংলাদেশে নিয়ে আসেন। সেই থেকে বাংলাদেশে সমাজসেবার পথচলা। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়াধীন সমাজসেবা অধিদপ্তর ১৯৮৭ সালে শারীরিক, মানসিক প্রতিবন্ধীদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র শহীদ আসাদ গেইট, ঢাকার কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও যুগোপযোগী করার উদ্দেশ্যে নরওয়ের ৩ (তিন) টি স্বেচছাসেবী সংগঠন (১) নরওয়েজিয়ান এ্যাসোসিয়েশন অব দ্যা ব্লাইন্ড এন্ড পার্শ্বিয়ালী সাইটেড, (২) নরওয়েজিয়ান এ্যাসোসিয়েশন অব দ্যা ডেফ ও (৩) নরওয়েজিয়ান এ্যাসোসিয়েশন ফর দ্যা মেন্টালী রিটার্ডেড এর আর্থিক সহযোগিতায় বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের সম্মুখসহ দক্ষিণ পশ্চিম কোণের জায়গার পরিবর্তে ঢাকার মিরপুরসহ-১৪ নম্বর সেকশনে ৬.০০ (ছয়) একর জমির উপর ১৭ কোটি টাকা ব্যয়ে সমাজসেবা অধিদপ্তরাধীন আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত দক্ষিণ এশিয়ার মডেল ইনস্টিটিউট হিসেবে বিশেষ শিক্ষা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে।

এ প্রতিষ্ঠানে রয়েছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত "বিশেষ শিক্ষা শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ" এবং এ কলেজের ল্যাবরেটরী স্কুল হিসাবে ৩ টি প্রাথমিক বিদ্যালয় (১) বুদ্ধি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় (২) বাক ও শ্রবণ প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় এবং (৩) দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় এবং ১টি মাধ্যমিক (বাক ও শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য)। বিদ্যালয় ৪টিতে ছেলে ও মেয়েদের জন্য পৃথক পৃথক ৭টি হোস্টেল ও বি.এস.এড কলেজের জন্য ১টিসহ মোট ৮টি হোস্টেল রয়েছে। প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ের মোট ১৫৪ জন শিক্ষার্থী এবং শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজে ১২৮ জন প্রশিক্ষণার্থী পড়াশোনা করছে। এ কেন্দ্রের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষসহ কর্মকর্তা এবং কর্মচারীর মোট পদ ৭৫ টি।

প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষ শিক্ষায় প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত দক্ষ শিক্ষক তৈরির লক্ষ্যেই এ কলেজের সূচনা। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত এ কলেজ ১ বছর মেয়াদি বি.এড সমমানের বি.এস.এড (ব্যচেলর অব স্পেশাল এডুকেশন) ও এম.এস.এড (মাস্টার্স অব স্পেশাল এডুকেশন) কোর্স পরিচালিত হচ্ছে। প্রতি শিক্ষাবর্ষের শুরুতে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থী ভর্তি করা হয়। উক্ত কোর্সে বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতা, বাক ও শ্রবণ প্রতিবন্ধিতা ও দৃষ্টি প্রতিবন্ধিতা বিভাগে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

৯.২ মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুদের প্রতিষ্ঠান

অন্যান্য শিশুদের ন্যায় মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণ ও চিকিৎসা প্রদানের মাধ্যমে সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে চট্টগ্রাম জেলার রউফাবাদে মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুদের প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়। এ প্রতিষ্ঠানে অনুমোদিত আসন সংখ্যা ৭৫। বর্তমান নিবাসীর সংখ্যা ১৮৭ জন এবং এ পর্যন্ত (জুন ২০২৩) পুনর্বাসিতের সংখ্যা ২১০৯ জন।

সেবাসমূহ :

- আবাসন, ভরণপোষণ ও চিকিৎসাসেবা; বিশেষ পদ্ধতিতে মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষা প্রদান;
- সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি বিভিন্ন কারিগরী প্রশিক্ষণ প্রদান;
- ফিজিওথেরাপি, সাইকোথেরাপি ও স্পিচথেরাপি প্রদান; এবং
- খেলাধুলা, চিত্তবিনোদন ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা।

৯.৩ সরকারি দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়

১৯৮১ সালে বরিশালে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য ১টি বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়। এ প্রতিষ্ঠানে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীকে ভরণপোষণ, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, চিকিৎসা, চিত্তবিনোদন ও পুনর্বাসনের মাধ্যমে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করা হচ্ছে। সরকারি দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়, বরিশাল এর আসন সংখ্যা ১১০ জন। এ পর্যন্ত (জুন- ২০২৩) ৪৬২ জন পুনর্বাসিত হয়েছে ।

সেবাসমূহ :

- সাধারণ শিক্ষা;
- আবাসিক ও অনাবাসিক সুবিধা;
- আবাসিক শিক্ষার্থীদের জন্য বিনামূল্যে ভরণ-পোষণ চিকিৎসাসেবা, খেলাধুলা, চিত্তবিনোদন;
- ব্রেইল পদ্ধতিতে শিক্ষা দান এবং বিনামূল্যে ব্রেইল পুস্তক সরবরাহ;

- সহায়ক শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ; এবং
- পুনর্বাসন ।

৯.৪ সরকারি বাক-শ্রবণ প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়

১৯৬৫ সালে ফরিদপুর ও সিলেটে ১টি করে শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য সরকারি বাক্-শ্রবণ প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়। পরবর্তীতে ঝিনাইদহ ও চাঁদপুর জেলায় শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য আরও সরকারি বাক্-শ্রবণ প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়। এ সকল প্রতিষ্ঠানে শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীকে ভরণপোষণ, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, চিকিৎসা, চিত্তবিনোদন ও পুনর্বাসনের মাধ্যমে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করা হচ্ছে। বর্তমানে সারাদেশে ৪টি সরকারি বাক্-শ্রবণ প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় এর আসন সংখ্যা ৪০০। প্রতিষ্ঠানসমূহের অভ্যন্তরের বিদ্যালয়ে এস এস সি পর্যন্ত লেখাপড়ার ব্যবস্থা রয়েছে। এ পর্যন্ত (জুন- ২০২৩) ১১৮৮ জন পুনর্বাসিত হয়েছে ।

সেবাসমূহ

- ইশারা ভাষা শিক্ষা;
- সাধারণ শিক্ষা;
- আবাসিক ও অনাবাসিক সুবিধা;
- আবাসিক ছাত্রদের জন্য বিনামূল্যে ভরণপোষণ, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, চিকিৎসাসেবা, খেলাধুলা ও চিত্তবিনোদন; এবং
- পুনর্বাসন ।

৯.৫ পি,এইচ,টি, সেন্টার

দৃষ্টি ও শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের ভরণপোষণ, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, চিকিৎসা, চিত্তবিনোদন ও পুনর্বাসনের জন্য ১৯৬২ সালে পি,এইচ,টি,সেন্টার (Physicaly Handicapped Training Centre) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। প্রত্যেকটি সেন্টারে দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের জন্য ১টি ও শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের জন্য ১টিসহ মোট ২টি বিদ্যালয় রয়েছে। বর্তমানে সারাদেশে পরিচালিত ৪টি পি,এইচ,টি,সেন্টার এর আসন সংখ্যা ৫৮০টি। প্রতিষ্ঠানসমূহের অভ্যন্তরের বিদ্যালয়ে এস এস সি পর্যন্ত লেখাপড়ার ব্যবস্থা রয়েছে। এ পর্যন্ত (জুন- ২০২৩) ৬ হাজার ৮৪২ জন পুনর্বাসিত হয়েছে ।

সেবাসমূহ :

- ইশারা ভাষা শিক্ষা;
- সাধারণ শিক্ষা;
- আবাসিক ও অনাবাসিক সুবিধা;
- আবাসিক শিক্ষার্থীদের জন্য বিনামূল্যে ভরণপোষণ চিকিৎসা সেবা, খেলাধুলা, চিত্তবিনোদন;
- ব্রেইল পদ্ধতিতে শিক্ষা দান এবং বিনামূল্যে ব্রেইল পুস্তক সরবরাহ;
- সহায়ক শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ; এবং
- পুনর্বাসন ।

৯.৬ সমন্বিত দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষা কার্যক্রম

১৯৭৪ সনে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য সমন্বিত দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয় । দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিতকরণ, তুলনামূলকভাবে ব্যয়বহুল প্রাতিষ্ঠানিক কর্মসূচির পরিবর্তে স্থানীয় বিদ্যালয়ে চক্ষুষ্মান শিক্ষার্থীদের সঙ্গে বিশেষ ব্যবস্থাপনায় পড়াশুনা এবং নিজস্ব পরিবেশ ও অবস্থার সাথে তাল মিলিয়ে চলাফেরা করতে পারা, সর্বোপরি তাদেরকে মূলস্রোতে সম্পৃক্ত করার (Inclusion) উদ্দেশ্যে সমাজসেবা অধিদপ্তর ৬৪টি জেলায় ৬৪টি সমন্বিত দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। প্রতিটিতে ১০টি আসন এবং মোট অনুমোদিত আসন সংখ্যা ৬৪০টি। এ পর্যন্ত (জুন- ২০২৩) ১ হাজার ৫৭৩ জন পুনর্বাসিত হয়েছে । সমন্বিত দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় এসএসসি পর্যন্ত অধ্যয়নের সুযোগ রয়েছে।

সেবাসমূহ :

- সাধারণ শিক্ষার্থীদের সাথে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদান (Inclusive Education);
- ব্রেইল পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষাদান;
- বিনামূল্যে ব্রেইল বই ও অন্যান্য সহায়ক শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ;
- আবাসিক ছাত্রদের জন্য বিনামূল্যে ভরণপোষণ চিকিৎসাসেবা, খেলাধুলা ও চিত্তবিনোদন; এবং
- পুনর্বাসন ।

৯.৭ জাতীয় দৃষ্টি প্রতিবন্ধী প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র (টি,আর,সি,বি)

দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে ১৯৭৮ সনে ইআরসিপিএইচ এর অভ্যন্তরে এ কেন্দ্রটি চালু করা হয়। আবাসিক সুবিধাসম্পন্ন এ প্রতিষ্ঠানে দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীদের বিভিন্ন ট্রেড'এ কারিগরী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। অনুমোদিত আসন সংখ্যা ৫০টি। বর্তমান নিবাসীর সংখ্যা ২৪ জন। এ পর্যন্ত (জুন- ২০২৩) পুনর্বাসিতের সংখ্যা ১১৮৫ জন।

সেবার বিবরণ

- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আবাসন, ভরণপোষণ ও চিকিৎসাসেবা প্রদান;
- দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বাঁশ, বেত, হাঁস-মুরগি প্রতিপালন এবং চলাচলের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান;
- সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকুরি প্রাপ্তিতে সহযোগিতা প্রদান;
- সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি প্রাপ্তিতে সহযোগিতা; এবং
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কর্মসংস্থান ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা।

৯.৮ শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র (ইআরসিপিএইচ)

১৯৭৮ সনে বাক-শ্রবণ প্রতিবন্ধী ও শারীরিক প্রতিবন্ধী যুবকদেরকে বিভিন্ন ধরনের কারিগরী প্রশিক্ষণ দেওয়ার উদ্দেশ্যে গাজীপুর জেলার টঙ্গীতে কেন্দ্রটি চালু করা হয়। এ প্রতিষ্ঠানে অনুমোদিত আসন সংখ্যা ৮৫, বর্তমান নিবাসীর সংখ্যা ৭০ জন । এ পর্যন্ত পুনর্বাসিতের সংখ্যা ৩ হাজার ২১৩ জন।

সেবাসমূহ

- আবাসন, ভরণপোষণ, চিকিৎসাসেবা খেলাধুলা ও চিত্তবিনোদন;
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তির ধরন উপযোগী স্বল্পমেয়াদি ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রশিক্ষণ :
- প্রশিক্ষণ শেষে কর্মসংস্থান ও পুনর্বাসন; পদ খালি সাপেক্ষে কেন্দ্রে চাকরি প্রদান; এবং সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকরি প্রাপ্তিতে সহযোগিতা।

৯.৯ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের গ্রামীণ পুনর্বাসন উপকেন্দ্র

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের গ্রামীণ পুনর্বাসন উপকেন্দ্র প্রতিষ্ঠানে অনুমোদিত আসন সংখ্যা ৩০ এবং এ পর্যন্ত পুনর্বাসিতের সংখ্যা ৩৩৯। বাক-শ্রবণ ও শারীরিক প্রতিবন্ধী যুবকদেরকে বিভিন্ন প্রকার কারিগরী প্রশিক্ষণ দেওয়ার উদ্দেশ্যে বাগেরহাট জেলার ফকিরহাটে ১৯৭৮ সন থেকে শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের গ্রামীণ পুনর্বাসন উপকেন্দ্র নামে একটি প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হচ্ছে। এ প্রতিষ্ঠানে অনুমোদিত আসন সংখ্যা ৩০ এবং এ পর্যন্ত পুনর্বাসনের সংখ্যা ৩৩৯ জন। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ আছে।

৯.১০ ব্রেইল প্রেস

১৯৬৯ সালে ঢাকার আসাদ গেটে স্থাপিত হস্তচালিত ব্রেইল প্রেসটিকে ১৯৮২ সালে ইআরসিপিএইচ কেন্দ্রের অভ্যন্তরে, স্টেশন রোড, টঙ্গী, গাজীপুর এ পুনঃস্থাপন কর হয়। পুরাতন এই ব্রেইল প্রেসটিকে শুধুমাত্র ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত টেক্সট বই ব্রেইল পদ্ধতিতে মুদ্রণ করে দেশের ৫টি সরকারী প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিনামূল্যে সরবরাহ করে আসছিল। পরবর্তী পর্যায়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকসহ অন্যান্য বই ব্রেইল পদ্ধতিতে মুদ্রনের জন্য ১টি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন আধুনিক কম্পিউটারাইজড ব্রেইল প্রেস স্থাপন করা হয়। এই প্রেস হতে সরকার বিনামূল্যে বিভিন্ন সমন্বিত দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষা কার্যক্রম, সরকারী দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান সমূহে ব্রেইল বই সরবরাহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। এ প্রেসের মাধ্যমে জুন/২০২৩ পর্যন্ত ৩০৫৩১ সংখ্যক ব্রেইল বই বিভিন্ন দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ে এবং ২০০০ সংখ্যক ব্রেইল ক্যালেন্ডার মুদ্রণ ও বিতরণ করা হয় বাংলাদেশে সরকারী পর্যায়ে এই একটি মাত্র ব্রেইল প্রেস হতে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের লেখাপড়ার ব্রেইল পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ ও সরবরাহ করা হয়।

৯.১১ কৃত্রিম অঙ্গ উৎপাদন কেন্দ্র

(ইআরসিপিএইচ) টঙ্গী, গাজীপুরের অভ্যন্তরে শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কৃত্রিম অঙ্গ উৎপাদন কেন্দ্র রয়েছে। এ কেন্দ্রে শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য কৃত্রিম পা, ক্র্যাচ, ব্রেইল স্টিক এবং শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের শ্রবণশক্তি পরিমাপসহ হিয়ারিং এইড ও ইয়ার মোল্ড তৈরি হয়। সমাজসেবা অধিদপ্তরের বাক-শ্রবণ প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়সমূহের গ্রুপ হিয়ারিং এইড শ্রেণি কক্ষে প্রয়োজনীয় সার্ভিস ও মেরামত সুবিধা এ কেন্দ্র থেকে প্রদান করা হয়। উৎপাদিত কৃত্রিম অঙ্গ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মধ্যে বিনামূল্যে/হ্রাসমূল্যে সরবরাহ করা হয়। এ পর্যন্ত (জুন- ২০২৩) উপকৃতের সংখ্যা ৩০৫০০ জন।

৯.১২ এতিম ও প্রতিবন্ধী ছেলে-মেয়েদের জন্য কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

সমাজসেবা অধিদপ্তর সারাদেশের প্রতিবন্ধীদের জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও কর্মসূচি পরিচালনা করে আসছে। প্রতিবন্ধীরা যুগোপযোগী কারিগরী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে কর্মসংস্থান ও পুনর্বাসনের সুযোগ পেলে তারা সমাজ বা পরিবারের বোঝা ও করুণার পাত্র না হয়ে নিজেরাই স্বাবলম্বী হওয়ার পাশাপাশি জাতীয় অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অবদান রাখতে সক্ষম হবে। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে সমাজসেবা অধিদপ্তর প্রতিবন্ধী ছেলে-মেয়েদের আধুনিক কারিগরী প্রশিক্ষণ প্রদান করে চাকুরী ও স্ব-কর্মসংস্থানের মাধ্যমে সমাজে পুনর্বাসন করার লক্ষ্যে দেশের শিবচর, মাদারীপুর এবং দাউদকান্দি, কুমিল্লা প্রতিবন্ধী ছেলেমেয়েদের জন্য ০২ টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। প্রতিটি কেন্দ্রে আসন সংখ্যা ১০০ জন ।

সেবার বিবরণঃ

- বিশেষ পদ্ধতিতে মানসিক প্রতিবন্ধীদের সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি বিভিন্ন কারিগরী প্রশিক্ষণ প্রদান;
- ফিজিওথেরাপী, স্পীচথেরাপী ও সাইকোথেরাপী প্রদান;
- শিশুদের আবাসন, ভরণপোষণ ও চিকিৎসা সেবা; এবং
- খেলাধুলা, চিত্তবিনোদন ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা।

এতিম ও প্রতিবন্ধী ছেলেমেয়েদের কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, শিবগঞ্জ, বগুড়া- এর প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের স্থিরচিত্র

১০.০ গবেষণা, মূল্যায়ন, প্রকাশনা ও জনসংযোগ কার্যক্রম

সমাজসেবা অধিদপ্তর দেশের সামাজিক সমস্যাগ্রস্ত অনগ্রসর ও অসহায়, দুস্থ, দরিদ্র, বয়স্ক, বিপন্ন শিশুদের পাশাপাশি পিতৃ-মাতৃহীন শিশু ও প্রতিবন্ধীদের কল্যাণ, উন্নয়ন ও অধিকার সুরক্ষামূলক বহুমাত্রিক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে। দেশব্যাপী এসব কর্মসূচির বহুল প্রচার, মাঠপর্যায়ে বাস্তবায়নাধীন কর্মসূচি মূল্যায়ন এবং সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা, প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মধ্যে আন্ত:সম্পর্ক স্থাপন, তথ্যপ্রবাহ ও জনসংযোগ সাধনে গবেষণা, মূল্যায়ন, প্রকাশনা ও জনসংযোগ শাখা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এই শাখা বিভিন্ন মন্ত্রণালয়-বিভাগ কর্তৃক চাহিত প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রেরণ ছাড়াও মুখপত্র মাসিক সমাজকল্যাণ বার্তা ও কার্যক্রমভিত্তিক পোস্টার, লিফলেট, ফেস্টুন ও বুশিয়র প্রকাশ এবং জাতীয় ও দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রদান করে থাকে। এছাড়া কার্যক্রম পরিচিতি, বাস্তবায়ন নীতিমালা, আইন-বিধি সংক্রান্ত গ্রন্থ মুদ্রণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে।

১০.১ বিভিন্ন দিবস উদযাপন

- ১৫ আগস্ট ২০২২ স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪৭ তম শাহাদাৎ বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস ২০২২ পালন উপলক্ষে দোয়া মাহফিল ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।
- ০১ অক্টোবর ৩২তম আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস-২০২২ 'Resilience of Older Persons in a Changing World' 'পরিবর্তিত বিশ্বে প্রবীণ ব্যক্তির সহনশীলতা', প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে দেশব্যাপী যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপিত হয়েছে। দিবস উপলক্ষে র‌্যালি ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে। দিবস উপলক্ষে পোষ্টার এবং লিফলেট মুদ্রণপূর্বক সমাজসেবা অধিদপ্তরের সকল ইউনিটসমূহে প্রেরণ করা হয়েছে।
- ১৮ অক্টোবর ২০২২ "শেখ রাসেল দিবস" যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপিত হয়। দিবস উপলক্ষে সমাজসেবা অধিদপ্তরের "মধুমতি মিলনায়তন" (নীচ তলা) আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া সমাজসেবা অধিদপ্তর পরিচালিত আবাসিক প্রতিষ্ঠানসমূহে উন্নতমানের খাবার প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।
- ২ জানুয়ারি জাতীয় সমাজসেবা দিবস ২০২৩ ও জাতীয় মানবকল্যাণ পদক প্রদান উদযাপন উপলক্ষে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায়, দেশ গড়বো সমাজসেবায় প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ০২ জানুয়ারি ২০২৩ মধুমতি মিলনায়তন, সমাজসেবা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকায় জাতীয় সমাজসেবা দিবস ২০২৩ ও জাতীয় মানবকল্যাণ পদক প্রদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

- ২ জানুয়ারি জাতীয় সমাজসেবা দিবস ২০২৩ ও জাতীয় মানবকল্যাণ পদক প্রদান অনুষ্ঠানে ০৮ জন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে জাতীয় মানবকল্যাণ পদক প্রদান করা হয়।
- ২ জানুয়ারি জাতীয় সমাজসেবা দিবস ২০২৩ ও জাতীয় মানবকল্যাণ পদক প্রদান উদযাপন উপলক্ষে জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় ক্রোড়পত্র প্রকাশ করা হয়েছে। এছাড়াও লিফলেট ও পোস্টার মুদ্রণপূর্বক সমাজসেবা অধিদপ্তরের সকল কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০৩ তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২৩ উপলক্ষে সমাজসেবা অধিদপ্তর প্রাঙ্গনে আলোচনা সভা, দোয়া মাহফিল ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। দিবস উপলক্ষে ১০৩টি বেলুন ওড়ানো, সরকারি শিশু পরিবাবের নিবাসীদের নিয়ে ১০৩ পাউন্ড ওজনের কেক কাটা এবং শিশুদের জন্য চিত্রাংকন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

১০.২ অধিদপ্তরের কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়ন, সচেতনতা তৈরি, প্রচার ও প্রকাশনা

- সরকারের উন্নয়ন কার্যক্রমসহ জাতীয় অর্জনসমূহ ব্যাপক প্রচারের নিমিত্ত সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত বিভিন্ন কার্যক্রম ও কর্মসূচি সম্পর্কে বাংলাদেশ টেলিভিশনে প্রতিদিন সকাল ০৭:৩০ মিনিটে “সমাজ দর্পন” নামক অনুষ্ঠান প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
- বিভিন্ন দিবস উপলক্ষে সমাজসেবা অধিদপ্তরের সামগ্রিক কার্যক্রম সম্বলিত লিফলেট, ব্রোশিওর, পোস্টার মুদ্রণ ও বিতরণ।
- G2P পদ্ধতিতে ভাতা প্রদানের লক্ষ্যে ভাতাভোগীদের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য দেশব্যাপি মাইকিং ও অন্যান্য মাধ্যমে ব্যাপক প্রচারণা করা হয়েছে।
- ইউটিউবে সমাজসেবা অধিদপ্তরের সরকারি সেবা কার্যক্রমের ভিডিও আপলোড।
- সমাজসেবা অধিদপ্তরের কার্যক্রমের প্রচার-প্রচারণা পত্রিকায় বিজ্ঞাপন, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় টিভি স্ক্রলসহ টেলিভিশন, বেতারে প্রচারণার মাধ্যমে জনগণকে অবহিতকরণ করা হয়।
- সমাজসেবা অধিদপ্তর এর নিজস্ব ওয়েবসাইট (www.dss.gov.bd) এ নিয়মিত তথ্য হালনাগাদকরণ ইত্যাদি।

১১.০ সমাজসেবায় ইনোভেশন

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক ২০১৩ সনে জারিকৃত প্রজ্ঞাপনের আলোকে সমাজসেবা অধিদফতরে ইনোভেশন টিম গঠন করা হয়েছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক ২০১৫ সনে জারিকৃত উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও মূল্যায়ন নির্দেশিকা, ২০১৫ এর আওতায় সমাজসেবা অধিদপ্তরের ‘উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০১৫-১৬ অর্থবছর থেকে প্রণয়ন করছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরের ০৭ টিসহ এ পর্যন্ত ৬৯ টি উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে এবং সে মোতাবেক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

সমাজসেবা অধিদপ্তরের ৬৯ টি উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহ

ক্রমিক	উদ্ভাবনী উদ্যোগের শিরোনাম
১	ওয়ান ইউসিডি ওয়ান নিউ ট্রেড
২	e-Learning and Training Management System
৩	বেসরকারি ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট ম্যানেজমেন্ট এবং কেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম
৪	“ফেরা” (হারিয়ে যাওয়া মানুষের আপন ঠিকানায় ফিরে আসা)
৫	কর্মকর্তা-কর্মচারীদের তথ্যাদির ডিজিটাল ব্যবস্থাপনা সিস্টেম
৬	র‍্যাপিড কন্টাক্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম
৭	ক্যান্সার, কিডনী, লিভার সিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইজড, জন্মগত হৃদরোগ এবং থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত রোগীদের আর্থিক সহায়তার জন্য অনলাইন আবেদন
৮	দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের ই-লার্নিং সেন্টার

ক্রমিক	উদ্ভাবনী উদ্যোগের শিরোনাম
৯	অ্যাপ: MyDSS (Contact Management System)
১০	স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ সহজিকরণে Volunteers Organization Management System and Mobile Apps
১১	উপজেলা পর্যায়ের হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রমের সেবা সহজিকরণ এবং সহায়তা প্রদান
১২	শহর সমাজসেবা কার্যালয়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে ভর্তি সহজিকরণ এবং কর্মসংস্থানে সহায়তা প্রদান
১৩	ভাতা কার্যক্রমের ই-পেমেন্ট
১৪	সরকারি শিশু পরিবারে নিবাসীদের শিক্ষা কার্যক্রমে কোচিং সাইকেল
১৫	সরকারি শিশু পরিবারের নিবাসীদের অভিভাবক পরিচয়পত্র প্রদান
১৬	পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রমের হিসাব সহজীকরণ “ম্যাজিক ব্যালেন্স”
১৭	‘যাকাত ও অনুদান সংগ্রহ মেলা’ (হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রমের দু:স্থ, অসহায় রোগীদের কল্যাণে)
১৮	প্রতিষ্ঠানভিত্তিক প্রতিষ্ঠান সমূহের নিবাসী দিবস ও অভিভাবকের সাথে ভিডিও কনফারেন্সিং
১৯	“প্রজন্ম বাঁচাই” শিশু সুরক্ষা একটি সামাজিক আন্দোলন
২০	টোল ফ্রি চাইল্ড হেল্প লাইন ১০৯৮
২১	ডিজিটাল আইডিসহ এটেনডেন্ট সিস্টেম
২২	চা শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির ডাটা ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম
২৩	মাইক্রোক্রেডিট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম
২৪	Disability Information System (DIS)
২৫	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির মাধ্যমে সুবিধাভোগীদের স্বাবলম্বীকরণ
২৬	শিশু আইন ২০১৩ এর আওতায় বিকল্প ব্যবস্থাসমূহের সহজ বাস্তবায়ন
২৭	নিরাপদ মাতৃত্ব
২৮	সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে নিবন্ধিত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কার্যক্রম মনিটরিং
২৯	ভাতা কার্যক্রমের সুবিধাভোগীদের ‘হেলথ কার্ড’ এর মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবায় অগ্রাধিকার প্রদান
৩০	শিশুর মনোসামাজিক উন্নয়নে ‘প্রদীপ পাঠদান’
৩১	ভিডিও টিউটোরিয়াল ব্যবহার করে শিক্ষা প্রদান সহজিকরণ
৩২	মাতৃছায়া সেবা সহায়তা কার্যক্রম
৩৩	সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদেয় সকল ভাতার লেমিনেটিং বই বিতরণ
৩৪	সরকারি শিশু পরিবারের ‘মেধা লালন’
৩৫	আলোকিত শিশু
৩৬	স্বপ্ন পূরণ বক্স
৩৭	ব্রেইল এর মাধ্যমে অধিদপ্তরের কক্ষ নির্দেশিকা এবং নেইম প্লেট
৩৮	প্রবেশন অ্যাপ: সুরক্ষা
৩৯	প্রবীণ ভাতাভোগীর বই রিপ্লেস: শ্রদ্ধা
৪০	শিশু পরিবারে অনলাইন ভর্তি কার্যক্রম
৪১	ডিএসএস ই-লাইব্রেরি
৪২	সংকল্প: দেখবো এবার জগৎটাকে
৪৩	স্বয়ংক্রিয় স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ব্যবস্থাপনা সিস্টেম
৪৪	প্রতিবন্ধী শনাক্তকরণ জরিপ কর্মসূচি সহজিকরণ “সুবর্ণ নাগরিক”
৪৫	অনলাইন নিবাসী ব্যবস্থাপনা
৪৬	সরকারি বুদ্ধি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ে ভর্তি সহজিকরণ ‘স্বপ্ন বুনন’
৪৭	ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট মঞ্জুরী সহজিকরণ “প্রতিপালন”
৪৮	ছোটমনি নিবাসের শিশুদের অভিভাবকত্ব গ্রহণ সহজিকরণ “আপন পরিবার”
৪৯	নিবন্ধিত স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সদস্যদের স্বেচ্ছাসেবক পরিচয়পত্র প্রদান “স্বেচ্ছাসেবক”
৫০	বয়স্ক ও অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা কার্যক্রম উপকারভোগীদের অগ্রাধিকারভিত্তিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান নিমিত্ত “হেলথ কার্ড”

ক্রমিক	উদ্ভাবনী উদ্যোগের শিরোনাম
৫১	অভ্যন্তরীণ সেবা গুদাম, যন্ত্রপাতি এবং যানবাহন সেবা সহজিকরণ "ইনভেন্টরি এন্ড সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট
৫২	প্রবেশন এন্ড আফটার কেয়ার সার্ভিস সহজিকরণ
৫৩	বয়স্কভাতাভোগীদের স্বাস্থ্য সেবাকে দ্রুত ও সহজিকরণ করার উদ্দেশ্যে "হেলথ কার্ড প্রদান
৫৪	সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারের মাধ্যমে নিবন্ধিত স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের কার্যক্রম মনিটরিং
৫৫	"স্বপ্নচারীদের পাঠশালা শিক্ষা সহায়তা একটি প্লাটফর্ম
৫৬	'মমতার ডাক'
৫৭	'স্বপ্ননীড়'
৫৮	প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সেবাকর্ণার 'আপনজন'
৫৯	অনলাইন সম্পদ ব্যবস্থাপনা
৬০	ভিডিও টিউটোরিয়ালের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান সহজীকরণ
৬১	মাতৃছায়া সেবা সহায়তা কার্যক্রম
৬২	প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের স্বাস্থ্যসেবা সহজিকরণ
৬৩	রেজিষ্টার ও স্বয়ংক্রিয় রিপোর্ট সিস্টেম
৬৪	সেবাগ্রহীতার স্বংয়ক্রিয় দিকনির্দেশনা
৬৫	নির্দেশিকা ফলক (ব্রেইলসহ)
৬৬	শিশু পরিবারভিত্তিক শিক্ষা প্রকল্প
৬৭	শিশু পরিবারভিত্তিক শিশু কল্যাণ ও পুনর্বাসন সমিতি
৬৮	শিশুদের জন্য ভার্চুয়াল গিফট এবং
৬৯	কিশোর অপরাধ নিয়ন্ত্রণ ও সামাজিক অবক্ষয় প্রতিরোধে বিদ্যালয় সমাজকর্ম প্রবর্তন

১২.০ সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় পরিচালিত উন্নয়ন প্রকল্প

সমাজসেবা অধিদপ্তরের মাধ্যমে ২০২২-২৩ অর্থবছরে বাস্তবায়নাধীন ৪০টি প্রকল্পের মধ্যে ০২টি নতুন অনুমোদিত। ৪০টি প্রকল্পের অনুকূলে ২০২২-২৩ অর্থবছরে সংশোধিত বাজেটে ৭৪৯ কোটি ১৯ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা এবং আরএডিপি'তে বরাদ্দ ছিল ৬৪৪ কোটি ৪৪ লক্ষ টাকা। এর মধ্যে সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে ০৭টি প্রকল্পের অনুকূলে ৩০৫ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। সরকারি ও বেসরকারি যৌথ উদ্যোগে বাস্তবায়নাধীন ৩০টি প্রকল্পের অনুকূলে মোট ৩৫০ কোটি ৫৪ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা, যার মধ্যে জিওবি অংশ ২৪৫ কোটি ৭৯ লক্ষ টাকা এবং বেসরকারি প্রত্যাশী সংস্থা অংশ ১০৪ কোটি ৭৫ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা বরাদ্দ রয়েছে। বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট ০৩টি প্রকল্পের অনুকূলে মোটি ৯৩ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা যার মধ্যে জিওবি ৭ কোটি ৯৩ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য খাতে ৮৫ কোটি ২২ লক্ষ টাকার বরাদ্দ রয়েছে। বরাদ্দকৃত মোট বাজেটের বিপরীতে ৫৬৪ কোটি ৭২ লক্ষ ১২ হাজার ৪ শত টাকা ব্যয় হয়েছে এবং আরএডিপি বরাদ্দের বিপরীতে ৫২০ কোটি ২৮ লক্ষ ৮০ হাজার ৪ শত টাকা ব্যয় হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরের আরএডিপি বরাদ্দ অনুযায়ী আর্থিক অগ্রগতি ৮১% এবং বাস্তব অগ্রগতি ৯৫%। সরকারি ব্যয়ে কৃচ্ছ্রসাধনের লক্ষ্যে অর্থ বিভাগ কর্তৃক স্মারক নম্বর: ০৭.১০১.০২০.০০.০০.০০১.২০০৯-৪০২, তারিখ: ১২/০৩/২০২৩ খ্রি. যোগে জারিকৃত পরিপত্র অনুসারে উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন খাতে বরাদ্দকৃত সম্পূর্ণ অর্থ ছাড় স্থগিত থাকায় ২০২২-২৩ অর্থবছরের আর্থিক অগ্রগতি মোট আরএডিপি বরাদ্দ অনুযায়ী কম হয়েছে।

১২.১ ২০২২-২৩ অর্থবছরে বাস্তবায়াধীন প্রকল্প (৪০টি)

ক) সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্প: (০৭টি)

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	২০২২-২৩ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ	২০২২-২৩ অর্থ বছরের ব্যয়
১.	বাংলাদেশ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন (২য় সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৭- ডিসেম্বর, ২০২২)	১০৬.০০	৭৭.৭৩
২.	এস্টাবলিশমেন্ট অব স্যোসাল সার্ভিসেস কমপ্লেক্স ইন ৬৪ ডিসট্রিক্ট (১ম পর্যায়, ২২টি জেলায়) (১ম সংশোধিত) (জুলাই ২০১৭- জুন ২০২৩)	৮৮৬০.০০	৭৪০৬.১৪
৩.	সরকারি শিশু পরিবার এবং ছোটমণি নিবাস নির্মাণ/পুন:নির্মাণ (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৮ - জুন, ২০২৪)	৪৫০০.০০	৪৩৮৩.২৯
৪.	দুস্থ শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র পুনঃনির্মাণ, কোনাবাড়ি, গাজীপুর (জুলাই, ২০১৯ - জুন, ২০২৩) (প্রস্তাবিত ডিসেম্বর ২০২৪)	৫৮৬০.০০	৪৯৬৪.১৫
৫.	০৮টি সরকারি শিশু পরিবারে ২৫ শয্যাবিশিষ্ট শান্তি নিবাস স্থাপন (জুলাই, ২০২০ - জুন, ২০২৩) (প্রস্তাবিত ডিসেম্বর ২০২৩)	৬৬২৯.০০	৬১৮২.৯১
৬.	নিয়ন্ত্রিত প্রবেশ ও প্রযুক্তিগত মনিটরিং ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ৮৫টি সরকারি শিশু পরিবারের সুরক্ষা ও নিবিড় তত্বাবধান (জুলাই ২০২১ হতে ডিসেম্বর ২০২৩)	৪৫৯৫.০০	৩৭১৭.১৬
৭.	উন্নয়নের মহাসড়কে জয়রথে বিজয়ের জয়ধ্বনি (এপ্রিল ২০২২ হতে মার্চ ২০২৪)	০.০০	০.০০
	মোট=	৩০৫৫০.০০	২৬৭৩১.৩৮

খ) সরকারি ও বেসরকারি যৌথ উদ্যোগে বাস্তবায়িত প্রকল্প: (৩০টি)

(লক্ষ টাকায়)

ক্রম	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	২০২২-২৩ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ			২০২২-২৩ অর্থবছরের ব্যয়		
		মোট	জিওবি	প্রত্যাশী সংস্থা	মোট	জিওবি	প্রত্যাশী সংস্থা
১.	সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাগপুরে ফজলুল হক প্রবীণ নিবাস (থেরাপী সেন্টারসহ) এবং অনগ্রসর কিশোর-কিশোরীদের জন্য বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ (জানুয়ারি ২০২০ হতে জুন ২০২৩)	৪২৫.৫৯৮	৩৩৬.০০	৮৯.০৯	৪২২.৮১	৩৩২.৭২	৮৯.০৯
২.	করিমপুর নুরজাহান সামসুন্নাহার মা ও শিশু বিশেষায়িত হাসপাতাল স্থাপন (জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২৩) (প্রস্তাবিত জুন ২০২৪)	১৫১০.৯২	১১৫৪.০০	৩৫৬.৯২	৭৫০.০০	৭৫০.০০	-
৩.	সুনামগঞ্জ ডায়াবেটিক হাসপাতাল স্থাপন (জুলাই ২০১৮- জুন ২০২৩) (প্রস্তাবিত ডিসেম্বর ২০২৪)	৭৮৮.৮০	৬৪৩.০০	১৪৫.৮০	৪০৩.২৭৬	৪০১.৫১৬	১.৭৬
৪.	মাদারীপুর ডায়াবেটিক হাসপাতাল স্থাপন (ডিসেম্বর ২০১৮ হতে নভেম্বর ২০২৩)	৭৫১.১৬	৫০০.০০	২৫১.১৬	২৮৯.৯০	২৭৫.০০	১৪.৯০

ক্রম	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	২০২২-২৩ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ			২০২২-২৩ অর্থবছরের ব্যয়		
		মোট	জিওবি	প্রত্যাশী সংস্থা	মোট	জিওবি	প্রত্যাশী সংস্থা
৫.	দু:স্থ, বিধবা, বেকার, প্রতিবন্ধী, প্রান্তিক ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে টেকসই প্রশিক্ষণ (জানুয়ারি ২০২১ হতে জুন ২০২৩)	১০৩৫.৮০২	৮৬৭.০০	১৬৮.০২	১০২৭.৯৭২	৮৫৯.১৭	১৬৮.৮০২
৬.	কুমিল্লা ১০০ শয্যা বিশিষ্ট বিশেষায়িত হাসপাতাল স্থাপন (১ম সংশোধিত) (জুলাই ১৭ - জুন ২০২৩) (প্রস্তাবিত জুন ২০২৪)	৫৭২.৯৮	৫০০.০০	৩৭২.৯৮	৬০০.০০	৫০০.০০	১০০.০০
৭.	কুমিল্লা জেলার ৬টি উপজেলায় নিরাপদ মাতৃত্ব কার্যক্রম (২য় পর্যায়) (অক্টোবর/২০১৮- জুন/২০২১) (মেয়াদ বৃদ্ধি প্রক্রিয়াধীন)	১৭০.৩৩	১.০০	১৬৯.৩৩	০.০০	০.০০	০.০০
৮.	ঢাকা শিশু হাসাপাতালে এ্যাডভন্সড শিশু সার্জারী এন্ড স্টেম সেল থেরাপি ইউনিট স্থাপন (১ম সংশোধিত) (জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২৩)	১১৫১.৮৭	২৭৬.০০	৮৭৫.৮৭	৫০৮.৪৯	১৪৬.৩৫	৩৬২.১৪
৯.	এস্টাবলিশমেন্ট অব ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন হসপিটাল, রাজশাহী (১ম সংশোধিত)(জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২৩) (প্রস্তাবিত ডিসেম্বর ২০২৩)	২৩৩৬.৫১১	১০৫৩.০০	১২৮৩.৫১১	০.০০	০.০০	০.০০
১০.	এস্টাবলিশমেন্ট অব হার্ট ফাউন্ডেশন হসপিটাল, চাঁপাইনবাবগঞ্জ (জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২৩) (প্রস্তাবিত জুন ২০২৪)	৮৫০.০০	৫০০.০০	৩৫০.০০	৩৮৬.৯৬	৩৩১.০০	৫৫.৯৬
১১.	মোহনগঞ্জ সমাজকল্যাণ বালিকা এতিমখানা নির্মাণ (জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২৩)	৫০৮.৮৩	৪০৫.০০	১০৩.৮৩	৩০২.৭৮	২৯২.৩৮	১০.৪০
১২.	আমাদের গ্রাম ক্যান্সার কেয়ার এন্ড রিসার্চ সেন্টার নির্মাণ (জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২৩) (প্রস্তাবিত জুন ২০২৪)	১৩৪৪.১২	৮৯৯.০০	৪৪৫.১২	৫৫৬.১৭	৫৫৪.০০	২.১৭
১৩.	ছেতারা ছফিউল্লাহ কিডনী ও প্রতিবন্ধী সেবা কেন্দ্র স্থাপন (নভেম্বর ২০১৯ হতে জুন ২০২৩) (প্রস্তাবিত জুন ২০২৪)	৮২৪.৮৬	৭৭৩.০০	৫১.৮৬	৩৪১.৭৭	৩০৩.৯৬	৩৭.৮১
১৪.	প্রত্যয়ঃ যুব প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সমৃদ্ধি (জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২৪)	১৩০০.০০	১০০০.০০	৩০০.০০	১০৮৭.৪১	৮৪৭.৭০	২৩৯.৭১
১৫.	প্রফুল্ল প্রতিভা প্রবীণ নিবাস, এতিমখানা এবং বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের সাহায্য কেন্দ্র, মাগুরা (জুলাই ২০২০ হতে জুন ২৩)	১৬৯৫.৯৭	১৬১০.০০	৮৫.৯৭	৭৬৭৮.৭৯৯	১৫৯৬.০৭৯	৮৫.৭২
১৬.	প্রতিবন্ধী, বিধবা ও দুঃস্থদের কল্যাণে শামসুদ্দিন গোলেজান ট্রেনিং কমপ্লেক্স এবং স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র স্থাপন (জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২৩)	১৬৭১.০৪	১৫৯৪.০০	৭৭.০৪	১৬২১.৬৯২	১৫৪৪.৬৫২	৭৭.০৪
১৭.	কিডনী হাসপাতাল স্থাপন, সিলেট (জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২৪)	১১২০.০০	৬০০.০০	৫২০.০০	৭৮৮.২৬	৫০৯.৯৯	২৭৮.২৭
১৮.	গাজীপুর ডায়াবেটিক হাসপাতাল স্থাপন (জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২৩) (প্রস্তাবিত জুন ২০২৪)	৭০৮.৭১	৩০০.০০	৪০৮.৭১	২৩২.৫০	২৩২.৫০	০.০০

ক্রম	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	২০২২-২৩ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ			২০২২-২৩ অর্থবছরের ব্যয়		
		মোট	জিওবি	প্রত্যাশী সংস্থা	মোট	জিওবি	প্রত্যাশী সংস্থা
১৯.	টেকসই গ্রীন হাউজ প্রযুক্তি ব্যবহার ও উন্নত কৃষি উপকরণ সরবরাহের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করে করোনা অর্থনৈতিক ক্ষতি প্রশমন (১ম সংশোধিত) (জানুয়ারি ২০২১ হতে জুন ২০২৩)	৩৯৯১.৭০	৩১৭৮.০০	৮১৩.৭০	৩৯৬২.৬৯৩	৩১৪৮.৯৯৩	৮১৩.৭০
২০.	চরফ্যাশন উপজেলায় বাংলাদেশ দারিদ্র বিমোচন সংস্থা স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র স্থাপন (জানুয়ারি ২০২১ হতে জুন ২০২৩) (প্রস্তাবিত জুন ২০২৪)	৮৭৩.৬৭	৫০০.০০	৩৭৩.৬৭	৬৭.৮৭৭	৫৬.৩৭৭	১১.৫০
২১.	খান বাড়ী কমিউনিটি হাসপাতাল, পাঁচখোলা, মাদারীপুর স্থাপন (জানুয়ারি ২০২১ হতে ডিসেম্বর ২০২৩)	১৯৬৬.০০	১৮৬৬.০০	১০০.০০	১৯৩০.২৮	১৮৩৮.২২	৯২.০৬
২২.	ইনক্লুসিভ আই কেয়ার ফ্যাসিলিটিস হাসপাতাল স্থাপন (জানুয়ারি ২০২১ হতে জুন ২০২৩)	১৭৩৭.৮৭	৯৯৯.০০	৭৩৮.৮৭	১৬৬৫.৩৪৯	৯৫৮.৪৮৪	৭০৬.৮৬৫
২৩.	ছিন্নমূল, অনগ্রসর, এতিম ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর সামাজিক উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের জন্য বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান (জানুয়ারি ২০২১ হতে জুন ২০২৩)	৯২৯.২৬	৭৩২.০০	১৯৭.২৬	৯১৯.৩৮	৭২৬.০৬	১৯৩.৩২
২৪.	দুস্থ, বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তা ও হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীকে কর্মসংস্থানমূলক কাজের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন (জুলাই ২০২১ হতে ডিসেম্বর ২০২৩)	১৮৮৩.০০	১৩৮৩.০০	৫০০.০০	১০৭৯.৫৯	৭১৬.৭০	৪৬১.৭৪
২৫.	পটুয়াখালী জেলার অসহায়, দুস্থ ও করোনাকালীন ক্ষতিগ্রস্থ বেকার যুব ও যুব মহিলাদের বিবিধ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জীবনমান উন্নয়ন (জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২৩) (প্রস্তাবিত ডিসেম্বর ২০২৩)	১০৪৭.৭৮৫	১৪১৬.০০	৩৫১.৭৮৫	১৬১০.৪৫৮	১২৫৮.৬৭৩	৩১৫.৭৫৮
২৬.	আর্সেনিকোসিস রোগীদের সচেতনতা সৃষ্টি এবং চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা (জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২৩)	৫০০.০০	২৯২.০০	২০৮.০০	৪৮৯.৫০২	২৮৪.০৫২	২০৫.৪৫
২৭.	অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে মোবাইল সার্ভিসিং, ড্রাইভিং, টিভি-ফ্রিজ মেরামত এবং দর্জি বিজ্ঞান ও এমব্রয়ডারি প্রশিক্ষণ (জুলাই ২০২১ হতে ডিসেম্বর ২০২৩)	৩০০.০০	২০০.০০	১০০.০০	২৭১.০৯৬	২২৫.১২৮	৪৫.৯৬৮
২৮.	গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়া, টুঙ্গীপাড়া ও মকসুদপুর উপজেলার দুঃস্থ ও অসহায় জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিভিন্ন ট্রেড ভিত্তিক দক্ষতা উন্নয়ন এবং আয়-উপার্জনে সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন (অক্টোবর ২০২১ - সেপ্টেম্বর ২০২৩)	৭৫০.০০	৫০০.০০	২৫০.০০	২৮৫.২৩	১২০.৯৮	৪৪.২৫
২৯.	জামালপুর জেলার ইসলামপুর, মিলান্দহ ও বকশীগঞ্জ উপজেলার দুঃস্থ ও অসহায় জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন ট্রেড ভিত্তিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পুনর্বাসন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন	৭০০.০০	৫০০.০০	২০০.০০	৩৪৪.৬০	২৪৯.৮৪	৯৪.৭৬

ক্রম	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	২০২২-২৩ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ			২০২২-২৩ অর্থবছরের ব্যয়		
		মোট	জিওবি	প্রত্যাশী সংস্থা	মোট	জিওবি	প্রত্যাশী সংস্থা
	(অক্টোবর ২০২১ - সেপ্টেম্বর ২০২৩)						
৩০.	১০০ শয্যা বিশিষ্ট ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন হসপিটাল, জামালপুর স্থাপন (জুলাই ২০২২ - জুন ২০২৪)	৯৬৬.০০	২.০০	৯৬৪.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	মোট=	৩৫০৫৪.৭০২	২৪৫৭৯.০০	১০৪৭৫.৭০২	২৩৬২০.৮৪৪	১৯১৭৭.৫২৪	৪৪৪৩.৩২

গ) বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট বাস্তবায়িত প্রকল্প: (০৩টি)

(লক্ষ টাকায়)

ক্রম	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	২০২২-২৩ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ			২০২২-২৩ অর্থবছরের ব্যয়		
		মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য
১.	চাইল্ড সেনসিটিভ স্যোসাল প্রটেকশন ইন বাংলাদেশ (সিএসপিবি) ফেইজ-২ (১ম সংশোধিত)(জুলাই, ২০১৭- ডিসেম্বর, ২০২৪)	৩৫৩০.০০	৭৩০.০০	২৮০০.০০	২১৩৩.৯১	২০.৪৫	২১১৩.৪১
২.	CashTransfar Modernization (CTM) (জুলাই, ২০১৮ - জুন, ২০২৩) (প্রস্তাবিত জুন ২০২৫)	৩৭৮৬.০০	৬৩.০০	৩৭২২.০০	১৯৮৫.৯৯	৩৯.৬৭	১৯৪৬.৩২
৩.	Urban Management of Internal Migration due to Climate Change Project (UMIMCC), Phase-II (জানুয়ারি ২০১৮ - ডিসেম্বর ২০২২) (প্রস্তাবিত সেপ্টেম্বর ২০২৩)	২০০০.০০	-	২০০০.০০	২০০০.০০	-	২০০০.০০
	মোট=	৯৩১৫.০০	৭৯৩.০০	৮৫২২.০০	৬১১৯.৯০	৬০.১৭	৬০৫৯.৭৩

১২.২ ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের অনুন্নয়ন বাজেট হতে অর্থায়নকৃত (PPNB ছকে) চলমান কর্মসূচি: (০১টি)

(লক্ষ টাকায়)

ক্রম	কর্মসূচির নাম ও বাস্তবায়নকাল	প্রাক্কলিত ব্যয়	২০২২-২৩ অর্থবছরে সংশোধিত বরাদ্দ	২০২২-২৩ অর্থবছরের ব্যয়	কর্মসূচির শুরু থেকে জুন/২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়
১.	বেড়া ডায়াবেটিক সমিতি (বেডাস) ভবন নির্মাণ (জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২৩) (প্রস্তাবিত জুন ২০২৪)	৯৮৬.৫০	৫৮০.০০	৫৮০.০০	৬৮১.১৮৮

১২.৩ ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বাস্তবায়িত সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্প: (১২টি)

ক্র.	সমাপ্ত প্রকল্পের নাম	মেয়াদ	প্রাক্কলিত ব্যয়
১.	বাংলাদেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন (২য় সংশোধিত)	(জুলাই/২০১৭-ডিসেম্বর/২০২২)	মোট : ৭০৮৪.২২ জিওবি: ৭০৮৪.২২
২.	৬৪ জেলায় জেলা সমাজসেবা কমপ্লেক্স নির্মাণ (১ম পর্যায়ে ২২ জেলা) (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প	(জুলাই/২০১৭-জুন/২০২৩)	মোট : ৩৬৬৩৪.৫১ জিওবি: ৩৬৬৩৪.৫১
৩.	সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাদপুরে ফজলুল হক প্রবীণ নিবাস (থেরাপী সেন্টারসহ) এবং অনগ্রসর কিশোর-কিশরীদের জন্য বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ (১ম সংশোধিত)	(জানুয়ারি/২০২০ হতে জুন/২০২৩)	মোট : ২৮৩৪.৭৮ জিওবি: ২১৭৮.৩৮ সংস্থা : ৬৫৬.৪০
৪.	মোহনগঞ্জ সমাজকল্যাণ বালিকা এতিমখানা নির্মাণ	(জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২৩)	মোট : ৬৩৩.০৪ জিওবি: ৫০৫.৪৫ সংস্থা : ১২৭.৫৯
৫.	দু:স্থ, বিধবা, বেকার, প্রতিবন্ধী, প্রান্তিক ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে টেকসই প্রশিক্ষণ	(জানুয়ারি ২০২১- জুন ২০২৩)	মোট : ২৪৬৮.১৮ জিওবি: ১৯৭৪.৫৪ সংস্থা : ৪৯৩.৬৪
৬.	প্রতিবন্ধী, বিধবা ও দুঃস্থদের কল্যাণে শামসুদ্দিন গোলেজান ট্রেনিং কমপ্লেক্স এবং স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র স্থাপন	(জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২৩)	মোট : ২৭৭৬.৬১ জিওবি: ১৯৯৯.৫৭ সংস্থা : ৭৭৭.০৪
৭.	ইনক্লুসিভ আই কেয়ার ফ্যাসিলিটিস হাসপাতাল স্থাপন	(জানুয়ারি/২০২১- জুন/২০২৩)	মোট : ২৪৬২.০০ জিওবি: ১৪৯৮.০০ সংস্থা : ৯৬৪.০০
৮.	টেকসই গ্রীণহাউজ প্রযুক্তি ব্যবহার ও উন্নত কৃষি উপকরণ সরবরাহের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করে করোনা অর্থনৈতিক ক্ষতি প্রশমন (১ম সংশোধিত)	(জানুয়ারি ২০২১ - জুন ২০২৩)	মোট : ৪৯২০.৯৮ জিওবি: ৩৯৩৬.৯৮ সংস্থা : ৯৮৪.০০
৯.	ছিন্নমুল, অনগ্রসর, এতিম ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর সামাজিক উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের জন্য বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান	(জানুয়ারি ২০২১ হতে জুন ২০২৩)	মোট : ২১৭৬.৬২ জিওবি: ১৭৩৯.১০ সংস্থা : ৪৩৭.৫২
১০.	প্রফুল্ল প্রতিভা প্রবীণ নিবাস, এতিমখানা এবং বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের সাহায্য কেন্দ্র, মাগুরা	(জুলাই/২০২০- জুন/২০২৩)	মোট : ২৮১৯.৭৮ জিওবি: ২২৫৫.৫৩ সংস্থা : ৫৬৪.২৫
১১.	ঢাকা শিশু হাসপাতাল কর্তৃক এ্যাডভান্সড শিশু স্টেম সেল থেরাপী ইউনিট স্থাপন	(জুলাই ২০১৮- জুন ২০২৩)	মোট : ২৪৪৯.০০ জিওবি: ১৪৭০.০০ সংস্থা : ৯৭৯.০০
১২.	আর্সেনিকোসিস রোগীদের সচেতনতা সৃষ্টি এবং চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা (১ম সংশোধিত)	(জুলাই, ২০২১ হতে জুন ২০২৩)	মোট : ১১১৫.০০ জিওবি: ৮৯২.০০ সংস্থা : ২২৩.০০

১২.৪ ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প: (০২টি)

(লক্ষ টাকায়)

ক্রম	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়		
		মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য/ সংস্থা
১	২	৩	৪	৫
১.	উন্নয়নের মহাসড়কে জয়রথে বিজয়ের জয়ধ্বনি (এপ্রিল ২০২২ হতে মার্চ ২০২৪)	১১৯৮.০৪	১১৯৮.০৪	-
২.	১০০ শয্যা বিশিষ্ট ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন হসপিটাল, জামালপুর স্থাপন (জুলাই ২০২২ - জুন ২০২৪)	৪৯৯২.৬৬	৩৮৭০.৯০	১১২১.৭৬

১৩.০ তথ্য প্রযুক্তির সম্প্রসারণ এবং ই-সেবা বিষয়ক অগ্রগতি

- প্রতিবন্ধী ব্যক্তির তথ্য ভান্ডার (Disability Information System): ডাক্তার কর্তৃক শনাক্তকৃত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের তথ্যসমূহ যথাযথভাবে সংরক্ষণ এবং সংরক্ষিত তথ্যের আলোকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের সামগ্রিক উন্নয়ন নিশ্চিতকল্পে Disability Information System অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার এ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের তথ্য সন্নিবেশের কাজ চলমান রয়েছে।
- Management Information System (MIS): সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন ভাতা কার্যক্রম বাস্তবায়ন সহজতর করার লক্ষ্যে ওয়েববেজ্‌ড Management Information System (MIS) এ সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমের আওতায় সুবিধাভোগী ব্যক্তির তথ্য সন্নিবেশের কাজ চলমান রয়েছে।
- সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ইন্টিগ্রেটেড ডিজিটাল সার্ভিস ডেলিভারি প্লাটফর্ম সফটওয়্যার এর মাধ্যমে অনলাইনে নাগরিকদের সেবা প্রদানের নিমিত্ত প্রাথমিকভাবে চারটি জেলায় (ঢাকা, গাজীপুর, নরসিংদী, নারায়নগঞ্জ) ক্যান্সার, কিডনি, লিভার সিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইজড, জন্মগত হৃদরোগ এবং থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত রোগীদের আর্থিক সহায়তার জন্য অনলাইনে আবেদন করা যায়। অনলাইন আবেদন লিঙ্ক services.msw.gov.bd
- a2i এর সহযোগিতায় ক্ষুদ্রঋণ ব্যবস্থাপনা সিস্টেম Micro Credit Monitoring System (MCMS) সফটওয়্যার এর কাজ চলমান রয়েছে।
- সমাজসেবা অধিদপ্তরের আর্থিক ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমকে স্বচ্ছ ও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে বর্তমানে মাঠপর্যায়ের ১০৩২টি কার্যালয়ের বাজেট চাহিদা নিরূপণ এবং আগামী ০৩ বছরের বাজেট প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপণ নির্ণয়ের কাজটি বর্তমানে 'ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেণ্ট সিস্টেম" (fms.dss.gov.bd) এর মাধ্যমে সম্পন্ন হচ্ছে।
- সকল সরকারি দপ্তরের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ইতোমধ্যে একই প্লাটফর্মে আনয়নের অংশ হিসেবে ICT বিভাগের a2i প্রকল্প কর্তৃক dss.nise.gov.bd প্রশিক্ষণ সফটওয়্যার এর মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থী ভর্তি ও অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সফটওয়্যার এর কাজ চলমান রয়েছে।
- সমাজসেবা অধিদপ্তরের সকল কার্যালয়সমূহকে একটি নেটওয়ার্কের আওতাভূক্ত করে জনবলের সার্বিক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং উপকারভোগীদের সর্বোত্তম স্বার্থ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে Human Resources Management Software of Department of Social Services (HRM) সফটওয়্যার প্রস্তুত সম্পন্ন হয়েছে। সফটওয়্যারটির ওয়েবসাইট লিঙ্ক hrmdss.gov.bd
- ডি নথি সিস্টেম: ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে মাইলফলক ডি নথি। বর্তমান সমাজসেবা অধিদপ্তরের সদর কার্যালয়সহ সকল বিভাগ, জেলা, উপজেলা ও অন্যান্য ইউনিট অফিসসমূহ ডি নথি এর মাধ্যমে দাপ্তরিক কাজ সম্পন্ন করছে।
- Child Helpline-1098: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৭ অক্টোবর ২০১৬ গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্স এর মাধ্যমে চাইল্ড হেল্পলাইন ১০৯৮ এ কলকরণ এবং সেন্টার এজেন্টের সাথে কথোপকথনের মাধ্যমে চাইল্ড হেল্পলাইন ১০৯৮ এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন। বাল্যবিবাহ, শিশুশ্রম, শিশু নির্যাতন, শিশু পাচার ইত্যাদি শিশু অধিকার ও শিশুর সামাজিক সুযোগ সুবিধা নিশ্চিতকরণে সার্বক্ষণিকভাবে প্রয়োজনীয় সেবা

প্রদান করা হচ্ছে। ৩০ জুন ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত চাইল্ড হেল্পলাইন ১০৯৮ এ কল গ্রহণের সংখ্যা ২০ লক্ষ ২৬ হাজার ৭৩৮।

- ২০২২-২৩ অর্থবছরে সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক ১) রেজিষ্টার ও স্বয়ংক্রিয় রিপোর্ট সিস্টেম, ২) সেবাগ্রহীতার স্বংয়ক্রিয় দিকনির্দেশনা, ৩) নির্দেশিকা ফলক (ব্রেইলসহ), ৪) শিশু পরিবারভিত্তিক শিক্ষা প্রকল্প, ৫) শিশু পরিবারভিত্তিক শিশু কল্যাণ ও পুনর্বাসন সমিতি, ৬) শিশুদের জন্য ভার্চুয়াল গিফট এবং ৭) কিশোর অপরাধ নিয়ন্ত্রণ ও সামাজিক অবক্ষয় প্রতিরোধে বিদ্যালয় সমাজকর্ম প্রবর্তন শিরোনামে ০৭টি উদ্ভাবনী ধারণা গ্রহণ করা হয়।

জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন

পরিচিতি

জাতিসংঘ ১৯৭৫ সালে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অধিকার বিষয়ে ঘোষণা প্রদান করে। ১৯৯৩ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সম-সুযোগ নিশ্চিত করতে প্রমিত বিধি (স্ট্যান্ডার্ড রুলস্) গ্রহণ করে। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৯৭ সালের ৩ ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে দ্বিতীয় দক্ষিণ এশীয় সমাজভিত্তিক পুনর্বাসন সম্মেলনে বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কল্যাণ ও উন্নয়নে গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নের নিমিত্ত একটি প্রতিষ্ঠান /সংস্থা তৈরি করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে ১৬ নভেম্বর ১৯৯৯ তারিখে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন গঠন করা হয়।

১.১ গঠন

মন্ত্রিসভার বৈঠকের সিদ্ধান্ত মোতাবেক আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের Vetting গ্রহণপূর্বক সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ১৬ নভেম্বর ১৯৯৯ তারিখের সকম/প্রতিবন্ধী/৪৮/৯৮-৪৩৩ নং প্রজ্ঞাপন মোতাবেক জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন গঠন করা হয়।

১.২ ভিশন: প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সমাজের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্তকরণ।

১.৩ মিশন

বাংলাদেশের সকল ধরণের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবনমান উন্নয়ন, স্বার্থ সুরক্ষা, সমমর্যাদা, অধিকার, থেরাপি সেবা ও পুনর্বাসনে সহায়তাসহ পূর্ণ অংশগ্রহণ এবং একীভূত সমাজব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন গঠন করা হয়।
বাংলাদেশের সকল ধরণের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবনমান উন্নয়ন, স্বার্থ সুরক্ষা, সমমর্যাদা, অধিকার, থেরাপি সেবা ও পুনর্বাসনে সহায়তাসহ পূর্ণ অংশগ্রহণ এবং একীভূত সমাজব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

২.০ সাংগঠনিক কাঠামো

জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের সাংগঠনিক কাঠামো ২টি।

২.১ পৃষ্ঠপোষকমন্ডলী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পৃষ্ঠপোষকমন্ডলীর প্রধান। পৃষ্ঠপোষকমন্ডলীর সদস্য সংখ্যা ১৩ জন। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব পৃষ্ঠপোষকমন্ডলীর সদস্য-সচিব ।

পৃষ্ঠপোষকমন্ডলীর সম্মানিত সদস্যবৃন্দের তালিকা

১.	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী	প্রধান পৃষ্ঠপোষক
২.	মাননীয় মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	পৃষ্ঠপোষক
৩.	মাননীয় মন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয়	পৃষ্ঠপোষক
৪.	মাননীয় মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	পৃষ্ঠপোষক
৫.	মাননীয় মন্ত্রী , আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	পৃষ্ঠপোষক
৬.	মাননীয় মন্ত্রী, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	পৃষ্ঠপোষক
৭.	মাননীয় মন্ত্রী , যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	পৃষ্ঠপোষক

৮.	মাননীয় মন্ত্রী, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	পৃষ্ঠপোষক
৯.	মাননীয় মন্ত্রী, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	পৃষ্ঠপোষক
১০	মাননীয় মন্ত্রী , শিক্ষা মন্ত্রণালয়	পৃষ্ঠপোষক
১১.	মাননীয় মন্ত্রী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	পৃষ্ঠপোষক
১২.	মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	পৃষ্ঠপোষক
১৩	সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য-সচিব

২.২ পরিচালকমন্ডলী

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব পরিচালকমন্ডলীর সভাপতি এবং জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সদস্য-সচিব। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব/অতিরিক্ত সচিব ও দপ্তর/সংস্থার প্রধানগণ এবং বেসরকারি সংস্থা (এনজিও)'র প্রতিনিধিগণসহ মোট সদস্য সংখ্যা ১৫ জন। মন্ত্রণালয় এবং দপ্তর সংস্থার সরকারি সদস্য ১০ জন এবং বেসরকারি সংস্থা (এনজিও)'র ৫ জন। বছরে অন্তত ৬টি সভা অনুষ্ঠিত হবে মর্মে গঠনতন্ত্রে উল্লেখ আছে।

জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের পরিচালকমন্ডলীর সম্মানিত সদস্যবৃন্দের তালিকা

ক্রমিক	পদবী	কমিটিতে পদবী
১.	সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	সভাপতি
২.	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন	সদস্য-সচিব
৩.	মহাপরিচালক, সমাজসেবা অধিদফতর,ঢাকা	সদস্য
৪.	মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর,ঢাকা	সদস্য
৫.	যুগ্মসচিব (প্রতিষ্ঠান ও প্রতিবন্ধিতা), সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৬.	যুগ্মসচিব (বাজেট-৩), অর্থ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৭.	যুগ্মসচিব (প্রশাসন), মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য
৮.	যুগ্মসচিব (কারিগরি), শিক্ষা মন্ত্রণালয়	সদস্য
৯.	মহাপরিচালক-১, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	সদস্য
১০.	পরিচালক, জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান (নিটোর)	সদস্য
১১.	সভাপতি, জাতীয় প্রতিবন্ধী ফোরাম	সদস্য
১২.	মহাসচিব, জাতীয় প্রতিবন্ধী ফোরাম	সদস্য
১৩.	জনাব জওয়াহেরুল ইসলাম মামুন, মহাসচিব (প্রাক্তন), সুইড বাংলাদেশ,ঢাকা	সদস্য
১৪.	জনাব এ এইচ এম নোমান খান, নির্বাহী পরিচালক, সেন্টার ফর ডিজএবিলিটি ইন ডেভেলপমেন্ট	সদস্য
১৫.	ডা: অজন্তা রাণী সাহা, অভিভাবক, ডাউন সিনড্রোম সন্তান ও সহযোগী অধ্যাপক (শিশু) ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ঢাকা	সদস্য

২.৩ **জনবল কাঠামো**

(ক) জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের জনবলের বিবরণ

ক্রমিক	পদের নাম	গ্রেড	অনুমোদিত পদ সংখ্যা	কর্মরত পদ সংখ্যা	শূন্য পদ সংখ্যা	নিয়োগযোগ্য শূন্য পদ সংখ্যা	পদোন্নতিযোগ্য পদ সংখ্যা
১.	ব্যবস্থাপনা পরিচালক	২য়	১	১	-		প্রেষণে
২.	পরিচালক	৩য়	২	২	-		প্রেষণে
৩.	উপপরিচালক	৫ম	৩	৩	-	-	
৪.	সহকারী পরিচালক	৮ম	৬	৩	৩	৩	২
৫.	সিস্টেম এনালিস্ট	৮ম	১	০	১		১
৬.	হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	৯ম	১	১	-		
৭.	প্রোগ্রামার	৯ম	১	১	-		
৮.	আইন কর্মকর্তা	৯ম	১	০	১	১	
৯.	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	১০ম	১	১	-		
১০.	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	১০ম	৩	৩	-		
১১.	অডিট অফিসার	১০ম	১	১	-		
১২.	উচ্চমান সহকারী-কাম-কম্পিউটার অপারেটর	১২তম	২	০	২		২
১৩.	সাঁট মুদ্রাক্ষরিক-কাম-কম্পিউটার অপারেটর	১৩তম	২	১	১		১
১৪.	ক্যাশিয়ার-কাম-কম্পিউটার অপারেটর	১৪তম	১	০	১	১	
১৫.	স্টোর কিপার	১৪তম	১	১	-		
১৬.	গাড়ী চালক	১৬তম	৪	২	২	২	
১৭.	ডেসপাচ রাইডার	১৭তম	২	২	-		
১৮.	অফিস সহায়ক	২০তম	১২	৬	৬	৬	
১৯.	নিরাপত্তা প্রহরী	২০তম	৩	২	১	১	
২০.	সুইপার	২০তম	২	২	-		
	মোট =		**৫০**	**৩০**	**২০**	**১৪**	**৬**

(খ) সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্পের জনবলের বিবরণ :

ক্রমিক	পদের নাম	গ্রেড	অনুমোদিত পদ সংখ্যা	কর্মরত পদ সংখ্যা	শূন্য পদ সংখ্যা	নিয়োগযোগ্য শূন্য পদ সংখ্যা
১.	উপপরিচালক	ষষ্ঠ	২	২	-	-
২.	প্রোগ্রামার	৯ম	১	১	-	
৩.	হিসাবরক্ষণ কমকর্তা	৯ম	১	-	১	
৪.	উপসহকারী প্রকৌশলী	১০ম	২	২	-	
৫.	হিসাবরক্ষক	১৩তম	১	১	-	
৬.	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার	১৪তম	২	১	১	

	অপারেটর					
	মোট =		**৯**	**৭**	**২**	

(গ) ১০৩টি প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রের জনবলের তথ্যাদি

ক্রমিক	পদের নাম	গ্রেড	অনুমোদিত জনবল	কর্মরত জনবল	শূন্য পদ
১.	প্রতিবন্ধী বিষয়ক কর্মকর্তা	৮ম	১০৩	৮৩	২০
২.	কনসালট্যান্ট (ফিজিওথেরাপি)	৮ম	১০৩	৯৫	৮
৩.	ক্লিনিক্যাল ফিজিওথেরাপিষ্ট	১০ম	১০৩	৬২	৪১
৪.	ক্লিনিক্যাল অকুপেশনালথেরাপিষ্ট	১০ম	১০৩	৫	৯৮
৫.	ক্লিনিক্যাল স্পিচ এন্ড ল্যাংগুয়েজ থেরাপিষ্ট	১০ম	১০৩	৭	৯৬
৬.	থেরাপি সহকারী	১৩তম	২০৬	১৭০	৩৬
৭.	টেকনিশিয়ান-১	১৩তম	১০৩	৯০	১৩
৮.	টেকনিশিয়ান-২	১৩তম	১০৩	৯০	১৩
৯.	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	১৬তম	১০৩	৯৫	৮
১০.	স্টাফ	২০তম	১০৩	৯৬	৭
১১.	গার্ড	২০তম	১০৩	৯৫	৮
		মোট	**১২৩৬**	**৮৮৮**	**৩৪৮**

৩.০ জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের চলমান কাযক্রমসমূহ

৩.১ ১০৩টি প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রের মাধ্যমে বিনামূল্যে থেরাপিউটিক (Early Intervention) সেবা প্রদান

দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে থেরাপিউটিক সেবা প্রদানের লক্ষ্যে দেশের ৬৪টি জেলা সদরে ৬৭টি এবং ৩৬টি উপজেলায় ৩৬টিসহ মোট ১০৩টি প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র চালু করা হয়। এ সকল কেন্দ্রসমূহ হতে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের অটিজমসহ অন্যান্য প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে বিনামূল্যে থেরাপিউটিক, কাউন্সেলিং ও রেফারেল সেবা এবং সহায়ক উপকরণ প্রদান করা হচ্ছে।

১০৩টি প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রের মাধ্যমে ০১ জুলাই ২০২২ হতে ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত নিবন্ধিত সেবা গ্রহীতার সংখ্যা ৩,৫৭,৫০৩ জন ও মোট প্রদত্ত সেবা সংখ্যা (Service Transaction) ১৩,৩৬,৫০০ টি।

৩.২ মোবাইল ভ্যানের মাধ্যমে থেরাপি সার্ভিস

দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী এবং প্রতিবন্ধিতার ঝুঁকিতে থাকা ব্যক্তিদের ৪৫টি মোবাইল থেরাপি ভ্যানের মাধ্যমে বিনামূল্যে থেরাপিউটিক সেবা প্রদান করা হচ্ছে। ৪৫টি মোবাইল থেরাপি ভ্যানের মাধ্যমে ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত বিনামূল্যে নিবন্ধিত থেরাপিউটিক সেবা গ্রহীতার সংখ্যা ১৯,৯৫৪ জন এবং প্রদত্ত সেবা সংখ্যা (Service Transaction) ১,০৪,৬৮৩টি।

মোবাইল থেরাপি ভ্যানের মাধ্যমে একটি সেরিব্রাল পালসি (সিপি) রোগে আক্রান্ত শিশুকে থেরাপি সেবা প্রদান

৩.৩ বিনামূল্যে সহায়ক উপকরণ বিতরণ

১০৩টি প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রের মাধ্যমে ০১ জুলাই ২০২২ হতে ৩০ জুন-২০২৩ পর্যন্ত ৮৮০০টি সহায়ক উপকরণ (কৃত্রিম অংগ, হুইল চেয়ার, ট্রাইসাইকেল, ক্রাচ, স্ট্যান্ডিং ফ্রেম, ওয়াকিং ফ্রেম, সাদাছড়ি, এলবো ক্র্যাচ, আয়বর্ধক উপকরণ হিসেবে সেলাই মেশিনসহ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে।

১৫ আগস্ট ২০২২ তারিখে শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মাঝে হুইল চেয়ার বিতরণ করা হয়

৩.৪ বুদ্ধি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় পরিচালনা

প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কিত সমন্বিত বিশেষ শিক্ষা নীতিমালা-২০১৯ এর আওতায় সর্বমোট ৭৪ টি বিশেষ স্কুলের শিক্ষক/কর্মচারীর ১০০% বেতন-ভাতা জাতীয় বেতন স্কেল ২০১৫ অনুযায়ী জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে সরকার কর্তৃক পরিশোধ করা হচ্ছে। বর্তমানে উক্ত স্কুলসমূহে ৯১৯ জন শিক্ষক/কর্মচারী এবং ১১৫০০ জন ছাত্র/ছাত্রী রয়েছে।

৩.৫ স্পেশাল স্কুল ফর চিলড্রেন উইথ অটিজম পরিচালনা

অক্টোবর, ২০১১ সালে ফাউন্ডেশন ক্যাম্পাসে একটি সম্পূর্ণ অবৈতনিক স্পেশাল স্কুল ফর চিলড্রেন উইথ অটিজম চালু করা হয়। পরবর্তীতে ঢাকা মহানগরে মিরপুর, লালবাগ, উত্তরা ও যাত্রাবাড়ী ৪টি, ৬টি বিভাগীয় শহরে ৬টি (রাজশাহী, খুলনা, চট্টগ্রাম, বরিশাল, রংপুর ও সিলেট) এবং গাইবান্ধা জেলায় ১টি এবং বিশ্বনাথ উপজেলায় ১টি সহ মোট ১২টি স্কুল চালু করা হয়েছে। উক্ত স্কুলগুলোতে অটিজম ও এনডিডি সমস্যাগ্রস্থ শিশুদের অক্ষর জ্ঞান, সংখ্যা, কালার, ম্যাচিং, এডিএল, মিউজিক, খেলা-ধূলা, সাধারণজ্ঞান,যোগাযোগ, সামাজিকতা, আচরণ পরিবর্তন এবং পুনর্বাসন ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করা হয়। এসব স্কুলে চলতি শিক্ষাবর্ষে মোট ১৬০ জন অটিজম সমস্যাগ্রস্থ শিশু বিনামূল্যে লেখাপড়া করার সুযোগ পাচ্ছে।

স্পেশাল স্কুল ফর চিলড্রেন উইথ অটিজম মিরপুর-এ পাঠদান

৩.৬ অটিজম রিসোর্স সেন্টার

জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন ক্যাম্পাসে ২০১০ সালে একটি অটিজম রিসোর্স সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা হয়। উক্ত সেন্টার থেকে অটিজম বৈশিষ্ট সম্পন্ন শিশু ও ব্যক্তিবর্গকে বিনামূল্যে নিয়মিত বিভিন্ন ধরণের থেরাপি সেবা, গ্রুপ থেরাপি, দৈনন্দিন কার্যবিধি প্রশিক্ষণসহ রেফারেল ও অটিজম সমস্যাগ্রস্থ শিশুদের পিতা-মাতাদের কাউন্সেলিং সেবা প্রদান করা হচ্ছে। গত ৩১ জুলাই ২০২২ থেকে ৩০ জুন-২০২৩ পর্যন্ত অটিজম সমস্যাগ্রস্থ শিশু ও ব্যক্তিকে বিনামূল্যে ৫১৭৬টি ম্যানুয়াল ও Instrumental থেরাপি সেবা প্রদান করা হয়েছে।

সেবাসমূহঃ

- কাউন্সেলিং
- দৈনন্দিন কার্যবিধি প্রশিক্ষণসহ রেফারেল সেবা প্রদান
- অটিস্টিক শিশুর পিতা-মাতাদের কাউন্সেলিং সেবা প্রদান।

অটিজম রিসোর্স সেন্টার এর মাধ্যমে পরামর্শ সেবা প্রদান

৩.৭ অটিজম ও এনডিডি কর্ণার সেবা

জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের আওতায় পরিচালিত ১০৩টি প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রে Early Screening, Detection, Assessment ও Early Intervention নিশ্চিত করার জন্য একটি করে অটিজম ও নিউরো ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী (এনডিডি) কর্ণার স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত ১০৩টি কেন্দ্র হতে অটিজম সমস্যাগ্রস্থ শিশু/ব্যক্তিদের নিম্নোক্ত সেবা প্রদান করা হচ্ছে:

- গ্রুপ থেরাপির মাধ্যমে খেলাধুলা ও প্রশিক্ষণ
- অভিভাবকদের কাউন্সেলিং।

অটিজম ও এনডিডি কর্ণার এর মাধ্যমে সেবা প্রদান

এনডিডি কর্ণার এর টয় লাইব্রেরীতে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু

৩.৮ অনুদান ও ঋণ কার্যক্রম

জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের কল্যাণ তহবিল হতে শুরু করে এ পর্যন্ত প্রায় ১৬ কোটি টাকা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়নে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিয়ে কর্মরত বেসরকারি সংস্থার মাঝে অনুদান প্রদান করার লক্ষ্যে অনুদান প্রদান আবেদন সংগ্রহ করা হয়েছে।

৩.৯ ব্যক্তি পর্যায়ে আর্থিক অনুদান কার্যক্রম

প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন ও পুনর্বাসনের লক্ষ্যে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ২৬৫ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে মোট ১৫ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

৩.১০ দক্ষতা বৃদ্ধি বিষয়ক প্রশিক্ষণ

অটিজমসহ অন্যান্য প্রতিবন্ধিতা বিষয়ে সাধারণ মানুষকে সচেতন করে তোলার লক্ষ্যে ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রে কর্মরত জনবলকে দক্ষ করে গড়ে তোলার জন্য পর্যায়ক্রমে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক্ষ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, ০১ জুলাই ২০২২ হতে ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত ৩৬০ জনকে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রে কর্মরত জনবলকে দক্ষ করে গড়ে তোলার জন্য অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ প্রদান

৩.১১ কর্মজীবী প্রতিবন্ধী পুরুষ ও মহিলা হোস্টেল

চাকুরী প্রত্যাশি ও কর্মক্ষম প্রতিবন্ধী মানুষের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে ফাউন্ডেশন ক্যাম্পাসে ২০ আসন বিশিষ্ট ১টি পুরুষ ও ২০ আসন বিশিষ্ট ১টি মহিলা হোস্টেল চালু করা হয়েছে। উপকারভোগীর সংখ্যা ৫০০ জন।

৩.১২ পিতৃ-মাতৃহীন প্রতিবন্ধী শিশু নিবাস

জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন ক্যাম্পাসে ফাউন্ডেশনের সম্পূর্ণ নিজস্ব অর্থায়নে সেরিব্রাল পালসি (সিপি) শিশুর লালন- পালন, শিক্ষা, চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের জন্য একটি প্রতিবন্ধী শিশু নিবাস চলমান আছে। বর্তমানে এ শিশু নিবাসে ৪১ জন শিশু রয়েছে।

৩.১৩ বিশ্ব সাদাছড়ি নিরাপত্তা দিবস উদযাপন

জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে গত ১৫ অক্টোবর ২০২২ তারিখে বিশ্ব সাদাছড়ি নিরাপত্তা দিবস সরকারিভাবে যথাযথ মর্যাদায় উদযাপন করা হয়। এ উপলক্ষ্যে শোভাযাত্রা ও আলোচনা অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে ১০০ জন মেধাবী দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে প্রত্যেক-কে ৫০০০/- (পাঁচ হাজার টাকা) করে মোট ৫(পাঁচ) লক্ষ টাকা আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে

বিশ্ব সাদাছড়ি নিরাপত্তা দিবস-২০২২

৩.১৪ বাংলা ইশারা ভাষা দিবস পালন

জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন চত্তরে ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখে বাংলা ইশারা ভাষা দিবস সরকারিভাবে উদযাপন করা হয়। এ দিবসে ফাউন্ডেশন থেকে ৩৫ জন মেধাবী বাক-প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রীকে ৫,০০০ টাকা করে ১ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা অনুদান ও সম্মাননা সনদ প্রদান করা হয়।

৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে বাংলা ইশারা ভাষা দিবস জুমপ্লাটফরমে আয়োজন

৩.১৫ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস এবং বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস উদযাপন

জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন প্রতিবছর জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস উদযাপন করে থাকে। ২০২২ সালে ৩১তম আন্তর্জাতিক ও ২৪তম জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস উদযাপন করা হয়।

আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস-২০২২ অনুষ্ঠানের বিভিন্ন চিত্র

৩.১৬ বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের ক্রীড়া কমপ্লেক্স

প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন এবং ক্রীড়াক্ষেত্রে তাঁদের পারদর্শিতা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০১২ সালে সাভারস্থ ব্যাংক টাউন এলাকায় ১২.০১ একর খাস জমি জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের নামে প্রতীকী মূল্যে বরাদ্দ প্রদান করেন। অত:পর ১৬ মার্চ ২০২১ তারিখে একনেক কর্তৃক বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রায় ৪৪৭.৫৪ কোটি টাকার প্রকল্প অনুমোদন হয়। পরবর্তীতে উক্ত প্রকল্প ২০২১-২০২৪ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ডিপিপি সংশোধন করে ৪৮৬.৭৯ কোটি টাকা অনুমোদন দেয়া হয়। প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ চলমান আছে।

৩.১৭ "জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন আইন, ২০২৩" প্রণয়ন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন এর পৃষ্ঠপোষকমন্ডলীর ২৫-১১-২০০৯ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রথম সভায় ফাউন্ডেশনকে একটি আইনি কাঠামো করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনকে আইনি কাঠামোর আওতায় সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠার সার-সংক্ষেপ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নীতিগত সম্মতি ও অনুমোদন প্রদান করেন।

জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন আইন, ২০২৩ শীর্ষক বিলটি মহান জাতীয় সংসদের ২৪তম অধিবেশনে উত্থাপনের লক্ষ্যে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি মহান জাতীয় সংসদে ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখ উত্থাপন করেন। মহান জাতীয় সংসদের ২৫তম অধিবেশনের অনুষ্ঠেয় বৈঠকে বিলটি সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদনের অপেক্ষাধীন রয়েছে।

৪.০ ভবিষ্যত পরিকল্পনা

- প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সংক্রান্ত জাতিসংঘ সনদ '(United Nations Convention on the Rights of the Persons with Disabilities) বাস্তবায়ন ;
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী প্রতিটি উপজেলায় প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র স্থাপন ;
- প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র পরিচালন সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন ;
- কর্মজীবী প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য বিভাগীয় শহরে পর্যায়ক্রমে পুরুষ ও মহিলা হোস্টেল চালুকরণ ;
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন ও প্রশিক্ষণ প্রদান প্রকল্প গ্রহণ ;
- প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য উপজেলা, জেলা, বিভাগ ও জাতীয় পর্যায়ে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন;
- প্রদশর্নী ও বিক্রয় কেন্দ্র বিভাগ ও জেলা পর্যায়ে সম্প্রসারণ ;
- প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর আর্থিক, সামাজিক ও ভকেশনাল পুনর্বাসনের ব্যবস্থাকরণ ;
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন-২০১৩ এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা বিধিমালা-২০১৫ এর আলোকে প্রতিবন্ধী বিষয়ক ' জাতীয় কর্মপরিকল্পনা-২০১৯' বাস্তবায়ন ;
- দ্বিতীয় গ্লোবাল ডিজএ্যাবিলিটি সামিটে প্রদত্ত অঙ্গীকার বাস্তবায়ন ;
- জাতীয় পর্যায়ে বিশেষ স্কুলসমূহের জন্য প্রমিত পাঠ্যক্রম ও একটি জাতীয় IEP (Individual Education Plan) প্রণয়ন।

বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ

পটভূমি

বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি সংবিধিবদ্ধ প্রাচীন সংস্থা। সমাজ কল্যাণমূলক কার্যক্রমের জাতীয় চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে ১৯৫৬ সালে তৎকালীন কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার কর্তৃক একটি রেজ্যুলিউশনের মাধ্যমে পরিষদ গঠন করা হয়। বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা নিরসনে সংস্থাটি সমাজ কল্যাণমূলক কার্যক্রম, অনুদান কর্মসূচি, স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানকে সহায়তা, জরিপ, গবেষণা ও মুল্যায়ণ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। স্বাধীনতা পরবর্তী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনামলে ১৯৭২ সালে রেজ্যুলিউশন পরিবর্তনের মাধ্যমে এ প্রতিষ্ঠানের নামকরণ করা হয় বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ। ২৯ এপ্রিল ২০১৯ তারিখ মহান জাতীয় সংসদে ‘বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ আইন ২০১৯’ পাস হয়েছে। আইন প্রণয়নের ফলে প্রতিষ্ঠানটি একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থায় পরিণত হয়েছে। পরিষদের আইন, বিধিমালা ,কর্মচারী চাকুরি প্রবিধানমালা ও সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

১.১ ভিশন

যত্নশীল, নিরাপদ ও উন্নত সমাজ বিনির্মাণ

১.২ মিশন

সমাজের পশ্চাৎপদতার ক্ষেত্র চিহ্নিতকরণের মাধ্যমে পিছিয়েপড়া জনগোষ্ঠীর সামাজিক জীবনমান উন্নয়ন ও
সমাজের সার্বিক কল্যাণ সাধন।

২.০ বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদের জনবল

ক্রমিক	অনুমোদিত পদ	কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারী	শূন্য পদ	মন্তব্য
১.	৩৭ টি	২২টি	১৫টি	

৩.০ পরিষদের কার্যাবলি

(১) সমাজের সকলের বিশেষায়িত নারী, শিশু, অনগ্রসর, সুবিধাবঞ্চিত, কম সুবিধাপ্রাপ্ত, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী, অসহায়, দুর্বল, অক্ষম, শারীরিক, মানসিক, বুদ্ধি প্রতিবন্ধী বা অন্যবিধ কারণে পূর্ণাঙ্গ বা আংশিক অক্ষম, দুর্যোগ বিপন্ন বা ক্ষতিগ্রস্ত বস্তিবাসী, চা-বাগান শ্রমিকসহ দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাসকারী জনগোষ্ঠী, নিম্ন আয়ের ব্যক্তি, গোষ্ঠী, শ্রেণি বা সম্প্রদায়ের সার্বিক জীবনমান বা আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে আর্থিক অনুদান প্রদান;

(২) সমাজকল্যাণমূলক কাজে নিয়োজিত বা আগ্রহী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে ঋণ;ও স্বীকৃতি প্রদান অনুদান ,

(৩) সমাজকল্যাণমূলক কর্মকান্ডের সাথে জড়িত প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদান;

(৪) সামাজিক সমস্যা চিহ্নিতকরণসম ,স্যার কারণ এবং প্রতিকারের উপায় নিরুপণে গবেষণা পরিচালনা;

(৫) সামাজিক গবেষণার জন্য দেশি বিদেশি স্বীকৃতি ও মান সম্পন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান বা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে চুক্তি সম্পাদন ও গবেষণা পরিচালনার ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

(৬) সমাজকল্যাণমূলক বিদেশিবৈশ্বিক সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান বা গোষ্ঠীর সাথে যোগাযোগ, বহুজাতিক ,আন্তর্জাতিক , স্থাপন এবং হালনাগাদ ধারণা ও উপায় সম্পর্কে জ্ঞান ও তথ্য সংগ্রহ এবংকর্মপন্থা ,কৌশল ,তথ্য ,তত্ত্ব ,অভ্যন্তরীণ প্রেক্ষাপটে উক্ত কার্যাবলির প্রয়োগ যোগ্যতা বিশ্লেষণ এবং ফলাফল নিয়মিতভাবে সরকারকে অবহিত করা;

(৭) জাতীয় পর্যায়ে সমাজকল্যাণমূলক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত সকল ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা সংস্থার মধ্যে সমন্বয় সাধন;

(৮) দারিদ্র্য বিমোচন ও সামাজিক নিরাপত্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন সমাজকল্যাণমূলক কর্মসূচি বা প্রকল্প গ্রহণ ও অনুমোদন;

(৯) সমাজের অস্বচ্ছল রোগীদের চিকিৎসা সহায়তা প্রদান এতদুদ্দেশ্যে রোগীকল্যাণ সমিতি গঠন এবং ইহার ,কার্যক্রম তদারকি করা;

(১০) সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রমে জনসম্পৃক্ততা তৈরির লক্ষ্যে সভা, প্রচারণা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও কর্মশালার আয়োজন করা;

(১১) পরিষদের কার্যক্রমের বার্ষিক, পঞ্চবার্ষিক ও বিশেষ প্রতিবেদন প্রকাশ করা;

(১২) অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় সহায়ক যে কোনো উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা;

(১৩) বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ আইন এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রয়োজনীয় অন্যান্য ২০১৯-কার্যাবলি সম্পাদন করা।

৪.০ পরিচালনা বোর্ড

বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদের গঠিত পরিচালনা বোর্ড নিম্নরুপ

১.	মাননীয় মন্ত্রী, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা	সভাপতি
২.	মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা	সহ-সভাপতি
৩.	সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা	সদস্য
৪.	সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা	সদস্য
৫.	সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, ঢাকা	সদস্য
৬.	সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা	সদস্য
৭.	সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা	সদস্য
৮.	মহাপরিচালক, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা	সদস্য
৯.	মহাপরিচালক, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, ঢাকা	সদস্য
১০.	মহাপরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর, শেরে-ই-বাংলানগর, আগারগাঁও, ঢাকা	সদস্য
১১.	মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা	সদস্য
১২.	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন, মিরপুর, ঢাকা	সদস্য
১৩.	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট, মিরপুর, ঢাকা	সদস্য
১৪.	পরিচালক, সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা	সদস্য
১৫.	নির্বাহী সচিব, বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ, ঢাকা	সদস্য সচিব

৫.০ নির্বাহী কমিটি

বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদের গঠিত নির্বাহী কমিটি নিম্নরুপ :

১.	সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা	চেয়ারম্যান
২.	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত যুগ্মসচিব পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এইরুপ একজন কর্মচারী	সদস্য
৩.	অর্থ বিভাগ কর্তৃক মনোনীত যুগ্মসচিব পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এইরুপ একজন কর্মচারী	সদস্য
৪.	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ কর্তৃক মনোনীত যুগ্মসচিব পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এইরুপ একজন কর্মচারী	সদস্য
৫.	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত যুগ্মসচিব পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এইরুপ একজন কর্মচারী	সদস্য
৬.	মহাপরিচালক, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা	সদস্য
৭.	মহাপরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর, শেরে-ই-বাংলানগর, আগারগাঁও, ঢাকা	সদস্য
৮.	মহাপরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ইস্কাটন, ঢাকা	সদস্য
৯.	মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা	সদস্য

১০.	মহাপরিচালক, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, ঢাকা	সদস্য
১১.	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন, মিরপুর, ঢাকা	সদস্য
১২.	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট, মিরপুর, ঢাকা	সদস্য
১৩.	পরিচালক, সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা	সদস্য
১৪.	জনাব শেখ কবির হোসেন পিতা: মৃত খন সাহেব শেখ মোসাররফ হোসেন, গ্রাম ও পোস্ট: টুঙ্গীপাড়া, জেলা: গোপালগঞ্জ	সদস্য
১৫.	জনাব তানিয়া বাখত, সাধারণ সম্পাদিকা, বাংলাদেশ মহিলা সমিতি, ঢাকা	সদস্য
১৬.	ড: আনোয়ার হোসেন, ভাইস চ্যান্সেলর, নর্দান বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা	সদস্য
১৭.	সভাপতি, প্রবীণ হিতৈষী সংস্থা, আগারগাঁও, ঢাকা	সদস্য
১৮.	ড. দৌলতুন নাহার খানম স্বামী: মো: শামসুল কবীর খান, বাসা-১৫৭, জনতা হাউজিং, শাহ আলীবাগ, মিরপুর, ঢাকা।	সদস্য
১৯.	নির্বাহী সচিব, বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ, ঢাকা	সদস্য সচিব

৬.০ অনুদান বিতরণ কার্যক্রম

৬.১ জাতীয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানকে অনুদান

"অনুদান বন্টন নীতিমালার ২০১১" এর আলোকে বৃহৎ পরিসর কার্যক্রমে জড়িত বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানকে বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ হতে জাতীয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়ে থাকে। এ সকল প্রতিষ্ঠানের আবেদনের প্রেক্ষিতে পরিষদ থেকে বার্ষিক এককালীন অনুদান প্রদান করা হয়। বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ কর্তৃক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত জাতীয় পর্যায়ের ১৯টি প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

৬.২ নিবন্ধিত সাধারণ স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনকে অনুদান

দেশব্যাপী সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রমের বিস্তৃতির লক্ষ্যে নিবন্ধিত সাধারণ স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন সীমিত পরিসরে হলেও আর্থসামাজিক উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। সরকারের পাশাপাশি দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক নিবন্ধিত সংগঠনগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ কর্তৃক ৪৪৮১টি নিবন্ধিত সাধারণ স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের অনুকূলে মোট ১১ কোটি টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

৬.৩ সমন্বয় পরিষদকে অনুদান

সারা দেশের জেলা পর্যায়ে ৮০টি শহর সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প রয়েছে। স্বল্প সুবিধাভসুবিধাবঞ্চিত ও দরিদ্র ও অসহায় জনসাধারণের ক্কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে তাদেরকে সাধারণ ও কারিগরী শিক্ষা এবং বিভিন্ন বৃত্তিমূলক প্রশিষণ প্রদানপূর্বক চাহিদাভিত্তিক পেশায় নিয়োগ পাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করে আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন সাধন করাই শহর সমাজ সেবা কার্যালয়ের উদ্দেশ্য।-বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ কর্তৃক ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৮০টি সমন্বয় পরিষদের অনুকূলে ২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান হয়েছে।

৩.৪ রোগীকল্যাণ সমিতিকে অনুদান

দুস্থ, অসহায় ও দরিদ্র রোগীদের চিকিৎসা সহজে হাসপাতালে মানে ভর্তি করা, বিনামূল্যে ওষুধ প্রদান এবং চিকিৎসাকালীন আর্থিক অন্যান্য সাহায্য প্রদানের লক্ষ্যে দেশের প্রতিটি সরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, বিশেষায়িত হাসপাতাল এবং প্রতিটি জেলা এবং উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে রোগীকল্যাণ সমিতি রয়েছে। বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ রোগীকল্যাণ সমিতিকে সুস্থ অসহায় রোগীদের চিকিৎসা সেবা এবং উপকরণ প্রদানের জন্য অনুদান প্রদান করেছেন। ২০২২-২৩ অর্থবছরে বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ কর্তৃক ৫২৯টি রোগীকল্যাণ সমিতির অনুকূলে মোট ১৬ কোটি টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

৩.৫ অপরাধী সংশোধন ও পুনর্বাসন সমিতিকে অনুদান

সাজাপ্রাপ্ত আসামীদের দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে দেশের ৬৪টি জেলার ৬৪টি জেলখানায় অপরাধী সংশোধন ও পুনর্বাসন সমিতি রয়েছে। কারাগারের কয়েদীদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন ও পুনর্বাসন করাই এর উদ্দেশ্য। এ সকল অপরাধী সংশোধন ও পুনর্বাসন সমিতির আবেদনের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ এককালীন আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়ে থাকে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ কর্তৃক ৬৪টি অপরাধী সংশোধন ও পুনর্বাসন সমিতির অনুকূলে মোট ১.০ কোটি টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

৩.৬ জেলা সমাজকল্যাণ কমিটিকে অনুদান

দেশের ৬৪টি জেলায় ৬৪টি জেলা সমাজকল্যাণ কমিটি রয়েছে। জেলা সমাজকল্যাণ কমিটির মাধ্যমে পরিষদের মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ ৬৪টি জেলা সমাজকল্যাণ কমিটিকে বার্ষিক অনুদান প্রদান করে থাকে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ কর্তৃক ৬৪টি জেলা সমাজকল্যাণ কমিটির অনুকূলে মোট ৬.০ কোটি টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

৩.৭ উপজেলা সমাজকল্যাণ কমিটিকে অনুদান

দেশের সকল উপজেলায় উপজেলা সমাজকল্যাণ কমিটি রয়েছে। যার মাধ্যমে পরিষদের মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। ২০২২-২৩ অর্থবছরে বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ কর্তৃক ৪৯২টি উপজেলা সমাজকল্যাণ কমিটির অনুকূলে ২.০ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

৩.৮ ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের জীবনমান উন্নয়নে এককালীন সহায়তা

ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের জীবনমান উন্নয়নে প্রতিবছর বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ হতে অনুদান প্রদান করা হয়। এ অনুদানের মাধ্যমে তাদের জীবনমান উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ কর্তৃক ১০০০০ জন ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের জীবনমান উন্নয়নে মোট ২.০ কোটি টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

৩.৯ ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীদের এককালীন সহায়তা

প্রতিবছর বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ হতে ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের মেধাবী ও দরিদ্র ছাত্রীকে এককালিন শিক্ষা সহায়তা প্রদান করা হয়। যার মধ্যে পিছিয়ে পড়া ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীরা সমাজের মূল স্রোতধারায় একীভুত হচ্ছে। বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ হতে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ১০,০০০ জন ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ে শিক্ষার্থীদের মাঝে ২.০০ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

৩.১০ নদীভাঙ্গনে ভিটামাটিহীন/ক্ষতিগ্রস্ত ও বস্তিবাসীদের পুনর্বাসন

বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ হতে প্রতিবছর নদীভাঙ্গানে ভিটামাটিহীন ক্ষতিগ্রস্ত এবং বস্তিবাসীদের পুনর্বাসনকল্পে গৃহনির্মাণ কার্যক্রম করা হয়। এ কার্যক্রমের ফলে নদীভাঙ্গানে ভিটামাটিহীন ক্ষতিগ্রস্ত এবং বস্তিবাসীদের পুনর্বাসনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ কর্তৃক নদীভাঙ্গানে ভিটামাটিহীন ক্ষতিগ্রস্ত ও বস্তিবাসীদের পুনর্বাসনকল্পে ২১০টি গৃহ নির্মাণের জন্য মোট ৬.০ কোটি টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

৩.১১ চা-বাগান শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়নে টেকসই আবাসন নির্মাণ

প্রতিবছর বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ হতে চা জীবনমান উন্নয়ন ও টেকসই আবাসন নির্মাণের জন্য বাগান শ্রমিকদের- আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদের উদ্যোগে গৃহহীন চা-বাগান শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়নে টেকসই আবাসন নির্মাণের লক্ষ্যে অনুমোদিত মডেল অনুযায়ী চা-বাগান অধ্যূষিত ৬টি জেলায় মৌলভীবাজার), হবিগঞ্জ ,সিলেট ও চট্টগ্রাম, পঞ্চগড় ও লালমনিরহাট (১২৩টি গৃহহীন পরিবারকে আবাসন নির্মাণের জন্য মোট ৩.৫ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত ‘সবার জন্য আবাসন’ বাস্তবায়নে এ উদ্যোগ কার্যকর ভূমিকা পালন করছে।

ছবি: গৃহহীন চা-বাগান শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়নে টেকসই আবাসন নির্মাণ

৩.১২ প্রাকৃতিক দুযোগে ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন

বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ হতে প্রতিবছর প্রাকৃতিক দুযোগে ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। অনুদান প্রদানের ফলে প্রাকৃতিক দুযোগে ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনে কার্যকর ভুমিকা রাখছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ কর্তৃক প্রাকৃতিক দুযোগে ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনের জন্য ৬৪টি জেলায় মোট ৩.০ কোটি টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

৩.১৩ ভিক্ষাবৃত্তি নিরসন ও পুনর্বাসন

প্রতিবছর বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ হতে ভিক্ষাবৃত্তি নিরসন ও পুনর্বাসনে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। যার মাধ্যমে ভিক্ষুকদের সম্মানজনক পেশায় বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। ২০২২২০২-৩ অর্থবছরে বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ কর্তৃক ভিক্ষাবৃত্তি নিরসন ও পুনর্বাসনের জন্য ১ কোটি টাকা অনুদান প্রদানের মাধ্যমে ২০০ জন ভিক্ষুককে পুনর্বাসন করা হয়েছে।

৩.১৪ বিশেষ অনুদান

দরিদ্র, অসহায়, দুস্থ, বিশেষ করে দুস্থা ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চিকিৎসা, লেখাপড়া, বিবাহ, অন্যান্য কর্মসংস্থান ইত্যাদি খাতে ব্যক্তি বিশেষকে অনুদান প্রদান করা হয়। এছাড়া কিছু কিছু কল্যাণ মূলক সংগঠন, সমিত, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে এই অনুদান প্রদান করা হয়। অনুদানের অর্থ বরাদ্দেদের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিশেষ অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়। ২০২২-২৩ অর্থবছরে বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ থেকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদেরকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়। ২০২২-২৩ অর্থবছরে বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ কর্তৃক বিশেষ অনুদান বাবদ মোট ১২.০ কোটি টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত অনুদানের চেক দুঃস্থ ও দরিদ্র শিক্ষার্থীদের মাঝে বিতরণ করেন মাননীয় সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ আশরাফ আলী খান খসরু এমপি

৪.০ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদের মাধ্যমে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে “সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রমে সম্পৃক্ত সংগঠনের ব্যবস্থাপনা এবং কর্মীদের দক্ষতা উন্নয়ন শীর্ষক ”প্রশিক্ষণ কর্মসূচির অধীনে ১৩টি কোর্সের মাধ্যমে ৫৫৯ জন(৩৭৬ পুরুষ এবং ১৮৩ জন নারী) কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। যারা সমাজের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

৫.০ গবেষণা ও জরিপ

বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ কর্তৃক ২০২১২০২-২ অর্থবছরে বিষয়ভিত্তিক ০৭টি পৃথক গবেষণা ও জরিপ কার্যক্রম সম্পাদিত হয়েছে।

- ঢাকা শহরে ভিক্ষাবৃত্তি প্রতিরোধের উপায় নির্ধারণ;
- সাজাপ্রাপ্ত আসামীদের দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ শেষে অপরাধী পুনর্বাসন ও পুনঃঅপরাধ রেধের কার্যকারিতা যাচাই;
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবনমান উন্নয়নে মৈত্রী শিল্পের কার্যক্রমের মূল্যায়ন;
- পিতৃ-মাতৃ পরিচয়হীন পরিত্যক্ত/পাচার হতে উদ্ধারকৃত শিশুদের লালন পালনে ছোটমনি নিবাসের কার্যক্রমের উপর সমীক্ষা;
- প্রতিবন্ধী বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ব্যক্তির সহায়ক ডিভাইস সহজীকরণ ও চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের ফিচার সংযুক্তকরণে করণীয়।

বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ কর্তৃক জাতীয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে প্রদত্ত অনুদানের সুফল পর্যালোচনা সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম।

৬.০ সাম্প্রতিক কার্যক্রম

বর্তমান সরকারের অঙ্গীকার ডিজিটাল বাংলাদেশ এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ২০৩০ (SDGs) অর্জনে তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়ন ও প্রসারের বিকল্প নেই। বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ কর্তৃক পরিচালিত কার্যক্রমসমূহ সহজিকরণের লক্ষ্যে অনলাইন ই সেবা প্রদান পদ্ধতি প্রবর্তনের নিমিত্তে অনুদান প্রদান ও-প্রশিক্ষণ কর্মসূচিসহ অন্যান্য কার্যক্রম ডিজিটাইজড করার জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে অনুদান খাতের ৮২% আর্থিত সহায়তা G2P/EFT এর মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়েছে। অবশিষ্ট অনুদান আর্থিক সহায়তা G2P/EFT এর মাধ্যমে বিতরণের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।

শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান ট্রাস্ট (বাংলাদেশ)

পটভূমি

সংযুক্ত আরব আমিরাতের মহামান্য রাষ্ট্রপতি শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান ১৯৮৪ সালের মে মাসে বাংলাদেশ সফর করেন। সফরকালে তিনি এদেশের অসহায় এতিম শিশুদের কল্যাণে কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করেন। বাংলাদেশের জনগণের প্রতি বিশেষ করে অসহায় এতিম শিশুদের প্রতি মহামান্য সুলতানের গভীর সহানুভূতি ও প্রগাঢ় মমত্ববোধের নিদর্শন স্বরূপ বাংলাদেশ সরকারের বহিঃসম্পদ বিভাগ ও আবুধাবী তহবিলের (শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান চ্যারিটেবল অ্যান্ড হিউম্যানিটেরিয়ান ফাউন্ডেশন, আবুধাবী, ইউএই) প্রতিনিধির মধ্যে ২২শে জুন ১৯৮৪ তারিখে একটি সম্মত কার্যবিবরণী (Agreed Minutes) স্বাক্ষরের মাধ্যমে "শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান ট্রাস্ট (বাংলাদেশ)" গঠন করা হয়। এই ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত ট্রাস্টি বোর্ড দ্বারা পরিচালিত হয়।

২.০ ট্রাস্টের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

২.১ লক্ষ্য

পারিবারিক পরিবেশে মাতৃস্নেহ, ভালোবাসা ও যত্নের সাথে লালন-পালন করে অসহায় এতিম শিশুদের মধ্যে দায়িত্ব ও শৃংখলাবোধ সৃষ্টিপূর্বক উপযুক্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদেরকে যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা ও পুনর্বাসন করা।

২.২ উদ্দেশ্য

(ক) ট্রাস্টের সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ ও আয় বৃদ্ধির জন্য সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;
(খ) ট্রাস্টের নিজস্ব আয়ে এতিম শিশুদের ভরণপোষণ, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলাসহ তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা;
(গ) বোর্ডের অনুমোদনক্রমে দেশের যে কোনো স্থানে প্রয়োজনে আল-নাহিয়ান ট্রাস্টের শাখা স্থাপন;
(ঘ) ট্রাস্টের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ চাঁদা, দান ও অনুদান গ্রহণ;
(ঙ) যুগের সাথে সংগতি রেখে সমাজের অবহেলিত দুঃস্থ, অসহায় ও এতিম শিশুদের কল্যাণের জন্য যে কোন যুগোপযোগী উদ্যোগ গ্রহণ;
(চ) ট্রাস্ট-এর উদ্দেশ্যকে সম্প্রসারণের লক্ষ্যে যে কোন সরকারি-বেসরকারি সংস্থা, দেশি-বিদেশি সংগঠন, আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং সহযোগী সংস্থাসমূহের সাথে চুক্তি সম্পাদন ও সমন্বিত কর্মসূচি প্রণয়ন ও গ্রহণ;
(ছ) ট্রাস্টের তহবিল বৃদ্ধির জন্য ট্রাস্টি বোর্ডের সিদ্ধান্তক্রমে বিনিয়োগসহ আয়বর্ধক কর্মকান্ড বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ।

৩.০ আল-নাহিয়ান ট্রাস্টের কাযক্রম

দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নের জন্য মানব সম্পদ উন্নয়ন একটি পূর্বশর্ত। মানব সম্পদ উন্নয়ন ও নতুন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন করা যায়। যার ফলশ্রুতিতে দেশে আর্থ সামাজিক অবস্থারও উন্নয়ন ঘটে। মূলতঃ শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান ট্রাস্ট তার প্রতিষ্ঠা লগ্ন হতে অসহায় এতিমদের প্রতিপালন ও সেবা প্রদানের পাশাপাশি মানব সম্পদ উন্নয়নের কাজটি সর্বোচ্চ গুরুত্ব সহকারে ও নিষ্ঠার সাথে করে যাচ্ছে:

(ক) ট্রাস্টের অধীন ঢাকার মিরপুরে একটি শিশু পরিবার ও লালমনিরহাটে একটি শিশু পরিবার পরিচালনা করা হচ্ছে। উক্ত দুটি শিশু পরিবারে মোট ৪০০জন এতিম মেয়ে প্রতিপালনের ব্যবস্থা রয়েছে। প্রতিষ্ঠানসমূহ এতিম মেয়েদের ভরণপোষণ ও যাবতীয় সেবা প্রদান করে যাচ্ছে;
(খ) এতিম শিশুদের শিক্ষা, সাহিত্য, খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের মাধ্যমে তাদের শারীরিক ও মনস্তাত্বিক প্রতিভা বিকাশের ব্যবস্থা;

(গ) আল-নাহিয়ান ট্রাস্টের মাধ্যমে একটি উচ্চ বিদ্যালয় ও একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালনা;

(ঘ) শিশু পরিবারের নিবাসীদের দক্ষ নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান;

(ঙ) সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত আল-নাহিয়ান ট্রাস্ট ও এর অঙ্গ প্রতিষ্ঠানের জনবলের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি।

৪.০ ট্রাস্টের প্রশাসনিক কাঠামো ও জনবল

শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান ট্রাস্ট (বাংলাদেশ)-এর প্রধান কার্যালয় বনানী, ঢাকায় অবস্থিত। বনানীস্থ ট্রাস্টের জায়গার উপর বাংলাদেশ ইউএই মৈত্রী শপিং কমপ্লেক্স ও একটি হাউজিং কমপ্লেক্স রয়েছে। ট্রাস্টের আওতাধীন দুটি শিশু পরিবার রয়েছে- আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, মিরপুর, ঢাকা এবং আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, লালমনিরাহাট। মিরপুরস্থ শিশু পরিবারের অভ্যন্তরে একটি উচ্চ বিদ্যালয় এবং শিশু পরিবার, লালমনিরাহাটে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। জনবল কাঠামোতে অনুমোদিত মোট জনবলের সংখ্যা ১১৫জন। বর্তমানে ৭৯জন নিয়মিত কর্মকর্তা, শিক্ষক ও কর্মচারী কর্মরত রয়েছে। প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক জনবল নিম্নরূপ:

ক্রমিক	প্রতিষ্ঠানের নাম	অনুমোদিত পদ	কর্মরত পদ		শূন্য পদ
			কর্মকর্তা	কর্মচারী	
১.	শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান ট্রাস্ট (বাংলাদেশ) বনানী, ঢাকা	২৩	৩	১২	৮
২.	আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, মিরপুর, ঢাকা	৩০	১	২০	৯
৩.	আল-নাহিয়ান উচ্চ বিদ্যালয়, মিরপুর, ঢাকা	২২	২	১৯	১
৪.	আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, লালমনিরহাট	২৯	১	১৬	১২
৫.	আল-নাহিয়ান প্রাথমিক বিদ্যালয়, লালমনিরহাট	১১	-	৫	৬
	সর্বমোট	১১৫	৭	৭২	৩৬

৫.০ ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গঠিত নিম্নরূপ ট্রাস্টি বোর্ড দ্বারা শেখ জায়েদ বিন সুলতান নাহিয়ান ট্রাস্ট (বাংলাদেশ)-এর কার্যক্রম পরিচালিত হয়:

১	মাননীয় মন্ত্রী, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	চেয়ারম্যান
২	মহাপরিচালক শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান চ্যারিটেবল এন্ড হিউম্যানিটেরিয়ান ফাউন্ডেশন, আবুধাবী, ইউএই	কো-চেয়ারম্যান
৩	সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	ভাইস চেয়ারম্যান
৪	প্রফেসর ড. আবু রেজা মোঃ নেজামুদ্দিন নদভী এম.পি চেয়ারম্যান, আল্লামা ফজলুল্লাহ ফাউন্ডেশন	সদস্য
৫	মহাপরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর	সদস্য
৬	অতিরিক্ত সচিব (মধ্য প্রাচ্য), অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	সদস্য
৭	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	সদস্য
৮	মহাপরিচালক (পশ্চিম এশিয়া), পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	সদস্য
৯	ইউএই মিশন প্রধান, ঢাকা, বাংলাদেশ	সদস্য
১০	প্রতিনিধি, শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান চ্যারিটেবল এন্ড হিউম্যানিটেরিয়ান ফাউন্ডেশন, আবুধাবী, ইউএই	সদস্য
১১	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য
১২	নির্বাহী পরিচালক, শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান ট্রাস্ট (বাংলাদেশ)	সদস্য-সচিব

৬.০ ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

- ❖ আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার মিরপুর, ঢাকা ও আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, লালমনিরহাট এবং ঢাকার বনানীস্থ প্রধান কার্যালয় প্রাঙ্গনে ফুলের বাগান ও শোভা বর্ধন করা হয়েছে;
- ❖ শিশু পরিবারের নিবাসীদের এবং গরীব কর্মচারীদের মধ্যে কম্বল বিতরণ করা হয়েছে;
- ❖ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি,জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল,ই-গভর্নেন্স ও অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থার ওপর প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে;
- ❖ শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান ট্রাস্ট(বাংলাদেশ) কর্তৃক ২১ ফেব্রুয়ারি শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন করা হয়েছে;
- ❖ শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান ট্রাস্ট (বাংলাদেশ) কর্তৃক ২৫ মার্চ গণহত্যা দিবস এবং ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস যথাযোগ্য মর্যাদা ও উৎসবমূখর পরিবেশে উদযাপন করা হয়েছে;
- ❖ ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে নিবাসীদের মাঝে উন্নতমানের খাবার পরিবেশন করা হয়েছে;
- ❖ শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান ট্রাস্ট (বাংলাদেশ) কর্তৃক ১৭ মার্চ ২০২৩ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় ও উৎসবমুখর পরিবেশে উদযাপন করা হয়েছে;
- ❖ শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান ট্রাস্ট (বাংলাদেশ) কর্তৃক ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপন করা হয়েছে;
- ❖ জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে আল-নাহিয়ান ট্রাস্ট(বাংলাদেশ) কর্তৃক পরিচালিত আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, মিরপুর, ঢাকা ও আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, লালমনিরহাটের নিবাসীদের মাঝে উন্নতমানের খাবার পরিবেশন করা হয়েছে;
- ❖ আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, লালমনিরহাটে ২০২৩ সালে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও বিজয়ীদের পুরস্কার বিতরণ করা হয়েছে;
- ❖ আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, মিরপুর, ঢাকায় ১৮ (আঠারো) জন নতুন অসহায় এতিম মেয়ে ভর্তি করা হয়েছে।
- ❖ আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, লালমনিরহাটে ২৭ (সতেরো) জন নতুন অসহায় এতিম মেয়ে ভর্তি করা হয়েছে।
- ❖ শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান ট্রাস্ট (বাংলাদেশ) কর্তৃক বাংলা নববর্ষ ১৪৩০ উপলক্ষ্যে ১ বৈশাখ উৎসবমূখর পরিবেশে উদযাপন করা হয়েছে;
- ❖ বাংলা নববর্ষ ১৪৩০ উপলক্ষ্যে ১ বৈশাখ উপলক্ষ্যে নিবাসীদের উন্নতমানের খাবার পরিবেশন হয়েছে;
- ❖ শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান ট্রাস্ট(বাংলাদেশ) কর্তৃক শিশু পরিবারসমূহের নিবাসীদের পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষ্যে নতুন পোষাক-পরিচ্ছদ সরবরাহ করা হয়েছে;
- ❖ নিবাসী শিশুদেরকে সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি সমাজে সাবলম্বী হিসেবে গড়ে তোলার জন্য আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, মিরপুর, ঢাকা ও আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, লালমনিরহাটের নিবাসীদের সেলাই প্রশিক্ষণ ও কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- ❖ ট্রাস্ট ও আল-নাহিয়ান শিশু পরিবারের পরিবেশ মনোরম ও সৌন্দর্য মন্ডিত করার লক্ষ্যে রোপণকৃত বনজ, ফলজ এবং ঔষধি গাছের পরিচর্যা করা হয়েছে;
- ❖ আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, মিরপুর, ঢাকা খাদ্য ও আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি সরবরাহের খাদ্য ঠিকাদার নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে;
- ❖ ঈদুল ফিতর ২০২৩ উপলক্ষ্যে শিশু পরিবারের নিবাসীদের উন্নতমানের খাবার পরিবেশন করা হয়েছে;
- ❖ ঈদ-উল-আযহা ২০২৩ উপলক্ষ্যে নিবাসীদের উন্নতমানের খাবার পরিবেশন করা হয়েছে;
- ❖ শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান ট্রাস্ট(বাংলাদেশ) কর্তৃক ঈদ-উল-আযহা ২০২৩ উপলক্ষ্যে আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, মিরপুর, ঢাকা ও লালমনিরহাটের নিবাসীদের জন্য কোরবানীর পশু (গরু) সরবরাহ করা হয়েছে;
- ❖ আল-নাহিয়ান শিশু পরিবারে নিবাসী ভর্তি কার্যক্রম অনলাইন করা হয়েছে।

৭.০ শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান ট্রাস্ট (বাংলাদেশ)-এর পরিচালিত প্রতিষ্ঠান

৭.১ আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, মিরপুর, ঢাকা

শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান ট্রাস্ট (বাংলাদেশ) কর্তৃক পরিচালিত আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, মিরপুর সেকশন-২, ঢাকা ২.৭০ একর জমিতে এক মনোরম পরিবেশে অবস্থিত। শিশু পরিবারটি ১১ জুলাই ১৯৮৭ তারিখে যাত্রা শুরু করে। আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, মিরপুর, ঢাকা ট্রাস্টের নির্বাহী পরিচালকের সভাপতিত্বে চার সদস্য বিশিষ্ট একটি ব্যবস্থাপনা কমিটির মাধ্যমে পরিচালিত হয়।

(ক) আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, মিরপুর, ঢাকা-এর স্থানীয় ব্যবস্থাপনা কমিটি

আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, মিরপুর, ঢাকার স্থানীয় ব্যবস্থাপনা কমিটি নিম্নরূপ

(১)	নির্বাহী পরিচালক (যুগ্মসচিব), শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান ট্রাস্ট (বাংলাদেশ)	সভাপতি
(২)	উপসচিব (প্রশাসন-৫), সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা	সদস্য
(৩)	খন্ডকালীন ডাক্তার, আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, মিরপুর, ঢাকা	সদস্য
(৪)	উপ-তত্ত্বাবধায়ক, আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, মিরপুর, ঢাকা	সদস্য সচিব

(খ) আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, মিরপুর সেকশন-২, ঢাকার কার্যক্রম

- আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, মিরপুর, ঢাকায় এতিম মেয়ে শিশুদেরকে শিশুমাতাদের তত্ত্বাবধানে এং তাদের সার্বক্ষণিক আদর-যত্নে ঘরোয়া পরিবেশে ও মাতৃস্নেহে লালন-পালন করা হয়;
- এতিম মেয়ে শিশুদেরকে যত্ন সহকারে একাডেমিক শিক্ষাদানের মাধ্যমে মানবসম্পদে পরিণত করা হয়, যাতে তারা সমাজের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত হতে পারে;
- এতিম শিশুদের খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের মাধ্যমে তাদের স্বাভাবিক প্রতিভা বিকাশের ব্যবস্থা করা হয়;
- শিশু পরিবারের নিবাসীদের দক্ষ নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলার জন্য কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়;
- শিশু পরিবারে নিয়োজিত ডাক্তার কর্তৃক নিবাসীদের চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়
- ভবিষ্যত আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে নিবাসীদেরকে সেলাই ও কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়;
- বিদ্যালয়ে ধর্মীয় শিক্ষকের মাধ্যমে এতিম মেয়ে শিশুদের নৈতিকতা, মূল্যবোধ, মানবিকতা ও চারিত্রিক গুণাবলি শিক্ষা দেয়া হয়;
- নিবাসীদের ১৮(আঠার) বছর পূর্ণ অথবা এস.এস.সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণের পর পুনর্বাসন ভাতা প্রদান পূর্বক অভিভাবকের নিকট হস্তান্তর করা হয়।

৭.২ আল-নাহিয়ান উচ্চ বিদ্যালয়, মিরপুর-২, ঢাকা-১২১৬

আল-নাহিয়ান উচ্চ বিদ্যালয় আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, মিরপুর, ঢাকার অভ্যন্তরে অবস্থিত। ১৯৮৭ সাল থেকে প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ২০০০ সাল থেকে উচ্চ বিদ্যালয়ের কার্যক্রম শুরু হয়। বিদ্যালয়ে এতিম নিবাসীদের পাশাপাশি বহিরাগত ছাত্র/ছাত্রীদের লেখাপড়ার সুযোগ রয়েছে। বিদ্যালয়টিতে শিক্ষক/কর্মচারীর সংখ্যা ২২ জন তন্মধ্যে নিয়মিত ২১ জন এবং খন্ডকালীন ৪জন।

(ক) আল-নাহিয়ান উচ্চ বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটি

(১)	নির্বাহী পরিচালক (যুগ্মসচিব), শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান ট্রাস্ট(বাংলাদেশ)	সভাপতি
(২)	উপ-তত্ত্বাবধায়ক, আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, মিরপুর, ঢাকা	সদস্য
(৩)	খন্ডকালীন ডাক্তার, আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, মিরপুর, ঢাকা	সদস্য
(৪)	জনাব জসিম উদ্দিন আহমেদ, সহকারী শিক্ষক, আল-নাহিয়ান উচ্চ বিদ্যালয়, মিরপুর, ঢাকা	শিক্ষক প্রতিনিধি সদস্য
(৫)	জনাব মোঃ মঈন উদ্দিন চিশতি, সহকারী শিক্ষক, আল-নাহিয়ান উচ্চ বিদ্যালয়, মিরপুর, ঢাকা	শিক্ষক প্রতিনিধি সদস্য
(৬)	বেগম তাহমিনা আক্তার, শিশুমাতা, আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, মিরপুর, ঢাকা	নিবাসী অভিভাবক প্রতিনিধি
(৭)	বেগম বিলকিস খান, শিশুমাতা, আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, মিরপুর, ঢাকা	নিবাসী অভিভাবক প্রতিনিধি
(৮)	আল**হাজ্ব** মোঃ আব্দুল কাদের, মিরপুর, ঢাকা	দাতা সদস্য
(৯)	জনাব মোঃ শাহানুর রহমান, মিরপুর, ঢাকা	অভিভাবক সদস্য
(১০)	জনাব আব্দুল মাজেদ, মিরপুর, ঢাকা	অভিভাবক সদস্য
(১১)	বেগম সাবরিন সুলতানা, মিরপুর, ঢাকা এবং	মহিলা অভিভাবক প্রতিনিধি
(১২)	প্রধান শিক্ষক, আল-নাহিয়ান উচ্চ বিদ্যালয়, মিরপুর, ঢাকা।	সদস্য-সচিব

(খ) আল-নাহিয়ান উচ্চ বিদ্যালয়ের বিগত ০৫ বছরের শিক্ষার্থীর সংখ্যা

সাল	ছাত্র	ছাত্রী	মোট শিক্ষার্থী
২০১৮	২২৫	২৭৩	৪৯৮
২০১৯	২২৪	২২৭	৪৫১
২০২০	২৮৫	২০৯	৪৯৪
২০২১	৯৫	২১২	৩০৭
২০২২	১৩৫	২১৬	৩৫১

৭.৩ আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, লালমনিরহাট

শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান ট্রাস্ট (বাংলাদেশ) কর্তৃক পরিচালিত আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, লালমনিরহাট জেলা সদরে ০৫(পাঁচ) একর জায়গায় অবস্থিত। শিশু পরিবারটির কার্যক্রম ১৫ জানুয়ারি ১৯৯৩ তারিখে শুরু হয়। আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, লালমনিরহাট স্থানীয় একটি ব্যবস্থাপনা কমিটির মাধ্যমে পরিচালিত হয়। আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, লালমনিরহাট কমপ্লেক্সে আল-নাহিয়ান প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নিবাসী মেয়েরা লেখাপড়া করে।

(ক) আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, লালমনিরহাট-এর স্থানীয় ব্যবস্থাপনা কমিটিঃ

আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, লালমনিরহাট এর স্থানীয় ব্যবস্থাপনা কমিটি নিম্নরূপ

(১)	জেলা প্রশাসক, লালমনিরহাট	সভাপতি
(২)	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), লালমনিরহাট	সদস্য
(৩)	পুলিশ সুপার, লালমনিরহাট	সদস্য
(৪)	সিভিল সার্জন, লালমনিরহাট	সদস্য
(৫)	নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, লালমনিরহাট	সদস্য
(৬)	অধ্যক্ষ, মজিদা খাতুন সরকারি মহিলা কলেজ, লালমনিরহাট	সদস্য
(৭)	উপ-পরিচালক, সমাজসেবা কার্যালয়, লালমনিরহাট	সদস্য
(৮)	জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, লালমনিরহাট	সদস্য
(৯)	উপ-তত্ত্বাবধায়ক, লালমনিরহাট	সদস্য সচিব

(খ) আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, লালমনিরহাটের কার্যক্রম:

- ❖ আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, লালমনিরাহাট এর এতিম মেয়ে শিশুদেরকে শিশুমাতাদের তত্ত্বাবধানে এং তাদের সার্বক্ষণিক আদর-যত্নে ঘরোয়া পরিবেশে ও মাতৃস্নেহে লালন-পালন করা হয়;
- ❖ এতিম মেয়ে শিশুদেরকে যত্ন সহকারে একাডেমিক শিক্ষাদানের মাধ্যমে মানবসম্পদে পরিণত করা হয়, যাতে তারা সমাজের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত হতে পারে;
- ❖ এতিম শিশুদের খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের মাধ্যমে তাদের স্বাভাবিক প্রতিভা বিকাশের ব্যবস্থা করা হয়;
- ❖ শিশু পরিবারের নিবাসীদের দক্ষ নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলার জন্য কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়;
- ❖ শিশু পরিবারে নিয়োজিত ডাক্তার কর্তৃক নিবাসীদের চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়;
- ❖ ভবিষ্যত আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে নিবাসীদেরকে সেলাই ও কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়;
- ❖ বিদ্যালয়ে ধর্মীয় শিক্ষকের মাধ্যমে এতিম মেয়ে শিশুদের নৈতিকতা, মূল্যবোধ, মানবিকতা ও চারিত্রিক গুণাবলি শিক্ষা দেয়া হয়;
- ❖ নিবাসীদের ১৮ (আঠারো) বছর পূর্ণ অথবা এস.এস.সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণের পর পুনর্বাসন ভাতা প্রদান পূর্বক অভিভাবকের নিকট হস্তান্তর করা হয়।

৮.০ শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান ট্রাস্ট (বাংলাদেশ)-এর উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা

(ক) শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান ট্রাস্ট (বাংলাদেশ)-এর বনানীস্থ ইউএই মৈত্রী কমপ্লেক্সে বহুতল বিশিষ্ট বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ :

শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান ট্রাস্ট (বাংলাদেশ)-এর বনানীস্থ ইউএই মৈত্রী কমপ্লেক্সের জমিতে বহুতল বিশিষ্ট দৃষ্টি নন্দন বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণের বিষয়ে ট্রাস্টি বোর্ড কর্তৃক নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

(খ) আল-নাহিয়ান উচ্চ বিদ্যালয়, মিরপুর, ঢাকার বর্তমান অবকাঠামোর স্থলে ৬তলা বিশিষ্ট ভবন নির্মাণ :

আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, মিরপুর, ঢাকার অভ্যন্তরে অবস্থিত আল-নাহিয়ান উচ্চ বিদ্যালয়ের বিদ্যমান ভবনে ছাত্র-ছাত্রীদের স্থান সংকুলান না হওয়ায় নতুন ভবন নিমার্ণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

(গ) আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, লালমনিরহাট-এ ৬তলা বিশিষ্ট ণিজ্যিক ভবন নির্মাণ:

ট্রাস্টের আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, লালমনিরহাটের অভ্যন্তরে ৬ তলা বিশিষ্ট বাণিজ্যিক ভবন (মার্কেট) নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

(ঘ) আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, মিরপুর, ঢাকার অভ্যন্তরে দোকান নির্মাণ:

ট্রাস্টের আয় বৃদ্ধির জন্য আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, মিরপুর, ঢাকার অভ্যন্তরে দক্ষিণ-পশ্চিম পার্শ্বে বাউন্ডারী দেওয়াল সংলগ্ন খালি জায়গায় দোকান নিমার্ণের পরিকল্পনা রয়েছে।

২৬ শে মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস- ২০২৩ উদযাপন উপলক্ষ্যে আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, মিরপুর, ঢাকার নিবাসীদের মাঝে উন্নতমানের খাবার পরিবেশন

আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, মিরপুর, ঢাকায় কম্পিউটার ল্যাব উদ্বোধন

সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং নির্বাহী পরিচালক, শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান ট্রাস্ট(বাংলাদেশ)-এর মধ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর

১৫ ই আগস্ট ২০২২ স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৮ তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুস্পস্তবক অর্পণ

শারীরিক প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট, মৈত্রী শিল্প

পটভূমি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়াধীন শারীরিক প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট, মৈত্রী শিল্প প্রতিবন্ধীবান্ধব একটি প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানের আওতায় দেশ সেরা বোতলজাত বিশুদ্ধ মুক্তা পানি ও মৈত্রী প্লাস্টিক পণ্য উৎপাদন ও বিপণন করা হয়। এ উৎপাদন ও বিপণন প্রক্রিয়ার সাথে যে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী সম্পৃক্ত রয়েছেন তাদের সিংহভাগই প্রতিবন্ধী। এ প্রতিষ্ঠানের অনন্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের দ্বারা উৎপাদিত মুক্তা বোতলজাত বিশুদ্ধ পানি ও মৈত্রী প্লাস্টিক পণ্যের বিক্রয়লব্ধ সমুদয় আয় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কল্যাণেই ব্যয় করা হয়।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবনমান উন্নয়ন ও অধিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতি তাঁর মানবিকতা থেকে বর্তমান সরকার মৈত্রী শিল্পের আধুনিকায়ন ও সম্প্রসারণে "শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্য উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন" শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করে। এছাড়াও বিগত ১৪ (চৌদ্দ) বছরে (২০০৯-২০২৩) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবনমান উন্নয়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন অনুযায়ী মৈত্রী শিল্পের আমূল পরিবর্তন ও সংস্কারের মধ্য দিয়ে শারীরিক প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট, মৈত্রী শিল্প আজ রুগ্ন শিল্প হতে একটি প্রতিবন্ধীবান্ধব,আধুনিক,উন্নত ও লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে।

"প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবনমান উন্নয়ন ও সমাজের মূলস্রোতে অন্তর্ভূক্তির অভিযাত্রায় মুজিববর্ষ হোক আমাদের অন্যতম প্রেরণার উৎস"এই শ্লোগানকে ধারণপূর্বক মৈত্রী শিল্প মুজিববর্ষে উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করে

১.১ রূপকল্প (Vision)

কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং পুনর্বাসনের মাধ্যমে শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সুরক্ষা ও তাদেরকে সমাজের মূলস্রোতে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবনমান উন্নয়ন।

১.২ অভিলক্ষ্য (Mission)

- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সমাজের মূল স্রোত ধারায় সম্পৃক্ত করার জন্য শিল্প বিষয়ক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ মানব সম্পদে রূপান্তর;
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সুরক্ষার লক্ষ্যে তাদের কর্মসংস্থান ও পুনর্বাসন কার্যক্রম জোরদারকরণ;
- মৈত্রী প্লাস্টিক পণ্য সামগ্রী ও মুক্তা ন্যাচারাল ড্রিংকিং ওয়াটার উৎপাদন ও বিপণনের কাঙ্ক্ষিত মানে উন্নীতকরণ ও মৈত্রী শিল্পের আধুনিকায়ন;
- মৈত্রী শিল্পের উৎপাদিত প্লাস্টিক পণ্য সামগ্রী ও মুক্তা ন্যাচারাল ড্রিংকিং ওয়াটার সরকারি, আধাসরকারি/ স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানসহ ভোক্তাদের মাঝে সরবরাহ বৃদ্ধি নিশ্চিতকরণ ও রাজস্ব বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়নে ভূমিকা রাখা।

১.৩ কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ সংস্থার কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

১. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের শিল্প বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি;
২. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবন মান উন্নয়নের মাধ্যমে দক্ষ মানব সম্পদে পরিণত করা;
৩. শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কর্তৃক উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী ও বিশুদ্ধ মুক্তা ড্রিংকিং ওয়াটার বিপণনের মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ভাগ্য পরিবর্তন করা।

১.৩.২ আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

১. দক্ষতার সংগে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন;
২. মৈত্রী শিল্প ফ্যাক্টরীতে পণ্য উৎপাদন, বিপণন ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পুনর্বাসন;
৩. দক্ষ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন;
৪. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের আলোকে প্রতিষ্ঠানের কমকর্তা/কর্মচারীদের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা।

২.০ মৈত্রী শিল্পের কার্যাবলি (Functions)

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ও ভিশনারি পদক্ষেপের ফলে দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন ও কাঙ্খিত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জণ সম্ভব হয়েছে। **"প্রতিবন্ধীরা সমাজের বোঝা নয় সম্পদ"** মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিবন্ধীবান্ধব এই দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবনমান উন্নয়নে কিছু অনুশাসন বাস্তবায়নের মাধ্যমে এই সংস্থাটি প্রতিবন্ধীতা উত্তরণে বিশেষ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। প্রতিবন্ধিতা উত্তরণে মৈত্রী শিল্পের প্রতি তাঁর মানবিকবোধ ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এই প্রতিষ্ঠানটি একটি রুগ্ন শিল্প হতে প্রতিবন্ধীবান্ধব একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা সম্ভব হয়েছে। উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি নিম্নরূপ:

ক. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সমাজের মূলস্রোতধারায় অর্ন্তভুক্ত করার জন্য শিল্প বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ মানব সম্পদে রূপান্তর করা;
খ. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আর্থ-সামাজিক সুরক্ষার লক্ষ্যে তাদের কর্মসংস্থান ও পুনর্বাসন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা;
গ. মৈত্রী প্লাস্টিক পণ্য সামগ্রী ও মুক্তা ন্যাচারাল ড্রিংকিং ওয়াটার উৎপাদন ও বিপণন কাঙ্খিত মানে উন্নীতকরণের মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করা;
ঘ. মৈত্রী শিল্পের উৎপাদিত প্লাস্টিক পণ্য সামগ্রী ও মুক্তা ন্যাচারাল ড্রিংকিং ওয়াটার সরকারী, আধাসরকারী/ স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানসহ সর্বস্তরের ভোক্তাদের মাঝে সরবরাহ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধি ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবনমান উন্নয়নে ভূমিকা রাখা।

মৈত্রী শিল্পের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের দ্বারা উৎপাদিত প্লাস্টিক পণ্য সামগ্রীর স্টল পরিদর্শণ করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবসের অনুষ্ঠানে ‘মুক্তা পানির’ বোতল হাতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী নুরুজ্জামান আহমেদ, এমপি , প্রতিমন্ত্রী মোঃ আশরাফ আলী খান খসরু, এমপি এবং সম্মানিত সচিব জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম কর্তৃক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের দ্বারা উৎপাদিত প্লাস্টিক পণ্য উৎপাদন কারখানা পরিদর্শন

রাজধানীর আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে ৫ এপ্রিল, ২০২৩ মুক্তা পানির প্রমোশনাল কার্যক্রম ও রোড-শোতে অংশগ্রহন করেন সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী নুরুজ্জামান আহমেদ, এমপি , প্রতিমন্ত্রী মোঃ আশরাফ আলী খান খসরু, এমপি এবং সম্মানিত সচিব জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম

৩.০ ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে শারীরিক প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট, মৈত্রী শিল্প এর অর্জন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন বর্তমান প্রতিবন্ধীবান্ধব সরকারের সময়ে শারীরিক প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট, মৈত্রী শিল্প প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবনমান উন্নয়নের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে নিম্নবর্ণিত গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি সম্পাদন করেছে।

৩.১ বিভাগীয় পর্যায়ে মৈত্রী শিল্পের শাখা-কাম শো-রুম স্থাপন

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকতর কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে তাদের জীবনমান উন্নয়ন ও মৈত্রী পণ্যের বাজার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন অনুযায়ী দেশের ৮টি বিভাগে মৈত্রী শিল্পের ০৮টি শাখা কাম সেলস সেন্টার গড়ে তোলার কার্যক্রম বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। ইতোমধ্যে ঢাকা, রংপুর ও চট্রগ্রাম বিভাগীয় পর্যায়ে মৈত্রী শিল্পের শাখা কাম সেলস সেন্টার স্থাপনের কাজ বাস্তবায়িত হয়েছে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছর হতেই এ তিনটি শাখায় উৎপাদন ও বিপণণ শুরু হয়েছে। অবশিষ্ট ০৫টি বিভাগীয় শাখা পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা হবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন অনুযায়ী প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকতর কর্মসংস্থান ও জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভাগীয় পর্যায়ে (চট্রগ্রাম বিভাগ) মৈত্রী শিল্পের স্থাপিত শাখা কাম সেলস সেন্টার

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন অনুযায়ী প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকতর কর্মসংস্থান ও জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভাগীয় পর্যায়ে (রংপুর বিভাগ) মৈত্রী শিল্পের স্থাপিত শাখা কাম সেলস সেন্টার

৩.২ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বৃত্তিমূলক/শিল্প বিষয়ক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানব সম্পদে রূপান্তরপূর্বক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাকরণ

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে শারীরিক প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট, মৈত্রী শিল্প কর্তৃক ৩৩০ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে বৃত্তিমূলক/ শিল্প বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদানকরত দক্ষ মানব সম্পদে রূপান্তর এবং ২৭০ জন প্রশিক্ষিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে মৈত্রী শিল্পসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

মৈত্রী শিল্পের ওয়ার্কশপে প্রশিক্ষণরত প্রতিবন্ধী প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ

৩.৩ কারিগরি দক্ষতা উন্নয়ন ও আধুনিক অফিস ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে শারীরিক প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট, মৈত্রী শিল্পে কারিগরি দক্ষতা উন্নয়ন ও আধুনিক অফিস ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়।যাতে করে প্রশিক্ষিত ব্যক্তিরা মৈত্রী শিল্পের উন্নয়নে অধিকতর কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।

দক্ষ প্রশিক্ষক দ্বারা মৈত্রী শিল্পের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণ প্রদানের চিত্র

৩.৪ গভীর নলকূপ স্থাপন

মুক্তা ড্রিংকিং ওয়াটারের চাহিদা বৃদ্ধির কারনে টংগীস্থ প্রধান কার্যালয়ে আরোও একটি ১০০০ (এক হাজার) ফুট গভীর নলকূপ স্থাপন। এই গভীর নলকূপ স্থাপনের ফলে মুক্তা ড্রিংকিং ওয়াটার নিরবিচ্ছিন্নভাবে উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনা সম্ভব হবে।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী নুরুজ্জামান আহমেদ, এমপি এবং সম্মানিত সচিব জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম কর্তৃক মৈত্রী শিল্পে স্থাপিত ১০০০ (এক হাজার) ফুট গভীর নলকূপ উদ্বোধন।

৩.৫ মৈত্রী শিল্প ফ্যাক্টরিতে ৮৫০০ কিলোনিউটন ক্ষমতা সম্পন্ন ইনঞ্জেকশন মোল্ডিং মেশিন স্থাপন

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে টংগীস্থ মৈত্রী শিল্পের ফ্যাক্টরিতে ৮৫০০ কিলোনিউটন ক্ষমতা সম্পন্ন ইনঞ্জেকশন মোল্ডিং মেশিন স্থাপন করা হয়েছে। যে মেশিনের মাধ্যমে প্রশিক্ষিত প্রতিবন্ধীদের দ্বারা মৈত্রী প্লাস্টিক চেয়ার,মৈত্রী প্লাস্টিক ঝুড়ি এবং মৈত্রী প্লাস্টিক পেপার বাস্কেট উৎপাদন করা হবে।প্রতিবন্ধীদের দ্বারা মৈত্রী চেয়ার এবং ঝুড়ি উৎপাদনের মাধ্যমে প্রতিবন্ধীদের জীবনমান উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে এবং মৈত্রী শিল্পকে আরো লাবজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করবে।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী নুরুজ্জামান আহমেদ, এমপি এবং সম্মানিত সচিব জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম কর্তৃক মৈত্রী শিল্প ফ্যাক্টরিতে ৮৫০০ কিলোনিউটন ক্ষমতা সম্পন্ন ইনজেকশন মোল্ডিং মেশিন পরিদর্শণ।

মৈত্রী শিল্প ফ্যাক্টরিতে ৮৫০০ কিলোনিউটন ক্ষমতা সম্পন্ন ইনজেকশন মোল্ডিং মেশিন ও উৎপাদিত মৈত্রী প্লাস্টিক চেয়ার,মৈত্রী প্লাস্টিক ঝুড়ি এবং মৈত্রী প্লাস্টিক পেপার বাস্কেট।

৪.০ মৈত্রী শিল্পের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ডরমেটরি ও আবাসিক ভবন নির্মাণ

প্রতিবন্ধীদের জন্য আবাসন নিশ্চিতকরণে সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার মোতাবেক মৈত্রী শিল্পের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ডরমেটরি ও আবাসিক ভবন নির্মাণের বিষয়ে একটি ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়েছে। নকশা অনুমোদনের জন্য প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে গণপূর্ত অধিদফতরে প্রেরণ করা হয়েছে। উল্লিখিত নকশা অনুমোদিত হলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আবাসন ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করা হবে।

বর্তমান সরকারের বিগত ১৪ বছর (২০০৯-২০২৩) মেয়াদে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবন মান উন্নয়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মানবিক প্রতিশ্রুতি ও তাঁর দূরদৃষ্টিসম্পন্ন্ সিদ্ধান্তের ফলে প্রতিষ্ঠানটির আমূল পরিবর্তন ও সংস্কারের মধ্য দিয়ে শারীরিক প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট, মৈত্রী শিল্প আজ প্রতিবন্ধীবান্ধব একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে, যা রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়ন ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকরনের মাধ্যমে উন্নত দেশে রূপান্তরের অভিযাত্রায় একটি অনন্য পদক্ষেপ।

নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট

পটভূমি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে সকল নাগরিকের সম-অধিকার, মর্যাদা, মৌলিক মানবাধিকার ও সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে। বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সংক্রান্ত জাতিসংঘের সনদ (UNCRPD) অনুসমর্থন ও অনুস্বাক্ষর করেছে। সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা, আন্তর্জাতিক সনদের বাস্তবায়ন ও প্রতিবন্ধীবান্ধব সরকারের সদিচ্ছায় অটিজমসহ স্নায়ুবিকাশজনিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবনমান উন্নয়নে ২০১৩ সনে নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন প্রণয়ন করা হয়। এ আইনের বিধান অনুসারে ২০১৪ সনে নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট স্থাপন করা হয়।

২.০ রূপকল্প

বাংলাদেশের নিউরো-ডেভেলমেন্টাল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সুরক্ষা ও তাদের জীবনমান উন্নয়ন।

৩.০ অভিলক্ষ্য

- জাতিসংঘ ঘোষিত UNCRPD আলোকে বাংলাদেশের নিউরো ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর সমমর্যাদা, অধিকার, পূর্ণ অংশগ্রহণ এবং সমাজের মূলস্রোতধারায় সর্ম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে দেশের সার্বিক উন্নয়ন সাধন
- নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী বিষয়ক যাবতীয় কার্যক্রম সমন্বয় সাধন এবং জাতীয় পর্যায়ে নীতি নির্ধারণ ও নীতি বাস্তবায়ন বিষয়ে কার্যকর ভূমিকা পালন
- নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবনব্যাপী যত্নপরিচর্যা, আবাসন, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, কর্মসংস্থান, পুনর্বাসন ও স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণ
- নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধিতা বিষয়ক গবেষণা প্রতিবেদন, বুলেটিন, জার্নাল, সাময়িকী ও পুস্তিকা প্রকাশ এবং প্রচার-প্রচারণা
- নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ক্রীড়া, শরীরচর্চা ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ।

৪.০ উপদেষ্টা পরিষদ

‘নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন, ২০১৩’ অনুসারে ট্রাস্টের উপদেষ্টা পরিষদের কাঠামো:

১.	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার	সভাপতি
২.	মাননীয় মন্ত্রী, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	সহ-সভপতি
৩.	মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৪.	মাননীয় মন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৫.	মাননীয় মন্ত্রী, আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য
৬.	মাননীয় মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	সদস্য
৭.	মাননীয় মন্ত্রী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৮.	মাননীয় মন্ত্রী, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	সদস্য
৯.	মাননীয় মন্ত্রী, শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
১০.	মাননীয় মন্ত্রী, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	সদস্য
১১.	মাননীয় মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	সদস্য
১২.	মাননীয় মন্ত্রী, তথ্য মন্ত্রণালয়	সদস্য

১৩.	মাননীয় মন্ত্রী, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৪.	মাননীয় মন্ত্রী, খাদ্য মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৫.	মাননীয় মন্ত্রী, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৬.	সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য-সচিব

৫. এনডিডি সুরক্ষা ট্রাস্টি বোর্ড

'নিউরো- ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন, ২০১৩' অনুসারে 'নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্টি বোর্ড'-এর কাঠামো নিম্নরুপ:

১.	সরকার কর্তৃক মনোনীত, নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী বিষয়ে অভিজ্ঞতা ও দক্ষতাসম্পন্ন একজন ব্যক্তি	চেয়ারপার্সন
২.	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন	ভাইস চেয়ারপার্সন
৩.	মহাপরিচালক, সমাজসেবা অধিদফতর	সদস্য
৪.	মহাপরিচালক,স্বাস্থ্য অধিদফতর	সদস্য
৫.	যুগ্ম সচিব (উন্নয়ন), সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৬.	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উক্ত মন্ত্রণালয়ের অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা	সদস্য
৭.	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উক্ত মন্ত্রণালয়ের অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা	সদস্য
৮.	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উক্ত মন্ত্রণালয়ের অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা	সদস্য
৯.	শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উক্ত মন্ত্রণালয়ের অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা	সদস্য
১০.	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উক্ত মন্ত্রণালয়ের অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা	সদস্য
১১.	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উক্ত মন্ত্রণালয়ের অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা	সদস্য
১২.	খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উক্ত মন্ত্রণালয়ের অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা	সদস্য
১৩.	অর্থ বিভাগ কর্তৃক মনোনীত উক্ত বিভাগের অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা	সদস্য
১৪.	ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ কর্তৃক মনোনীত উক্ত বিভাগের অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা	সদস্য
১৫.	স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক মনোনীত উক্ত বিভাগের অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা	সদস্য
১৬.	লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ কর্তৃক মনোনীত উক্ত বিভাগের অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা	সদস্য
১৭.	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত অটিজম ও স্নায়ু বিকাশজনিত সমস্যা বিষয়ক জাতীয় পর্যায়ের স্টিয়ারিং কমিটি কর্তৃক একজন প্রতিনিধি	সদস্য
১৮.	নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বা তাহার মাতা, পিতা, অভিভাবক বা নিবন্ধিত সংগঠনের প্রতিনিধিগণের মধ্য হইতে সরকার কর্তৃ মনোনীত ৭ (সাত) জন প্রতিনিধি	সদস্য
১৯.	সরকার কর্তৃক মনোনীত জনহিতৈষীমূলক কার্যক্রমে জড়িত ব্যক্তিগণের বা প্রতিষ্ঠানের ২ (দুই) জন প্রতিনিধি	সদস্য
২০.	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট	সদস্য-সচিব

৬. নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্টের জনবল

ক্র.	পদবি	গ্রেড	অনুমোদিত পদ সংখ্যা	কর্মরত পদ সংখ্যা	শূন্য পদ সংখ্যা	নিয়োগযোগ্য পদ সংখ্যা
১.	ব্যবস্থাপনা পরিচালক (যুগ্মসচিব)	৩য়	১	১	০	০
২.	পরিচালক	৪র্থ	১	১	০	০
৩.	উপপরিচালক	গ্রেড-০৬	১	১	০	০
৪.	সহকারী পরিচালক	গ্রেড-০৯	১	১	০	০
৫.	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	গ্রেড-১০	১	১	০	০
৬.	সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	গ্রেড-১১	১	১	০	০
৭.	ব্যক্তিগত সহকারী	গ্রেড-১৪	১	১	০	০
৮.	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	গ্রেড-১৬	৩	১	২	২
৯.	ডেসপাচ রাইডার	গ্রেড-১৯	১	১	০	০
১০.	গাড়িচালক (লাইট)	সাকুল্য বেতনে	২	২	০	০
১১.	অফিস সহায়ক	সাকুল্য বেতনে	৩	০	৩	৩
১২.	নিরাপত্তা প্রহরী	সাকুল্য বেতনে	২	২	০	০
১৩.	পরিচ্ছন্নতা কর্মী		১	১	০	০

৭.০ স্বাস্থ্য সম্পর্কিত কার্যক্রম

৭.১ চিকিৎসা সহায়তা হিসেবে এককালীন অনুদান প্রদান

এনডিডি ব্যক্তিদের চিকিৎসা সহায়তা হিসেবে এনডিডি সুরক্ষা ট্রাস্ট হতে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। ২০২২-২৩ অর্থবছরে ২০০০ জন এনডিডি ব্যক্তিকে ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা করে G2P পদ্ধতিতে মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস 'নগদ' এর মাধ্যমে সরাসরি উপকারভোগীদের নিকট আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও বিশেষ চিকিৎসা অনুদান হিসেবে ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৭জন এনডিডি বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ব্যক্তিকে ৩,৬৫,০০০/- (তিন লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার) টাকা প্রদান করা হয়েছে।

৭.২ প্রতিবন্ধি ব্যক্তিদের জন্য বঙ্গবন্ধু সুরক্ষা বীমা প্রবর্তন

এনডিডি ব্যক্তিদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিতকল্পে এনডিডি সুরক্ষা ট্রাস্টের আওতায় বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ এর সাথে সমন্বয়পূর্বক একটি স্বাস্থ্য বীমা পরিকল্প প্রণয়ন করা হয়েছে। ১ মার্চ ২০২২ খ্রি. তারিখ জাতীয় বীমা দিবসে 'প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য বঙ্গবন্ধু সুরক্ষা বীমা' আনুষ্ঠানিকভাবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধন করেন। ঢাকা ও সিলেট সিটি কর্পোরেশন এবং এ দুই জেলার আওতাধীন উপজেলাসমূহে এক বছরের জন্য পাইলটিং ভিত্তিক কার্যক্রম চালু হয়। ২০২২-২৩ অর্থবছরে ইতোমধ্যে ৫০৪ জন এনডিডি ব্যক্তিকে বীমা কার্যক্রমের আওতায় আনা হয়েছে। পাইলটিং শেষে বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ, এনডিডি সুরক্ষা ট্রাস্ট ও সাধারণ বীমা কর্পোরেশন কর্তৃক মূল্যায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। একই সঙ্গে একটি কার্যকর স্বাস্থ্য বীমা পরিকল্প প্রণয়নপূর্বক সেবাগ্রহীতাদের মাঝে বীমা চালুর পর্যায়ে রয়েছে।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য বঙ্গবন্ধু সুরক্ষা বীমা' আনুষ্ঠানিকভাবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধন

৭.৩ বীমা বন্ধু পুরস্কার ২০২২ অর্জন

নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট কর্তৃক এনডিডি ব্যক্তিদের জন্য 'বঙ্গবন্ধু সুরক্ষা বীমা' প্রবর্তন করা হয়। এ ধরণের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য এ বিশেষ ধরণের বীমা কার্যক্রম বাংলাদেশে প্রথম চালু করা হয়েছে। বাংলাদেশের স্বনামধন্য টেলিভিশন চ্যানেল আরটিভি দেশের বীমা খাতে অবদানের জন্য বিভিন্ন ক্যাটাগরীতে ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে বীমা এওয়ার্ড প্রদান করে থাকে। এনডিডি ব্যক্তিদের জন্য এ বিশেষ ধরণের বীমা চালু করে বাংলাদেশের বীমা খাতে এক উল্লেখযোগ্য অবদান রাখায় আরটিভি কর্তৃক নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্টকে বীমা বন্ধু পুরস্কার ২০২২ এ ভূষিত করে।

চিত্র: আরটিভি কর্তৃক আয়োজিত বীমা এ্যাওয়ার্ড ২০২২ অনুষ্ঠানে নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্টের পক্ষে ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারপার্সন প্রফেসর ডা. মো: গোলাম রব্বানী এবং ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মো: শাহ আলম বীমা বন্ধু পুরস্কার ২০২২ গ্রহণ করেছেন।

৭.৪ ওয়ানস্টপ স্বাস্থ্যসেবা প্রদান

দেশের সকল হাসপাতালে নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ওয়ানস্টপ স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তির লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট হাসপাতালের পরিচালক/ তত্ত্বাবধায়ককে প্রধান করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট একটি ওয়ানস্টপ স্বাস্থ্যসেবা প্রদান কমিটি গঠন করা হয়েছে। মানসম্পন্ন সেবা প্রদানের লক্ষ্যে এ প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালীকরণ ও জবাবদিহি বাড়াতে সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং পেশাভিত্তিক ও অবহিতকরণ কোর্স চালু রাখা হয়েছে।

৮.০ শিক্ষা সম্পর্কিত কার্যক্রম

৮.১ এনডিডি শিশুদের জন্য বিশেষ শিক্ষাক্রম প্রণয়ন

এনডিডি শিক্ষার্থীদের উপযোগী শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে এনডিডি সুরক্ষা ট্রাস্টের তত্বাবধানে বিশেষ শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করা হচ্ছে। এ বিষয়ে স্টেকহোল্ডারদের অংশগ্রহণ ও তাদের মতামতের ভিত্তিতে একটি খসড়া শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করা হয়েছে। গত ৩০-০৫-২০২৩ তারিখে এনডিডি শিক্ষার্থীদের জন্য প্রণীত খসড়া বিশেষ শিক্ষাক্রম সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ে প্রেরন করা হয়েছে। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিশেষ শিক্ষাক্রমটি যাচাই বাছাই কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

৯.০ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

৯.১ মাতা-পিতা/অভিভাববকগণের প্রশিক্ষণ

এনডিডি সুরক্ষা ট্রাস্ট কর্তৃক এনডিডি বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন শিশু/ব্যক্তিদের পিতা-মাতা/অভিভাবকদের অনলাইন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালু করা হয়েছে। ২০২২ অর্থ বছরের ২৩-বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক ৮ টি ব্যাচে ৩৬০ জন পিতাকে এ অভিভাবক/মাতা-প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

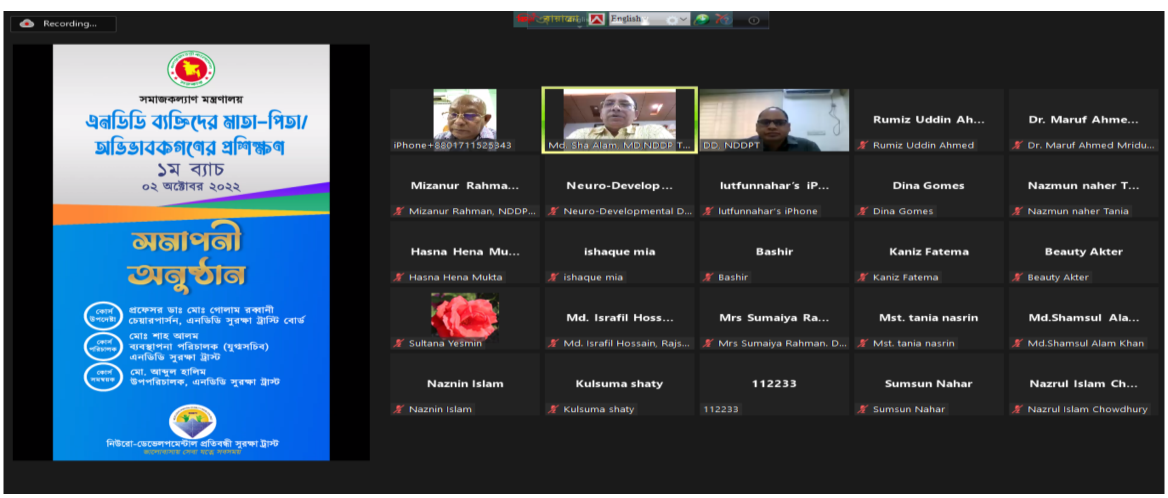

এনডিডি ব্যক্তি ও শিশুদের মাতা-পিতা/অভিভাবকগণের ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মে অনলাইন প্রশিক্ষণ

৯.২ বিশেষ স্কুলের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ

এনডিডি সুরক্ষা ট্রাস্ট কর্তৃক এনডিডি বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য অনলাইন প্রশিক্ষণ কর্মসূচী চালু করা হয়েছে। ২০২২অর্থ ২৩- জন ৩০০টি ব্যাচে ৬বছরের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক শিক্ষককে এ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

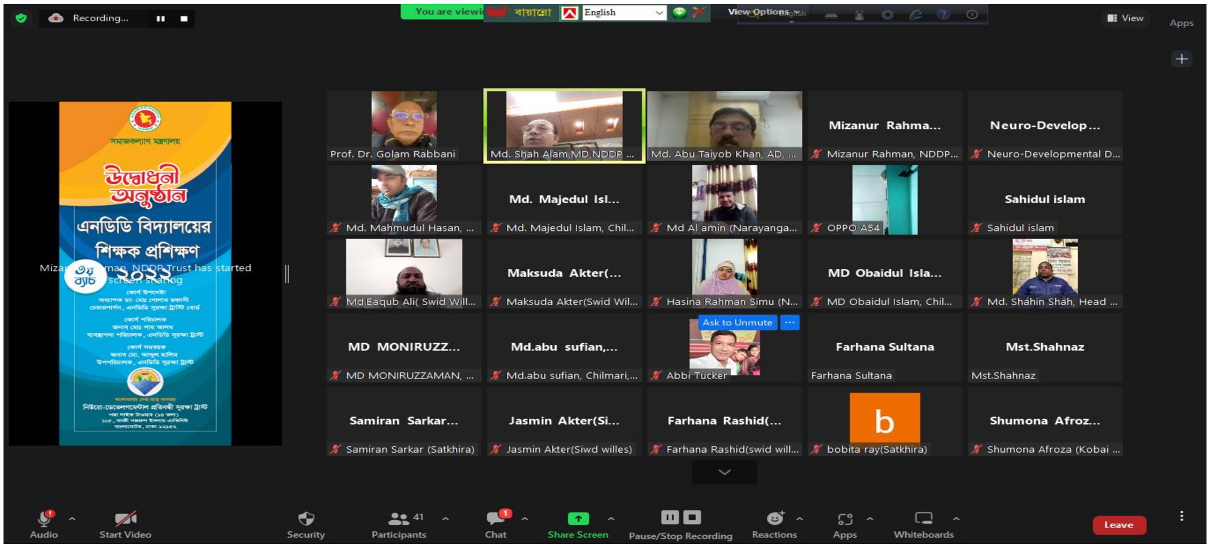

এনডিডি বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মে অনলাইন প্রশিক্ষণ

৯.৩ এনডিডি বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ব্যক্তিদের মাতা-পিতা/অভিভাবকদের ওরিয়েন্টেশন কর্মশালা

এনডিডি সুরক্ষা ট্রাস্ট কর্তৃক এনডিডি বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন শিশু ও ব্যক্তিদের জীবনব্যাপী যত্ন-পরিচর্যা বিষয়ে করণীয় সম্পর্কে মাতা-পিতা/অভিভাবকদের ওরিয়েন্টেশন কর্মশালা আয়োজন করা হয়। বর্ণিত কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব নুরুজ্জামান আহমেদ এমপি, বিশেষ অতিথি হিসেবে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি জনাব রাশেদ খান মেনন এমপি ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব জনাব মো: জাহাঙ্গীর আলম উপস্থিত ছিলেন।

৯.৪ এনডিডি বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও পেশাজীবীদের সমন্বয়ে এনডিডি শিক্ষা বিষয়ক কর্মশালা

এনডিডি সুরক্ষা ট্রাস্ট কর্তৃক এনডিডি বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও পেশাজীবীদের সমন্বয়ে এনডিডি শিক্ষা বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন কর্মশালা আয়োজন করা হয়। গত ২১ জুন ২০২৩ তারিখে সুইড বাংলাদেশ মিলনায়তনে (৪/এ, নিউ ইস্কাটন, ঢাকা-১০০০) অনুষ্ঠিত কর্মশালায় ২০০ জন অংশগ্রহণকারী উপস্থিত ছিলেন। বর্ণিত কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব নুরুজ্জামান আহমেদ এমপি, বিশেষ অতিথি হিসেবে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি জনাব রাশেদ খান মেনন এমপি ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব জনাব মো: জাহাঙ্গীর আলম উপস্থিত ছিলেন।

৯.৫ কেয়ারগিভার স্কিল ট্রেনিং (CST) কার্যক্রম

অটিজম ও এনডিডি শিশুর পিতা-মাতা/ অভিভাবকগণকে শিশুদের যত্ন ও পরিচর্যা, স্বাস্থ্য, শিক্ষাসহ অধিকার সম্পর্কে সচেতন করার লক্ষ্যে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) কারিগরি সহযোগিতায় এনডিডি সুরক্ষা ট্রাস্ট কেয়ার গিভার স্কিল ট্রেনিং (CST) চালুর লক্ষ্যে একটি মডিউল প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করে। WHO এর নির্দেশনা অনুযায়ী মডিউলটি প্রথমে ইংরেজিতে Adaptation করা হয়। বাংলাভাষায় ভাষান্তরিত ৪৯৩ পৃষ্ঠার মডিউলটি বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে প্রতিস্থাপন করে WHO এর অনুমোদন গ্রহণ করা হয়েছে। এটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে এনডিডি বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ব্যক্তির জীবনব্যাপী যত্ন-পরিচর্যা ও তাদের সার্বিক বিকাশ লাভের জন্য দক্ষ কেয়ারগিভার তৈরি করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

১০.০ উদ্ভাবনী কার্যক্রম ও ই-সেবাসমূহ

১০.১ “স্মার্ট অটিজম বার্তা অ্যাপ”

এনডিডি সুরক্ষা ট্রাস্টের আওতায় "স্মার্ট অটিজম বার্তা" নামক একটি মোবাইল অ্যাপ প্রণয়নের কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে, যা একটি কমিউনিটি ভিত্তিক ইন্টারেক্টিভ স্ক্রিনিং টুল (মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন) যার মাধ্যমে অটিজম স্ক্রিনিং ও পরবর্তী করণীয় বিষয়গুলো সহজে জানা যাবে। ২ এপ্রিল ২০২২ তারিখে বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবসের অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক অ্যাপসটি উদ্বোধন করা হয়। বর্তমানে এ্যাপ্লিকেশনটি গুগল প্লে স্টোরে রয়েছে। এটিকে বহুল প্রচার ও ব্যবহারে জনপ্রিয় করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

"স্মার্ট অটিজম বার্তা” সিস্টেমটির কার্যপ্রণালী ও ফিচারসমূহের নমুনা দৃশ্য

১০.২ ‘বলতে চাই’ অ্যাপ:

এনডডি সুরক্ষা ট্রাস্টের আওতায় ‘বলতে চাই’নামক একটি অ্যাপ মোবাইল/ট্যাব এর মাধ্যমে ব্যবহার উপযোগী করে অমৌখিক যোগাযোগ প্রযুক্তি (For non-verbal persons with disabilities) ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে এ্যাপ্লিকেশনটি গুগল প্লে স্টোরে রয়েছে। এটিকে বহুল প্রচার ও ব্যবহারে জনপ্রিয় করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

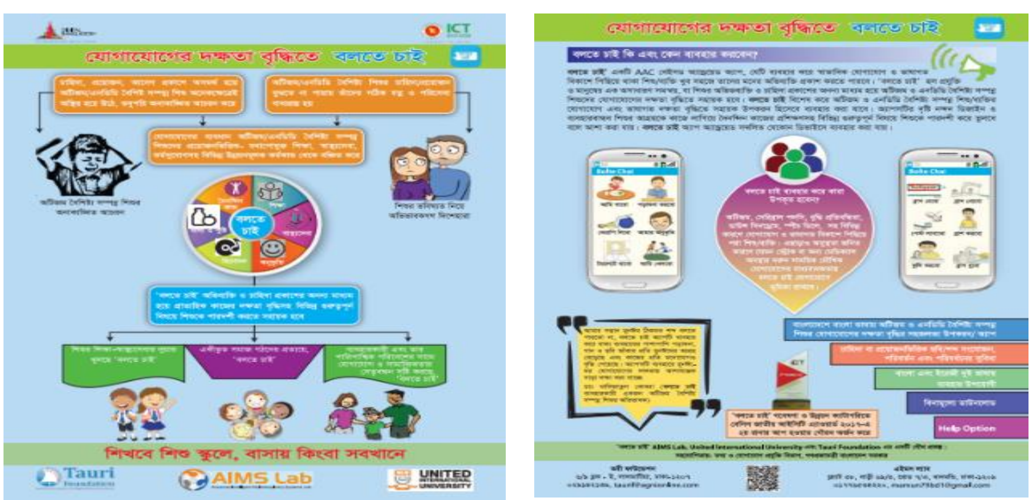

“বলতে চাই” সিস্টেমটির কার্যপ্রণালী ও ফিচারসমূহ

১১.০ এনডিডি সুরক্ষা ট্রাস্ট কর্তৃক গৃহীত ও সম্ভাব্য প্রকল্পসমূহ

১১.১ "অটিজম ও এনডিডি সেবাদান কেন্দ্র" শীর্ষক প্রকল্প

'নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন, ২০১৩ এর ১৭ ধারা মোতাবেক বর্ণিত ২৪টি কাজ এবং National Strategic Action Plan ২০১৬-২০৩০ এর আলোকে এনডিডি সম্পর্কিত অংশের কাজ বাস্তবায়নের জন্য ৪৯.৯৯ কোটি টাকা ব্যয়ে দেশের ১৪টি স্থানে অটিজম ও এনডিডি সেবা কেন্দ্র শীর্ষক একটি উন্নয়ন প্রকল্প (এপ্রিল ২০২২ হতে মার্চ ২০২৫) গ্রহণ করা হয়েছে যার বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান।

প্রকল্পের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম ও সেবাসমূহের বিবরণ

(১) থেরাপি সেবা: জীবনচক্রব্যাপী স্নায়ুবিক সমস্যাগ্রস্থ ৪ ধরণের প্রতিবন্ধী শিশু ও ব্যক্তিগণকে মাল্টি ডিসিপ্লিনারি টিম-এর মাধ্যমে থেরাপি সেবা। সেবাগুলো হবে:

- (ক) অকুপেশনাল থেরাপি
- (খ) স্পিচ এন্ড ল্যাংগুয়েজ থেরাপি
- (গ) ফিজিও থেরাপি
- (ঘ) সাইকোলজিস্ট কর্তৃক সাইকোসোশ্যাল কাউন্সেলিং
- (ঙ) শারীরিক ও মানসিক কাউন্সেলিং
- (চ) খাদ্য-পুষ্টি ও স্বাস্থ্যবিষয়ক সেবা ও পরামর্শ প্রদান
- (ছ) সহায়ক উপকরণ ও সহায়ক প্রযুক্তিভিত্তিক থেরাপি সেবা প্রদান

(২) পিতা/ মাতার মৃত্যুতে অভিভাবক নিয়োগ কার্যক্রম
(৩) স্বাস্থ্য বীমাকরণ
(৪) চিকিৎসা অনুদান প্রদান
(৫) শিক্ষা বৃত্তি ও উপবৃত্তি প্রদান
(৬) একীভূত শিক্ষার ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান
(৭) এনডিডি বিদ্যালয় পরিচালনা, মনিটরিং ইত্যাদি
(৮) পিতা/ মাতা/ কেয়ারগিভার প্রশিক্ষণ
(৯) এনডিডি বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ
(১০) বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থান
(১১) নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ
(১২) উদ্ভাবিত অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহারে প্রশিক্ষণ
(১৩) ডিজিটাল পদ্ধতি/ সফটওয়্যারের মাধ্যমে ই-সার্ভিস কানেক্টিভিটি স্থাপন
(১৪) নিরাপদ আবাসন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা/ দিবাযত্ন কেন্দ্রস্থাপন
(১৫) নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধিতা বিষয়ে ব্যাপক প্রচার-প্রচারণা
(১৬) ক্রীড়া, সাংস্কৃতিক ও শিল্পিসত্তার বিকাশ
(১৭) সমাজের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্তকরণে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও প্রশাসনের সাথে সম্পৃক্ত থেকে কাজ করা

১১.২ Development and Implementation of e-Services for Treatment, Education & Management System of Autism Spectrum Disorder (ASD) People শীর্ষক প্রকল্প

অটিজমসহ এনডিডি বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন শিশু ও ব্যক্তিদের জীবনমান উন্নয়নের জন্য অ্যাপ্লিকেশন বেইজড ই-সার্ভিস কানেক্টিভিটির আওতায় চিকিৎসা, শিক্ষাসহ নানাবিধ সেবা দেয়ার লক্ষ্যে একটি প্রকল্প গৃহীত হয়। ১০/০২/২০২২ খ্রি: তারিখ আইসিটি বিভাগ, নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট এবং ই-জেনারেশন+ CMED এর মধ্যে Development and Implementation of e-Services for Treatment, Education & Management System of Autism Spectrum Disorder (ASD) People শীর্ষক প্রকল্পটি বস্তবায়ন বিষয়ক একটি ত্রিপক্ষীয় সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। সে আলোকে কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

১১.৩ উন্নয়ন প্রকল্প ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনার অংশ হিসেবে নিউরো-ডেভেলপমন্টোল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সুরক্ষা ও তাদের জীবনমান উন্নয়ন, জীবনব্যাপী যত্নপরিচর্যা, আবাসন, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, পুর্নবাসন ও স্বাস্থ্যসবো নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে নিউরো-ডেভেলপমন্টোল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট কর্তৃক '৮টি বিভাগে অটিজম ও এনডিডি বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন শিশু ও ব্যক্তির জন্য ৮টি আবাসন,শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, কর্মসংস্থান ও রিহ্যাবিলিটেশন কেন্দ্র স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প', গ্রহণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে । সে লক্ষে খসড়া ডিপিপি প্রণয়নের কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। এছাড়াও অটিজম ও এনডিডি ব্যক্তির খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা শীঁষক প্রকল্পসহ বিভিন্ন প্রকল্প ৩/৪ বছরের মধ্যে বাস্তবায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়ছে।

১২.০ সচেতনতামূলক কার্যক্রম

১২.১ Behavior Change Communication (BCC) Materials প্রণয়ন

নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট অটিজম ও এনডিডি ব্যক্তিদের সম্বন্ধে সম্যক ধারণা ও সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সমাজের বিভিন্ন স্তরের ব্যক্তিদের যেমন- মাননীয় সংসদ সদস্য, সরকারি কর্মকর্তা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও ধর্মীয় নেতাদের জন্য Behavior Change Communication (BCC) Materials তৈরি করা হয়। উক্ত BCC Materials প্রণয়নের ফলে অটিজম ও এনডিডি সম্পর্কে কুসংস্কার ও নেতিবাচক ধারণা পরিহার করে এ বিষয়ে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের মধ্যে সচেতনতা তৈরি ও তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রদান করার জন্য তা শহরে, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বিতরণ করা হচ্ছে।

১২.২ আইন ও বিধিসমূহের সংকলন প্রকাশ ও বিতরণ

প্রতিবন্ধিতা নিয়ে সরকারি - বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মস্পৃহা ও কর্ম উদ্দিপনা বৃদ্ধি, প্রতিবন্ধিতা সংক্রান্ত বিধি বিধান সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান আহরণ এবং সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য বিদ্যমান আইন, বিধি ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় সরকারি আদেশ-নির্দেশনা সমূহের একটি সংকলন প্রকাশ করা হয়েছে। সংকলনটি বিতরণের মাধ্যমে সংশ্লিষ্টদের এ বিষয়ে সম্যক ধারণা লাভ সম্ভব হচ্ছে। ট্রাস্টের ওয়েবসাইটে এর সফটকপি আপলোড করা হয়েছে।

১২.৩ প্রামাণ্য চিত্র তৈরী

প্রতিবছর বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবসে এনডিডি বিষয়ক প্রামাণ্য চিত্র তৈরী করা হয়। এবারও বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবসে এনডিডি সুরক্ষা ট্রাস্ট কর্তৃক প্রামাণ্য চিত্র তৈরি করা হয়েছে। ০২ এপ্রিল ২০২৩ বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবসে ১টি ডকুমেন্টারি ও ১টি টিভিসি প্রণয়ন করা হয়। প্রণীত ডকুমেন্টারি সমূহ ২টি টিভি চ্যানেল ও সোশ্যাল মিডিয়াতে প্রচার/ উন্মুক্ত করা হয়েছে। ট্রাস্টের ওয়েবসাইটেও আপলোড করা হয়েছে। এছাড়াও অটিজমসহ নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধিতা নিয়ে সমাজে প্রচলিত কুসংস্কার ও ভুল ধারণা দুরীকরণ ও সচেতনতা বৃদ্ধিতে ট্রাস্টের আওতায় টিভিসি, ডকুমেন্টারি প্রণয়ন করার কাজ চলমান রয়েছে।

১৩.০ পুনর্বাসন কার্যক্রম

১৩.১ এনডিডি শিশু/ব্যক্তিদের পুনর্বাসন

অটিজম ও এনডিডি ব্যক্তিদের সার্বিক জীবনমান উন্নয়ন ও পুনর্বাসনের লক্ষ্যে সমাজসেবা অধিদফতরাধীন বগুড়া জেলায় অবস্থিত সামাজিক প্রতিবন্ধী মেয়েদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে ৫০ জন পুরুষ এনডিডি শিশু/ব্যক্তি এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় অবস্থিত সামাজিক প্রতিবন্ধী মেয়েদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে ৫০ জন মহিলা এনডিডি শিশু/ব্যক্তিকে পুনর্বাসনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। অর্থ বিভাগের অনুমোদনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিকেন্দ্রে ৮ জন করে মোট ১৬ জন হোস্টেল অ্যাটেন্ড্যান্ট (কেয়ারগিভার) নিয়োগ করা হয়েছে। নিবাস কেন্দ্র দুইটি চালু করার সকল প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছে। খুব শীঘ্রই তারিখ নির্ধারণপূর্বক সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক নিবাস কেন্দ্র দুইটি উদ্বোধন করা হবে।

১৪.০ অন্যান্য কার্যক্রম

১৪.১ অভিভাবক নিবন্ধন নির্দেশিকা প্রণয়ন

ট্রাস্ট আইন অনুযায়ী এনডিডি শিশু/ব্যক্তিদের অভিভাবক নিবন্ধনের সুযোগ থাকায় অভিভাবক নিবন্ধন প্রক্রিয়াটিকে সহজীকরণের লক্ষ্যে অভিভাবক নিবন্ধন নির্দেশিকা প্রণয়ন করে জেলা কমিটির নিকটে প্রেরণ করা হয়েছে। ট্রাস্টের ওয়েবসাইটে এর কপি আপলোড করা হয়েছে।

১৪.২ সংগঠন নিবন্ধন নির্দেশিকা প্রণয়ন

ট্রাস্ট আইন অনুযায়ী সংগঠন নিবন্ধন সুযোগ থাকায় এ প্রক্রিয়াটিকে সহজীকরণের লক্ষ্যে সংগঠন নিবন্ধন নির্দেশিকা প্রণয়ন করে জেলা কমিটির নিকটে প্রেরণ করা হয়েছে সুযোগ থাকায় এ প্রক্রিয়াটিকে সহজীকরণের লক্ষ্যে সংগঠন নিবন্ধন নির্দেশিকা প্রণয়ন করে জেলা কমিটির নিকটে প্রেরণ করা হয়েছে।

১৪.৩ সাংস্কৃতিক চর্চা, মেধা বিকাশ ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা আয়োজন

এনডিডি শিশু ও ব্যক্তিদের প্রতিভা ও মেধা বিকাশের লক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান- এর জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষ্যে এবং ১৫ আগস্ট তারিখে জাতির পিতা বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান এর শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে চিত্রাঙ্কন ও রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

চিত্র: ট্রাস্ট কার্যালয়ে বিভিন্ন দিবস উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা

১৫.০ দিবস উদযাপন

১৫.১ বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস উদযাপন

প্রতি বছর ২ এপ্রিল তারিখে বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস সারাদেশব্যাপী যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপন করা হয়ে থাকে। গত ২ এপ্রিল ২০২৩ তারিখে ১৬ তম বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে বঙ্গাবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব নুরুজ্জামান আহমেদ এমপি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব আশরাফ আলী খান খসরু এমপি, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি জনাব রাশেদ খান মেনন এমপি, এবং সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব জনাব মো: জাহাঙ্গীর আলম উপস্থতি ছিলেন। অটিজম বিষয়ে ব্যাপক জনসচেতনতা বৃদ্ধি ও অবদান রাখতে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে এ বিষয়ে সংশ্লিষ্টজনের উৎসাহ ও প্রণোদনা প্রদানের জন্য বিভিন্ন ক্যাটাগরীতে অটিজম পদক প্রদান করা হয়। অটিজম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন সফল ব্যক্তি ক্যাটাগরীতে ০৩ জন ব্যক্তিকে ১,৫০,০০০/- (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা, অটিজম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন ও সুরক্ষার ক্ষেত্রে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে এমন ০৩ জন ব্যক্তিকে

১,৫০,০০০/- (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা এবং অটিজম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন সফল ০২ জন পিতা মাতা অভিভাবককে ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা সম্মাননা প্রদান করা হয়। এ দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে লিফলেট, পোস্টার, ব্রোশিউর ইত্যাদি মূদ্রণ ও বিতরণ, বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় ক্রোড়পত্র প্রকাশ এবং টিভিসি/ডকুমেন্টারি প্রণয়নপূর্বক বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে ও সোশ্যাল মিডিয়াতে ব্যাপক প্রচার করা হয়।

২ এপ্রিল ২০২৩ তারিখ বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস উদযাপন

১৫.২ বিশ্ব ডাউন সিনড্রোম দিবস উদযাপন

প্রতিবছর ২১ মার্চ তারিখে বিশ্ব ডাউন সিনড্রোম দিবস উদযাপন করা হয়। এর ধারাবহিকতায় নিউরো ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্টের উদ্যোগে গত ২১ মার্চ ২০২৩ তারিখে ১০ম জাতীয় এবং ১৮ তম বিশ্ব ডাউন সিনড্রোম দিবস উদযাপন করা হয়। সুইড বাংলাদেশ মিলনায়তনে (ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকা-১০০০) অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অথিথি হিসেবে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব নুরুজ্জামান আহমেদ এমপি, বিশেষ অতিথি হিসেবে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি জনাব রাশেদ খান মেনন এমপি, সভাপতি হিসেবে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব জনাব মো: জাহাঙ্গীর আলম উপস্থিত ছিলেন। উক্ত অনুষ্ঠানে এনডিডি সুরক্ষা ট্রাস্ট কর্তৃক ২০ জন ডাউন সিনড্রোম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন শিক্ষার্থীকে এককালীন ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা করে সর্বমোট ২,০০,০০০/- টাকা প্রদান করা হয়।

২১ মার্চ ২০২৩ তারিখ বিশ্ব ডাউন সিনড্রোম দিবস উদযাপন

১৫.৩ বিশ্ব সেরিব্রাল পালসি দিবস উদযাপন

প্রতিবছর ৬ অক্টোবর তারিখে বিশ্ব সেরিব্রাল পালসি প্রতিবন্ধী ব্যক্তি দিবস উদযাপন করা হয়। এর ধারাবাহিকতায় ২০২২ সালের ৬ অক্টোবর নিউরো ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্টের উদ্যোগে সুবর্ণ ভবন, জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনে বিশ্ব সেরিব্রাল পালসি প্রতিবন্ধী ব্যক্তি দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপন করা হয়। দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব নুরুজ্জামান আহমেদ এমপি অনলাইন জুম প্ল্যাটফর্মে সংযুক্ত ছিলেন, এছাড়াও বিশেষ অতিথি হিসেবে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব আশরাফ আলী খান খসরু এমপি, উপস্থিত ছিলেন। উক্ত অনুষ্ঠানে এনডিডি সুরক্ষা ট্রাস্ট কর্তৃক ০৫ জন সেরিব্রাল পালসি বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন শিক্ষার্থীকে এককালীন ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা করে এবং ০৫ জন সেরিব্রাল পালসি বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন উদ্যোক্তাকে ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা করে সর্বমোট ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা অনুদান প্রদান করা হয়।

৬ অক্টোবর ২০২২ বিশ্ব সেরিব্রাল পালসি প্রতিবন্ধী ব্যক্তি দিবস উদযাপন

বাংলাদেশ রিহ্যাবিলিটেশন কাউন্সিল

পটভূমি

প্রতিবন্ধী মানুষের রিহ্যাবিলিটেশন সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিতকল্পে মানসম্মত রিহ্যাবিলিটেশন পেশাজীবী ও সেবা প্রতিষ্ঠানের কোন বিকল্প নেই। বাংলাদেশে চিকিৎসক, নার্স, ফার্মাসিস্ট ইত্যাদি পেশাজীবীদের স্বীকৃতি প্রদান ও মান নিয়ন্ত্রণের জন্য নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ থাকলেও রিহ্যাবিলিটেশন পেশাজীবীগণের মান নিয়ন্ত্রণসহ স্বীকৃতি প্রদানের জন্য কোন কর্তৃপক্ষ নেই। সার্বিক বিষয়াদি বিবেচনায় যথোপযুক্ত রিহ্যাবিলিটেশন সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ ও সেবার মানোন্নয়নে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সেবা প্রতিষ্ঠান এবং মানসম্পন্ন রিহ্যাবিলিটেশন পেশাজীবীদের স্বীকৃতি ও মান নিয়ন্ত্রণের নিমিত্ত একটি কাউন্সিল গঠনের লক্ষ্যে গত ১৪ নভেম্বর, ২০১৮ তারিখ ১০ম জাতীয় সংসদের ২৩তম অধিবেশনে "বাংলাদেশ রিহ্যাবিলিটেশন কাউন্সিল আইন ২০১৮" পাস হয় এবং বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

২.০ বাংলাদেশ রিহ্যাবিলিটেশন কাউন্সিল আইন, ২০১৮ এর উদ্দেশ্যসমূহ:

- ❖ রিহ্যাবিলিটেশন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা কার্যক্রম বা পাঠদানের স্বীকৃতি;
- ❖ রিহ্যাবিলিটেশন সেবা প্রতিষ্ঠান/ইউনিট অনুমোদন;
- ❖ রিহ্যাবিলিটেশন পেশাজীবীর নিবন্ধন;
- ❖ রিহ্যাবিলিটেশন পেশাজীবীর যোগ্যতা ও সেবার মান নির্ধারণ ও নিশ্চিতকরণ।

৩.০ বাংলাদেশ রিহ্যাবিলিটেশন কাউন্সিল গঠন

বাংলাদেশ রিহ্যাবিলিটেশন কাউন্সিল আইন ২০১৮ এর ৫(১) ধারা মোতাবেক গত ১৯ জুন ২০২৩ তারিখ ৩৩ সদস্য বিশিষ্ট কাউন্সিল গঠনের নিমিত্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। ৩৩ সদস্য বিশিষ্ট বাংলাদেশ রিহ্যাবিলিটেশন কাউন্সিলঃ

(১)	সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা	সভাপতি
(২)	জনাব হোসেন আলী খোন্দকার, অতিরিক্ত সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা	সদস্য
(৩)	চেয়ারপার্সন, নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্টি বোর্ড, পদ্মা লাইফ টাওয়ার (১৪ তলা), ১১৫ কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউ, বাংলামোটর, ঢাকা	সদস্য
(৪)	মহাপরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা	সদস্য
(৫)	মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা	সদস্য
(৬)	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন, এ/৪, সেকশন-১৪, মিরপুর, ঢাকা-১২০৬	সদস্য
(৭)	জনাব রেজওয়ানুর রহমান, যুগ্মসচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা	সদস্য
(৮)	জনাব মোঃ মোতাহার হোসেন, যুগ্মসচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা	সদস্য
(৯)	জনাব মোঃ মহিদুর রহমান, যুগ্মসচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা	সদস্য
(১০)	জনাব মোঃ শাহিনুর ইসলাম, যুগ্মসচিব (ড্রাফটিং), লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা	সদস্য
(১১)	সৈয়দা নওয়ারা জাহান, যুগ্মসচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা	সদস্য
(১২)	জনাব সুলতানা আক্তার, উপসচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা	সদস্য
(১৩)	জনাব মোসাঃ ফেরদৌসী বেগম, যুগ্মসচিব (প্রশাসন), মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা	সদস্য
(১৪)	জনাব ফেরদৌস রওশন আরা, যুগ্মসচিব (উন্নয়ন), প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা	সদস্য
(১৫)	ব্রিগেডিয়ার জেনারেল নীলিমা আখতার, ডিন, ফ্যাকাল্টি অব মেডিক্যাল স্টাডিস, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি	সদস্য

অব প্রফেশনালস (বিইউপি), মিরপুর সেনানিবাস, ঢাকা

(১৬)	অধ্যাপক ডা. সুরাইয়া বেগম, ডিন, শিশুরোগ চিকিৎসা অনুষদ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়, শাহবাগ, ঢাকা	সদস্য
(১৭)	ড. মো. তানভির ইসলাম, ডিন, স্বাস্থ্য বিজ্ঞান অনুষদ, যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, যশোর	সদস্য
(১৮)	জনাব নূরনাহার বেগম শিউলী, উপসচিব (লিগ্যাল), (জেলা ও দায়রা জজ), প্রশাসন বিভাগ, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭	সদস্য
(১৯)	জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম, কোর্স কো-অর্ডিনেটর, বি.এসসি ইন ফিজিওথেরাপি কোর্স, জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পূর্নবাসন প্রতিষ্ঠান, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭	সদস্য
(২০)	পরিচালক, বাংলাদেশ মেডিক্যাল রিসার্চ কাউন্সিল, মহাখালী, ঢাকা	সদস্য
(২১)	ডা. এ বি এম আব্দুল্লাহ, ইমেরিটাস অধ্যাপক, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়, শাহবাগ, ঢাকা	সদস্য
(২২)	বাংলাদেশ ফিজিক্যাল মেডিসিন ও রিহ্যাবিলিটেশন সংস্থা কতৃক মনোনীত একজন সদস্য	সদস্য
(২৩)	অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ সোহরাব হোসেন, নির্বাহী পরিচালক, সেন্টার ফর দি রিহ্যাবিলিটেশন অব দি প্যারালাইজড (সিআরপি), চাপাইন, সাভার, ঢাকা-১৩৪৩	সদস্য
(২৪)	ডাঃ জামাল উদ্দিন চৌধুরী, সদস্য, স্থায়ী স্বীকৃতি প্রদান কমিটি, বাংলাদেশ মেডিকেল এন্ড ডেন্টাল কাউন্সিল, ২০৩, শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম সরণি (৮৬, বিজয়নগর), ঢাকা-১০০০	সদস্য
(২৫)	ডা. প্রদীপ কুমার সাহা (পিটি), বাড়ি নম্বর-৪৪, পিসি কালচার হাউজিং, শ্যামলী, ঢাকা-১২০৭	সদস্য
(২৬)	ডা. মোঃ ইহতেশামুল হক চৌধুরী, মহাসচিব, বাংলাদেশ মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন, বিএমএ ভবন, ১৫/২ তোপখানা রোড, ঢাকা-১০০০	সদস্য
(২৭)	অধ্যাপক তাহমিনা আকতার, প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটার, স্পেশাল ক্লিনিক্যাল সোস্যাল ওয়ার্ক ইন স্পেশালাইজড এম.এস.এস প্রোগ্রাম ইন ক্লিনিক্যাল ওয়ার্ক, সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা	সদস্য
(২৮)	ড. মোঃ শামসুদ্দীন ইলিয়াস, অধ্যাপক, মনোবিজ্ঞান বিভাগ, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর এবং মহাসচিব, বাংলাদেশ মনোবিজ্ঞান সমিতি (বিপিএ), ২২/২, সোনারগাঁও রোড, হাতিরপুল, ঢাকা-১২০৫	সদস্য
(২৯)	জনাব এ.এইচ.এম নোমান খান, নির্বাহী পরিচালক, সেন্টার ফর ডিজএবিলিটি ইন ডেভেলপমেন্ট (সিডিডি), সাভার, ঢাকা	সদস্য
(৩০)	ডাঃ মোঃ শাহাদৎ হোসেন পিটি, সাধারণ সম্পাদক,বাংলাদেশ ফিজিওথেরাপি এসোসিয়েশন (বিপিএ), সিআরপি, চাপাইন, সাভার, ঢাকা	সদস্য
(৩১)	ডা. শামীম আহাম্মদ, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ অকুপেশনাল থেরাপি এসোসিয়েশন (বিওটিএ), সিআরপি, চাপাইন, সাভার, ঢাকা	সদস্য
(৩২)	জনাব ফিদা আল-শামস, সভাপতি, সোসাইটি অব স্পিচ এন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ থেরাপিস্টস, স্পিচ এন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ থেরাপি ডিপার্টমেন্ট, সিআরপি, চাপাইন, সাভার, ঢাকা	সদস্য
(৩৩)	রেজিস্ট্রার, বাংলাদেশ রিহ্যাবিলিটেশন কাউন্সিল, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা	সদস্য-সচিব

৪.০ কাউন্সিলের দায়িত্ব ও কার্যাবলি

বাংলাদেশ রিহ্যাবিলিটেশন কাউন্সিল আইন, ২০১৮ এর ৬ ধারায় কাউন্সিলের দায়িত্ব ও কার্যাবলি বর্ণিত রয়েছে:

(১) বাংলাদেশে স্বীকৃতি প্রতিষ্ঠান বা রিহ্যাবিলিটেশন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক রিহ্যাবিলিটেশন প্রাকটিশনার, রিহ্যাবিলিটেশন টেকনোলজিস্ট এবং রিহ্যাবিলিটেশন টেকনিশিয়ানকে প্রদত্ত শিক্ষাগত যোগ্যতার স্বীকৃতি প্রদান;

(২) বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থিত রিহ্যাবিলিটেশন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অথবা সমজাতীয় প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত রিহ্যাবিলিটেশন শিক্ষাগত যোগ্যতার স্বীকৃতি প্রদান;

(৩) অন্য কোন দেশের রিহ্যাবিলিটেশন কাউন্সিল বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনার মাধ্যমে সেই দেশের রিহ্যাবিলিটেশন বিষয়ক শিক্ষাগত যোগ্যতার বিষয়ে পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে স্বীকৃতি প্রদানসহ এতদসংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও পরিচালনা;

(৪) রিহ্যাবিলিটেশন পেশাজীবীদের জন্য আবশ্যিক পেশাগত অথবা শিক্ষাগত যোগ্যতার ন্যূনতম ও অভিন্ন মান নির্ধারণ, পাঠ্যসূচি ও পাঠক্রমের মান ও মেয়াদ নির্ধারণ;

(৫) রিহ্যাবিলিটেশন পেশাজীবীদের জন্য আবশ্যিক পেশাগত বা শিক্ষাগত যোগ্যতার সকল পর্যায়ে ভর্তির যোগ্যতা,

নীতিমালা ও শর্তাদি নির্ধারণ;

(৬) রিহ্যাবিলিটেশন পেশাজীবীদের জন্য পেশাগত অথবা শিক্ষাগত যোগ্যতাসংক্রান্ত পরীক্ষা গ্রহণ, পরীক্ষা গ্রহণ পদ্ধতি এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়ের ন্যূনতম মান নির্ধারণ;

(৭) রিহ্যাবিলিটেশন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়োগের লক্ষ্যে শিক্ষকগণের ন্যূনতম শিক্ষাগত, পেশাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার মান নির্ধারণ;

(৮) রিহ্যাবিলিটেশন পেশাজীবীগণের নিবন্ধন ও রিহ্যাবিলিটেশন প্রাকটিশনারদের পরীক্ষা গ্রহণপূর্বক প্রাকটিশনার হিসাবে লাইসেন্স প্রদান;

(৯) রিহ্যাবিলিটেশন প্রাকটিশনারদের লাইসেন্স প্রদানের নিমিত্ত পরীক্ষা গ্রহণ, পরীক্ষা গ্রহণ পদ্ধতি, পরীক্ষা পরিচালনার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় বোর্ড গঠন এবং আনুষঙ্গিক বিষয়াদি নির্ধারণ;

(১০) তপশিল সংশোধনের নিমিত্ত সরকারের নিকট প্রস্তাব প্রেরণ;

(১১) রিহ্যাবিলিটেশন পেশাজীবীদের নিবন্ধন প্রদান, নিবন্ধন বহি (Register) প্রণয়ন, প্রকাশ, সংরক্ষণ ও প্রতিনিয়ত হালনাগাদকরণ;

(১২) রিহ্যাবিলিটেশন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, রিহ্যাবিলিটেশন সেবা ইউনিট ও রিহ্যাবিলিটেশন সেবা প্রতিষ্ঠানসমূহ যে-কোনো সময় পরিদর্শন করা, এবং এতদুদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিশেষজ্ঞের মাধ্যমে পরিদর্শন কার্য সম্পাদন;

(১৩) রিহ্যাবিলিটেশন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ স্বীকৃতি প্রদানের লক্ষ্যে সুপারিশ প্রদান;

(১৪) রিহ্যাবিলিটেশন সেবা প্রতিষ্ঠান বা রিহ্যাবিলিটেশন সেবা ইউনিট অনুমোদন প্রদান;

(১৫) নিবন্ধন, পরীক্ষা গ্রহণ ও পরিদর্শন ফি ও অন্যান্য ফি নির্ধারণ;

১৬) এই আইনের অধীনে নিবন্ধিত নয় অথচ রিহ্যাবিলিটেশন পেশায় নিয়োজিত রয়েছে, এইরূপ ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ;

(১৭) রিহ্যাবিলিটেশন প্রাকটিশনার, রিহ্যাবিলিটেশন টেকনোলজিস্ট এবং রিহ্যাবিলিটেশন টেকনিশিয়ানদের বিরুদ্ধে ভুয়া পদবি, ডিগ্রি, প্রতারণামূলক প্রতিনিধিত্ব বা নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ;

(১৮) রিহ্যাবিলিটেশন পেশাজীবীর পেশাগত কর্মকাণ্ডের পরিধি ও সীমা নির্ধারণ;

(১৯) রিহ্যাবিলিটেশন পেশাজীবীর পেশাগত অসদাচরণের ক্ষেত্রে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ;

(২০) কাউন্সিলের সকল স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং হিসাব নিরীক্ষণ;

(২১) রিহ্যাবিলিটেশন পেশাজীবীর জন্য অনুসরণীয় পেশাগত আচরণের মান নির্ধারণ ও অনুসরণের বিষয়টি নিশ্চিতকরণ;

(২২) দেশি বা বিদেশি কোনো রিহ্যাবিলিটেশন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা বা সার্টিফিকেটের মান নিয়মিত মূল্যায়ন এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে তপশিল সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ; এবং

(২৩) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, প্রয়োজনীয় ও আনুষঙ্গিক কার্য সম্পাদন।

৫.০ নির্বাহী কমিটি গঠন

৫.১ বাংলাদেশ রিহ্যাবিলিটেশন কাউন্সিল আইন ২০১৮ এর ১০(১) ধারা অনুযায়ী বাংলাদেশ রিহ্যাবিলিটেশন কাউন্সিলের তৃতীয় সভায় ০৫ সদস্য বিশিষ্ট নির্বাহী কমিটি গঠন করার করা হয়।

৫.২ বাংলাদেশ রিহ্যাবিলিটেশন কাউন্সেলের ৫ সদস্য বিশিষ্ট নির্বাহী কমিটি

১.	সিনিয়র সচিব/সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা	সভাপতি
২.	ডাঃ জামাল উদ্দিন চৌধুরী, সদস্য, স্থায়ী স্বীকৃতি প্রদান কমিটি, বাংলাদেশ মেডিকেল এন্ড ডেন্টাল কাউন্সিল, ২০৩, শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম সরণি (৮৬, বিজয়নগর), ঢাকা	সদস্য
৩.	অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ সোহরাব হোসেন, নির্বাহী পরিচালক, সেন্টার ফর দি রিহ্যাবিলিটেশন অব দি প্যারালাইজড (সিআরপি), ট্রাস্ট ফর দি রিহ্যাবিলিটেশন অব দি প্যারালাইজড, সাভার, ঢাকা	সদস্য
৪.	জনাব শামীম আহমেদ, কার্যনির্বাহী সদস্য, অকুপেশনাল থেরাপি এসোসিয়েশন, ঢাকা	সদস্য
৫.	রেজিস্ট্রার, বাংলাদেশ রিহ্যাবিলিটেশন কাউন্সিল, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা	সদস্য-সচিব

৬.০ রেজিস্ট্রার নিয়োগ

৬.১ বাংলাদেশ রিহ্যাবিলিটেশন কাউন্সিল আইন ২০১৮ এর ৮-ধারার আলোকে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব পদ পর্যাদার কর্মকর্তাদেরকে বাংলাদেশ রিহ্যাবিলিটেশন কাউন্সিলের রেজিস্ট্রার নিয়োগ না হওয়া পর্যন্ত নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসেবে বাংলাদেশ রিহ্যাবিলিটেশন কাউন্সিলের রেজিস্ট্রার হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করা হয়।

৬.২ বাংলাদেশ রিহ্যাবিলিটেশন কাউন্সিলের রেজিস্ট্রারগণ

ক্রমিক	কর্মকতার নাম ও পদবি	কাউন্সিলের ভারপ্রাপ্তগণের রেজিস্ট্রার দায়িত্ব পালনের মেয়াদ
০১.	জনাব ফারজানা মমতাজ, যুগ্মসচিব (এনডিডি ও অটিজম)	০৩ জানুয়ারি ২০১৯ - ২৭ এপ্রিল ২০১৯ পর্যন্ত
০২.	জনাব সৈয়দা সালমা জাফরীন, যুগ্মসচিব (প্রশাসন)	২৮ এপ্রিল ২০১৯ - ০৯ আগস্ট ২০২০ পর্যন্ত
০৩.	ড. মো: আবুল হোসেন, যুগ্মসচিব (কার্যক্রম)	১০ আগস্ট ২০২০ – ২৩ ডিসেম্বর ২০২১
০৪.	জনাব সৈয়দ মেহদী হাসান, যুগ্মসচিব (প্রশাসন)	১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২২- বর্তমান

৬.৩ এছাড়াও কাউন্সিলের কার্যক্রম সম্পাদন করার নিমিত্ত মন্ত্রণালয়ের একজন ডেপুটি রিজেস্ট্রার, একজন প্রশাসনিক কর্মকর্তা, একজন ক্যাশিয়ারকে নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসেবে অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।

৭.০ বাংলাদেশ রিহ্যাবিলিটেশন কাউন্সিল বাজেট

চলতি ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেটে বাংলাদেশ রিহ্যাবিলিটেশন কাউন্সিলের অনুকূলে ৩.৩৪ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়।

৮.০ জনবল কাঠামো

বাংলাদেশ রিহ্যাবিলিটেশন কাউন্সিল আইন ২০১৮ এর ৯ ধারায় প্রদত্ত নির্দেশনার আলোকে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এবং অর্থ বিভাগ হতে বাংলাদেশ রিহ্যাবিলিটেশন কাউন্সিলের সাংগঠনিক কাঠামোতে ১২ ক্যাটাগরির নিম্নোক্ত ২১টি পদের অনুমোদন দেয়া হয়েছে:

ক্রমিক	পদের নাম	পদ সংখ্যা	বেতন গ্রেড
(১)	রেজিস্ট্রার	০১টি	গ্রেড-৩
(২)	ডেপুটি রেজিস্ট্রার	০১টি	গ্রেড-৬
(৩)	সহকারী রেজিস্ট্রার	০২টি	গ্রেড-৯
(৪)	সহকারী প্রোগ্রামার	০১টি	গ্রেড-৯
(৫)	হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	০১টি	গ্রেড-১০
(৬)	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	০২টি	গ্রেড-১০
(৭)	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	০১টি	গ্রেড-১০
(৮)	পরিদর্শক	০৪টি	গ্রেড-১০
(৯)	হিসাবরক্ষক	০১টি	গ্রেড-১৩
(১০)	হিসাব সহকারী	০১টি	গ্রেড-১৬
(১১)	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	০২টি	গ্রেড-১৬
(১২)	অফিস সহায়ক	০৪ টি	গ্রেড-২০
মোট		২১ টি	

৯.০ বাংলাদেশ রিহ্যাবিলিটেশন কাউন্সিল বিধিমালা ২০২২ এর খসড়া প্রণয়ন

বাংলাদেশ রিহ্যাবিলিটেশন কাউন্সিল আইন ২০১৮ এর ধারা-৩২ অনুযায়ী বিধিমালা প্রণয়নের বাধ্যবাদকতা রয়েছে। সে আলোকে বাংলাদেশ রিহ্যাবিলিটেশন কাউন্সিলের প্রথম সভায় বাংলাদেশ রিহ্যাবিলিটেশন কাউন্সিল বিধিমালা এর খসড়া প্রণয়নের নিমিত্ত ১টি কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটি একাধিক সভা করে বাংলাদেশ রিহ্যাবিলিটেশন কাউন্সিল বিধিমালা ২০২২ এর খসড়া প্রণয়ন করে, যা মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা, উন্নয়ন ও আইন অনুবিভাগে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করার জন্য প্রেরণ করা হয়। বিধিমালাটির খসড়ার উপর রিহ্যাবিলিটেশন পেশা সংশ্লিষ্ট অংশীজন/স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী এবং সম্মানিত সচিব মহোদয়ের উপস্থিতিতে সভা ও কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালা হতে প্রাপ্ত মতামতের ভিত্তিতে পরবর্তীতে খসড়া বিধিমালাটি চূড়ান্ত করা হয় এবং বাংলাদেশ রিহ্যাবিলিটেশন কাউন্সিলের পরবর্তী সভায় খসড়া বিধিমালাটি অনুমোদিত হলে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ে বিভাগে ভেটিং এর জন্য প্রেরণ করা হবে।

১০.০ বাংলাদেশ রিহ্যাবিলিটেশন কাউন্সিলের কর্মচারি চাকুরি প্রবিধানমালা ২০২২ এর খসড়া প্রণয়ন

বাংলাদেশ রিহ্যাবিলিটেশন কাউন্সিল আইন, ২০১৮ এর ধারা-৩৩(২)(ন) অনুযায়ী বাংলাদেশ রিহ্যাবিলিটেশন কাউন্সিলের কর্মচারি চাকুরি প্রবিধানমালা প্রণয়নের নির্দেশনা রয়েছে। বাংলাদেশ রিহ্যাবিলিটেশন কাউন্সিলের নির্বাহী কমিটির তৃতীয় সভার ৪(৩)(ঙ) নম্বর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাংলাদেশ রিহ্যাবিলিটেশন কাউন্সিলের কর্মচারী চাকুরি প্রবিধানমালা প্রণয়নের লক্ষ্যে ৭ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি একাধিক সভা করে বাংলাদেশ রিহ্যাবিলিটেশন কাউন্সিলের কর্মচারী চাকুরি প্রবিধানমালা ২০২২ এর খসড়া চূড়ান্ত করে এবং খসড়া প্রবিধানমালাটি মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা, উন্নয়ন ও আইন অনুবিভাগে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করার জন্য প্রেরণ করা হয়। মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা, উন্নয়ন ও আইন অনুবিভাগ হতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে মতামত নিয়ে খসড়া চাকুরির প্রবিধানমালাটি চূড়ান্ত করা হয়েছে এবং বাংলাদেশ রিহ্যাবিলিটেশন কাউন্সিলের পরবর্তী সভায় অনুমোদিত হলে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ে বিভাগে ভেটিং এর জন্য প্রেরণ করা হবে।